ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি।

যেং আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৮০৩	১৬	১৩।১৪।১৫।					
		১৬।	০				
১৮১৪	১৮	৪৩	০				
১৮১৬	২২	১৬ ধারার	২।৫				
		২৪	০				
১৮১৭	২০	৩১	৩				
১৭৯৩	২১	২১	০				
১৮১২	৩	৯	০	রদ।	৭	০	০
১৮১৪	১৩	১৮	০				
ঐ	২৭	০	০				
১৮১৬	১৯	১৪	২				
১৮১৭	২০	১০	৪				
ঐ	ঐ	১৬	১০				
ঐ	ঐ	১৯	১৬				
ঐ	ঐ	২৩	২				
১৮০৯	৫	৬	০	শুধরণ।	৮	০	০
১৮২২	১	০	০				
১৭৯৩	৩১	২ অবধি ১৮	০	রদ।	৯	০	০
১৮০১	৯	৩।৪	০				
১৮০৩	৩৭	৩।৪	০				

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও সুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি।

যেং আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৭৯৩	৩১	১৯	০	মতান্তরকরণ।................	ঐ	০	০
১৮১৪	১	০	০	রদ।........................	১০	০	০
১৮২৪	১৩	০	০				
১৮০৩	৬	০	০	ঐ।.........................	১১	০	০
১৮২৫	১২	০	০	মতান্তরকরণ।...............	১২	০	০
১৮১৬	৮	০	০	রদ।........................	১২	০	০
১৮১৪	২৭	৩৭	০	মতান্তরকরণ।...............			
১৮১৯	৯	৭	০	বৃদ্ধিকরণ।.................	১৪	০	০
১৮২৯	৪	৩	০	রদ।........................	ঐ	০	০
১৮২১	১	৫	৩	মতান্তরকরণ।...............	ঐ	০	০
১৮২৯	১	১০	২	ঐ।.........................	ঐ	০	০

রাজস্বের

রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরের বিষয়।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
বিশেষ করিয়া লেখা এলাকার মধ্যে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব নিযুক্ত হইবার এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুকুমক্রমে ঐ এলাকার বৃদ্ধি বা ন্যূনতা হইবার এবং কমিস্যনরসাহেবদিগের সংখ্যার ন্যূনাতিরেককরণের কথা।	১	২	০
এই নিয়মের সম্বাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা করা যাইবার কথা।	ঐ	ঐ	০
কমিস্যনরসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে বৈঠকের সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের জজের যে ক্ষমতা আছে তাহা এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সামান্য ক্ষমতা রাখিবার কথা।	ঐ	৩	১
প্রত্যেক এলাকারমধ্যগত প্রত্যেক জিলায় বৈঠককরণের সময় সরকারেতে নিরূপণ হইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
ঘোষণার দ্বারা বৈঠককরণের সময় ও ক্রম জানাইবার এবং একং জিলায় বৎসরের মধ্যে দুইবার জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম হইবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
বিশেষ হুকুম। কমিস্যনরসাহেবেরা আবশ্যক বুঝিলে অথবা নিজামৎ আদালতের হুকুম পাইলে বৈঠককরণের নিমিত্তে নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বেও জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম অথবা কোন কয়েদির মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার এবং জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম কয়েদকরণিয়াসাহেবের মোকামের সামান্যত করা যাইবার কথা।	১	৩	২।৩
শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের এবং সরকারের হুকুম পাইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে থাকা কোন থানা যেং জিলায় থাকে ঐং জিলার সদর মোকামে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কয়েদ থাকা ব্যক্তির মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৩
বিশেষ হুকুম ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট যে কমিস্যনরের তাবে থাকেন ঐ জিলার কমিস্যনরের এলাকার মধ্যগত হইবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
বৈঠক করিতে উদ্যত কমিস্যনরসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যগত জিলার মৌলবীকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৪

 অথবা

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
অথবা প্রবিন্সাল কোর্টে বৈঠক হইলে ঐ কোর্টের কোন মৌলবীকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারিবার এবং ঐ রূপে মৌলবীর তলব হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের মৌলবীর কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার কথা।	১	৩	৪
আইনানুসারে অন্য প্রকার হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত কমিস্যনরসাহেবেরা আপন২ এলাকার মধ্যে বোর্ড রেবিনিউ ও কোর্ট ওয়ার্ডসে এক্ষণে যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ আছে কলিকাতা রাজধানীতে থাকা সদর বোর্ডের সাহেবদিগের এবং সরকারের অথবা সরকারের অনুমতিক্রমে সদর বোর্ডের সাহেবেরা যেং নিষেধ বিধি করেন্ তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার মতাচরণ করিবার কথা।	ঐ	৪	০

আপীলের বিষয়।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত হওয়া দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের হুকুমানুসারে কোন জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের করা কোন হুকুম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতার্পণ হইবার কথা।	২	৩	০
ঐ প্রকার আপীল উপস্থিত হইলে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।	ঐ	৪	০

প্রধান জজের বিষয়।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের এবং মফঃসল আপীল আদালতের প্রধান জজরূপ এবং ২।৩।৪।৫ জজরূপ খ্যাতি রহিত হইবার কথা।	৩	২	০
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগকে দিব্যকরণের নিমিত্তে যেং হুকুম নির্দিষ্ট আছে তাহা রদ করিবার এবং জজসাহেবেরা ও সরকারী কার্য্যকারক অন্য সাহেবেরা ইহার পর নিজামৎ আদালতে অথবা দিব্য করাইবার কারণ নিযুক্ত কোন সাহেবের সমক্ষে দিব্য করিবার কথা।	ঐ	৩	০

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
আদালতের প্রধান জজকে যে হুকুমেতে প্রবল কথা কহিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল তাহা রদ করিবার কথা।	৩	৪	১
মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবদিগের ভিন্ন২ মত হইলে যেরূপ করিতে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	২
নিযুক্ত কার্য্যকারক সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের মোকামে বাস করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩
মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতা এই আইনক্রমে মতান্তর কি হানি না হইবার এবং কলিকাতার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা মেদিনীপুরের নগওয়ান ও হিজরী জিলায় যেং মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া থাকে যাহা হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন তাহার এবং ঢাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ঐ প্রকারে ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে চাটিগাঁ ও নওয়াখালী ও সিলোটের জিলাতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।	ঐ	৫	০
যেং হুকুমক্রমে কালেক্টর ও আদালতের সাহেবেরদের আপনং নিজ চাকরকে সরকারী কার্য্য দেওয়া নিষেধ আছে তাহা সাব্যস্ত থাকিবার কথা।	ঐ	৬	০
মফঃসল আপীল আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীপ্রভৃতির পদ রহিত হইবার এবং জজসাহেবেরা জিজ্ঞাস্য কোন কথা অন্যং আদালতে অর্পণ করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।	ঐ	৭	০

বিশেষ কমিস্যনরের বিষয়।

যে কর্ম্ম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহা বিশেষ কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা করা গেলে ঐ মোকদ্দমা ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগের বিচার্য্য না হইবার কথা।	৪	২	১
উপরের লিখিত প্রকার আপীলের দরখাস্ত কোন বিশেষ কমিস্যনরের নিকটে করা গেলে তদ্বিষয়ের হুকুমের নিমিত্তে সরকারের নিকটে তাহার নকল দেওয়া সম্বাদ লিখিতে হইবার কথা।	ঐ	ঐ	২

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য কোন আদালত প্রভৃতির সাহেবকে ঐ আপীল গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।	৪	২	২
ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের লেখা হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।	ঐ	৩	০

দেরাদূনের বিষয়।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
দেরাদূনের এলাকার বিষয়ি পূর্ব্বং করা আইন রদ করিবার এবং দেরাদূনে এক জন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত করিবার আইন রদ করিবার এবং ইহার পর দেরাদূনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য নির্ব্বাহ যেরূপে হইবেক তাহার হুকুম করিবার কথা।	৫	২।৩	১।২

চুরীর বিষয়।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা দুই কি তাহাহইতে অধিক অপরাধ প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হইলে ঐ অপরাধিদিগকে শাস্তি দিতে হুকুম করিতে পারিবার এবং কোনং বিষয় হইলে দুই কি তাহাহইতে অধিক অপরাধেতে অপরাধিত লোকদিগের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে হইবার নিমিত্তে তাহারদিগকে কয়েদ করিতে পারিবার কথা।	৬	২	২।৩
এই আইনানুসারে দেওয়া সকল হুকুম দায়েরসায়েরী আদালতে পাঠাইবার বেওরাপত্রে লিখিতে হইবার কথা।	ঐ	৩	০
চলিত আইনানুসারে দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতে অর্পণ করা ক্ষমতা এই আইনানুসারে দেওয়া হুকুম ও শাস্তির আজ্ঞার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।	ঐ	ঐ	০

রিপোর্টের বিষয়।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
রিপোর্ট সকলের প্রকার এবং পাঠাইবার সময় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবের দ্বারা নিরূপণ করা যাইবার কথা।	৭	৩	১

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অন্য প্রকার করিতেহুকুম না দিলে পূর্ব্বের নিরূপণকরা বেওরাপত্রইত্যাদি করা যাইবার ও পাঠাইবার আবশ্যক থাকিবার কথা।	৭	৩	২
ব্রিটনীয় অধিকার দেশবাসি এদেশীয় প্রজার বিষয়।			
ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইন ও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লেখা কথা ব্রিটনীয় অধিকারদেশের বাহিরে করা অপরাধেতে অপবাদিত লোকেরা যে কোন স্থানে ধরা যায় তাহারদের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।	৮	২	০
ঐ আইনানুসারে কোন অপরাধির মোকদ্দমাকরণের অনুমতি পাইবার নিমিত্তে যে দরখাস্ত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান যায় তাহাতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৩	০
তেজারতের কুঠীর রেসিডেণ্টের বিষয়।			
তেজারতের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেবেরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এলাকার অধীন অন্য ব্রিটনীয় প্রজার মত হইবার এবং মজুর প্রভৃতি ও চুক্তিকারক অন্য লোকের উপর অন্য২ লোকের মত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের পরওয়ানা ইত্যাদি জারী হইবার কথা।	৯	৩	০
তেজারতের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেবদিগের পদপ্রযুক্ত কোন কর্ম্মের বিষয়ে তাঁহারদিগের নামে নালিশ হইলে তাহার নকল বোর্ড ট্রেডে পাঠাইবার এবং ঐ সাহেবেরা ৬ ছয় সপ্তাহের মধ্যে আদালতে সম্বাদ পাঠাইবেন যে ঐ মোকদ্দমা সরকারের তরফহইতে হইবার কি না হইবার এবং সরকারী মোকদ্দমাহওনের সম্বাদ না দেওয়া গেলে ঐ সাহেবের নিজের মোকদ্দমার মত নিষ্পত্তি হইবার কথা।	ঐ	৪	০
ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়।			
পূর্ব্বের আইনের কথা রদ হইবার কথা।	১০	২	০
A চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীলের মত ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের দ্বারা মাসুল লওয়া যাইবার এবং প্রতিজ্ঞাপত্রাদি নিরূপিত ইষ্টাম্প			

কাগজে

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কাগজে লেখা না গেলে কোন আদালতে গ্রাহ্য না হইবার এবং অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতহওয়াতে আপত্তি না হইবার কথা।	১০	৩	১।২
এ আইন জারীহওনের কথা পূর্ব্বের লিখিত প্রতিজ্ঞা পত্রাদি তাহার দস্তখৎআদিহওনের তারিখে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের হুকুম হইয়াছে এমত কাগজে লেখা হইলে আপত্তি না হইবার এবং মফঃসলের নিমিত্ত লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রাদিতে কলিকাতার নিমিত্ত করা ইষ্টাম্প ছাপাহওয়াপ্রযুক্ত আপত্তি না হইবার কথা।	১০	৩	২।৩
ইষ্টাম্পকাগজ যেরূপে নিশ্চয় করা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৪	০
কাগজের নিশ্চয়করার হুকুম হইলে নিশ্চয় না করা কাগজ বিক্রয় করণপ্রযুক্ত বিক্রয়করণিয়াদিগের ১০০৲ এক শত টাকা জরীমানা দিতে হইবার কথা।	ঐ	ঐ	০
সামান্য ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে অর্পণ হইবার এবং ঐ শ্রীযুত অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনেক লোককে অর্পণ করিতে পারিবার এবং ইষ্টাম্প আফিস রাখা যাইবার এবং তাহা কোন বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগের অধীন থাকিবার কথা।..	ঐ	৫	০
ইষ্টাম্পকাগজ যেরূপে ছাপা করা যাইবেক তাহা এবং তাহার প্রতিরূপ মুদ্রার কথা।	ঐ	৬	১
বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে২ মুদ্রা মতান্তর করাইবার কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের তাবে থাকিবার কথা।	ঐ	ঐ	৩
ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়েতে উৎপন্ন মামুলের সংগ্রহকরণের ভার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব অথবা সরকারহইতে নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি থাকিবার কথা॥	ঐ	৭	০
ইষ্টাম্পকাগজ পাওয়া যাওনের মতের কথা।	ঐ	৮	১
কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদের নিকটে রাখা সকল ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের দায়ী হইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করণিয়াদিগের নিরূপণের প্রকারের কথা।	ঐ	৯	১

অনুমতিপত্র

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
স্বলাভিষিক্ত ব্যক্তিরা তাহাতে অস্বীকৃত হইলে যে জরীমানা হই বেক তাহার কথা।	১০	১০	১২
তাহারা দ্রব্যাদি না দিলে অথবা তালাশী করিতে না দিলে যে জরী মানা হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
যাহা হইলে জামিনের স্থানে টাকাইত্যাদি তলব করা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	১৩
আপন২ কার্য্যসাধণের নিমিত্তে বিশেষ ব্যক্তিদিগকে যেপ্রকারে ইষ্টাম্পকাগজ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	১১	১
সাদা কাগজের উপর ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে ইচ্ছুক লোকেরা ইষ্টা ম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবকে যে রসীদ দিবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	২
বিশেষ ব্যক্তিকে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দেওয়া কাগ জের বিবেচনা ও নিশ্চয়করণের প্রকারের ও যাহা হইলে যত ছুট দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩।৪
উপরের লিখিত নিয়মানুসারে বোর্ডের সাহেবেরা অনুমতিপত্রপা ওয়া বিক্রয়করণিয়াদিগকে ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি দিতে হুকুম করিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৫
অপদস্থ হইলে কি মরিলে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি ফি রিয়া দিবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
অনুপযুক্ত প্রকারে ইষ্টাম্প ছাপান অথবা সর্টিফিকট দেওনপ্রযুক্ত জরীমানার কথা।	ঐ	ঐ	৬
ময়লা কি নষ্টহওয়া ইষ্টাম্পকাগজ পুনর্ব্বার দেওয়া যাইবার মতের কথা।	ঐ	১২	১
ঐ২ গতিকে দরখাস্তকরণের প্রকারের কথা।	ঐ	ঐ	২
কুব্যবহারের নিষেধ অর্থাৎ ১০ দশ টাকার অধিক মূল্যের না হইলে ৬ ছয় সপ্তাহের মধ্যে দরখাস্ত না করিলে ঐ অনুগ্রহ না করা যাইবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
উপযুক্তরূপে পিঠে দস্তখৎ না করা কাগজ নথীতে গাথাইবার কি রিকার্ড করাইবার জরীমানার কথা।	ঐ	১৩	১
কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ নথীতে গাথিলে যেপ্রকার করিতে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	১

আপনার

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
আপনার নিকটে রাখা কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ জাননিয়া লোকের কর্তব্যের কথা।	১০	১৩	২
দৈবঘটনা কি অনবধানতাতে যে দোষ হয় তাহার প্রতিকারের কথা।	ঐ	১৪	১
ইষ্টাম্পছাপা না করা কাগজে লিখিত নিদর্শন পত্রাদিরাখণিয়া লোক যে নিয়মে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
মূল্য না দেওনের উদ্যোগ না থাকিলে ও ঐ কাগজের উপর ইষ্টাম্প ছাপাইবার কারণ আনা গেলে যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	২
৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আনিলে তিনগুণ টাকা দিলে ছাপাইতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
৩০ ত্রিশ দিনের পরে আনিলে পাঁচগুণ মূল্য দিলে ছাপাইতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৩
মূল্য না দিবার অভিপ্রায়ের বিষয়ে সন্দেহ হইলে মূল্যের দশগুণ টাকা জরীমানা দিলে ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবার এবং প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি হওনানন্তর ৩ তিন মাসের অনধিক কাল অথবা এই আইন জারীহওনাবধি ৬ ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত করা গেলে বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনানুসারে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা করা যাইবার এবং জরীমানা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের দশগুণের কম না হইবার কথা।	ঐ	১৪	৪।৫
প্রথমানুসন্ধান কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা করা যাইবার কথা।	ঐ	১৫	১
শুধরণ কি স্থিরকরণ কি অন্যথাকরণের ক্ষমতা কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার এবং তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
এই আইনানুসারে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা সদর ইজারদারের স্থানে বাকী মালগুজারী আদায়করণে যাহা করিতে হয় তাহার দ্বারা আদায় করা যাইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
জরীমানা মাফকরণের ক্ষমতা বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা।	ঐ	১৬	০

কৃত্রিম

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ ব্যবহার করা কি অন্য কাহাকেও দেওয়া যা ইবার বিষয়ি বিশেষ হুকুমের কথা।	১০	১৬	০
আদালতের কাগজ অর্থাৎ নালিশের দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	১৭	০
ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার যোগ্য দরখাস্তইত্যাদি ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লেখা গেলে যে উকীল ঐ কাগজ উপস্থিত করে তাহার জরীমানা আদালতের সাহেবেরা আদায় করিতে হুকুম করিবার কথা।	ঐ	১৮	১
উত্তরকালে অপরাধ জানা গেলে কালেক্টরসাহেবের লিখিত পত্রানুসারে ঐ জরীমানা যেরূপে আদায় করা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	২
কর্তৃত্বকারি সাহেব ও কালেকুটরসাহেবদিগকে দিব্য করাইবার ক্ষমতার্পণ হইবার কথা।	ঐ	১৯	০
লোকদিগকে কয়েদকরণার্থে কালেক্টরসাহেব ইত্যাদির হুকুম জিলার জজসাহেবেরা সফল করিবার কথা।	ঐ	২০	০
ঠগামী হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব অপরাধিকে ফৌজদারী জেলখানায় কয়েদ করিবার কথা।	ঐ	ঐ	০
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কর্ম্মার্থ ভ্রমণসময়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাঁহার প্রতি অর্পণকরা ক্ষমতাতিরিক্ত কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা পাইবার কথা।	ঐ	২১	০
A চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীল নিদর্শনপত্রাদির মাসুল।			
পুলবন্দীর বিষয়।			
পূর্ব্বের লিখিত আইনানুসারে বাঁধইত্যাদিকরণবিষয়ি কমিটির সাহেবদিগের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সরকারের দ্বারা নিযুক্ত কার্য্যকারক সাহেবদিগকে অর্পণ করা যাইবার কথা।	১১	২	০
হত্যার বিষয়।			
হত্যাকরণাভিপ্রায়সূচক ক্ষতকরণ হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ বিশেষ অপরাধের মোকদ্দমার বিচারকরণের নিমিত্তে ঐ অপরাধিকে কয়েদে রাখিবার এবং উপরের লিখিত বিশেষ অপরাধ সকলের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ঐ মোকদ্দমাতে বৈঠককরণিয়া কাজী হত্যাকরণের অভিপ্রায়ের প্রমাণ হইল কি না ইহা জানাইবার কথা। ..	১২	ঐ	১।২

কাজীর

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কাজীর বিচারে হত্যাকরণের অভিপ্রায়ের প্রমাণ হইলে এবং দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব কি ঐ মোকদ্দমার বিচারকারক অন্য জজসাহেব তাহাতে সম্মত হইলে তাহার শাস্তির সীমানিরূপণের কথা।	১২	৩	০
যাহা হইলে নিজামৎ আদালতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং যে বিষয় হইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি অন্য জজসাহেবের রোয়দাদ বিচার করিতে ক্ষমতা রাখেন তাহার কথা।	ঐ	৩।৪	০
লিগল আফের্সের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমাম্ব্রেন্সেরের বিষয়।			
ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনে নালিশকরণের উপযুক্ততা জানাইবার বিষয় যেরূপে সফল হইবেক তাহার কথা।	১৩	৩	০
সরকারের উকীলের পদ খালী হইলে আদালতের সাহেবেরা সরকারকে জানাইবার অর্থে আদালতের এলাকার সেক্রেটারিসাহেবের নিকটে সম্বাদ পাঠাইবার কথা।	ঐ	৪	২
উকীলের খালী পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য উকীলদিগের মধ্যে যে জন থাকে সরকার তাহার নিশ্চয় করিবার কথা।	ঐ	ঐ	৩
ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের লিখনানুসারে উপস্থিতহওয়া নালিশের আরজী যেরূপে নথীতে গাঁথা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৫	০
জামিনের বিষয়।			
ভিন্নাধিকারদেশবাসি লোক প্রথমতঃ যে মোকদ্দমা অথবা আপীলের আরজী দাখিল করিতে কি তাহার জওয়াব দাখিল করিতে কোন আদালতে চাহিলে তাহার স্থানে শ্রীযুত কোম্পানিবাহাদুরের অধিকার দেশের মধ্যবাসি কি তাহাতে বিভবরাখণিয়াদিগকে ঐ মোকদ্দমার সকল খরচা দেওনের নিমিত্তে জামিন লওয়া যাইবার কথা।	১৪	২	১
জামিনীনামা ৬ ছয় সপ্তাহের মধ্যে দিতে হইবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
আদালতের খরচা দেওয়া না গেলে এবং আপীলের খরচাদেও নার্থে জামিনীনামা দাখিল না করিলে ঐ আপীল গ্রাহ্য না হইবার কথা।	১৪	২	১
কোন লোক প্রথমতঃ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অথবা কোন আদালতে আপীলের আরজী দাখিল করিলে পর ঐ মোকদ্দমা কি আপীলের নিষ্পত্তিকরণের পূর্ব্বে সেই লোক ভিন্নাধিকারদেশবাসী হইলে উপরের লিখিত হুকুম তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবার এবং এই হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের লিখিত যোত্রহীন ফরিয়াদীর সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।	ঐ	ঐ	২।৩
যে সকল আদালতে উপরের লিখিত প্রকার ভিন্নাধিকারদেশবাসি লোক কোন মোকদ্দমা কি আপীলে এক পক্ষ হয় সেই মোকদ্দমা অথবা আপীলের সহিত উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।	১৪	৩	০
সতীর বিষয়।			
এই ধারক্রমে জানান যাইতেছে যে হিন্দুদিগের বিধবাদিগের জীবদ্দশায় দাহ কি পুতিয়া রাখণ কর্ম্মই বিধিবিরুদ্ধ এবং ঐ কর্ম্মকারি লোকেরা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবার কথা।	১৭	২	০
সকল জমীদার ও তালুকদারইত্যাদির প্রতি সহমরণের উদ্যোগের সম্বাদ নিকটবর্ত্তি পোলীসের থানার আমলাকে তৎক্ষণে দিবার ভার থাকিবার কথা।	ঐ	৩	১
ত্রুটি করিলে তাহারদিগের জরীমানা দিবার এবং পোলীসের দারোগা সহমরণের উদ্যোগের সম্বাদ পাইবামাত্র যাহা করিবেক তাহার এবং সহমরণের সম্বাদ কর্ম্ম সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে না পঁহুছিলে পোলীসের আমলারা যেরূপ কর্ম্ম করিবেক তাহার কথা। ..	ঐ	ঐ	১।২।৩
যে স্থানে সহমরণ হয় সেই স্থানের মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহার সহকারি লোকদিগের বিষয়ে যে কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।	ঐ	৪	১
সহমরণের উপকারি ও সহকারিহওনের প্রমাণ হইলে ঐ সহকারি ইত্যাদি লোকেরা দণ্ডনীয় নৃহত্যার অপরাধেতে অপরাধী এবং			

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
দণ্ডের যোগ্য বোধ হইবার এবং দায়েরসায়েরী আদালতে মোকদ্দমাহ ওনার্থে যাহারদিগকে কয়েদে রাখা যায় তাহারা মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের বিবেচনায় জামিনী কি কয়েদে থাকনের যোগ্য হইবার কথা।	১৭	৪	২।৩
বিশেষ অপরাধ হইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতে নিবারিত না হইবার কথা।	ঐ	৫	৫

মোকদ্দমা অর্পণের বিষয়।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
যে২ মোকদ্দমা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের বিচারের যোগ্য কহা গিয়াছে ঐ২ মোকদ্দমা কোন আদালতে উপস্থিত থাকিলে ঐ আদালতের সাহেবেরা যেপ্রকার কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।	১৮	৩	২
রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে উভয় পক্ষের কোন লোক দরখাস্ত করিলে যেপ্রকার করা যাইবেক এবং মোকদ্দমা কমিস্যনরসাহেবের নিকটে অর্পণ করিবার অর্থে কোন পক্ষীয় লোক দরখাস্ত না করিলে আদালতের সাহেব যেপ্রকার কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩।৪
ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত কথা পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণানুসারে সামান্য আদালতে যেং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।	ঐ	ঐ	৫

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
G. F HARVEY,
Acting Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের যেং তারিখে
যেং বিষয়ের যেং আইন জারী
হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের আইনের ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ১২ জানুআরি।

মেদিনীপুর জিলার দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের কতক২ হুকুম রদ করিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ২৬ জানুআরি।

হিন্দুস্থানের মধ্যে বৃিটনীয় জাতীয়েরদের যে বন্দর ও দেশ আছে ঐ বন্দর ও দেশে ভিন্নাধিকার দেশস্থেরদের বাণিজ্যের নিরূপণবিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুম রদ করণের এবং ঐ আইনের কতক নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিয়া তাহা পুনর্নির্দ্দিষ্টকরণের।

তৃতীয় আইন। ২৬ জানুআরি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের কতক কথা শুধরিবার এবং সমুদ্রপথে রফ্তানী হওয়া দ্রব্যের উপর যে মাসুল নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার তহসীল আরো সুন্দর রূপে হইবার।

৪ চতুর্থ আইন। ৯ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের তাৎপর্য্য ও অর্থ স্পষ্ট করিয়া জানাইবার।

৫ পঞ্চম আইন। ৯ জুন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের লিখিত হুকুম শুধরিবার এবং নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও ঐ নীলগাছ কুঠীতে দাখিল করিয়া দেওনের বিষয়ে যে তমঃসুক লিখিয়া দেওয়া যায় তাহার মতাচরণ করাইবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ১২ আগস্ত।

ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানী আদালতের জেলখানায় যে সকল ঋণি লোক কয়েদ হয়

 তাহারদিগের

তাহারদিগের খোরাকী টাকা আদায়করণ বিষয়ি এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়া শুধরিবার।

৭ সপ্তম আইন। ৭ সেপ্তেম্বর।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি নীলামের বিষয়ে এবং ঐ বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লইবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এক্ষণে চলিতেছে তাহা শুধরিবার।

৮ অষ্টম আইন। ১২ অক্তোবর।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা ফৌজদারী মোকদ্দমার তজবীজকরণ বিষয়ি চলিত হুকুমসকল শুধরিবার।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ১ প্রথম আইন।

মেদিনীপুর জিলার দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের কতক২ হুকুম রদ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের তারিখ ১২ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ৩০ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ৩ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ১ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৩ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ১৬ রজবে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ১৯ ঊনবিংশতি এলাকার কমিস্যনরসাহেবের নানা লিরিশ্‌তায় অনেক কার্য্য উপস্থিতহওয়াহেতুক মেদিনীপুর জিলার দেওয়ানী আদালতসম্পর্কীয় যেং কার্য্য কর্ত্তব্য ঐ২ কার্য্যের ভারহইতে কমিস্যনরসাহেবকে মুক্তকরণ আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম শ্রীযুত নওয়াবগবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

কটকের এলাকার কমিস্যনরসাহেবকে মেদিনীপুর জিলার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৮ ধারার যেং কথাতে প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলের ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল ঐ২ কথা এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৮ ধারার কতক২ কথা রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

এ আইন জারীকরণের তারিখঅবধি কলিকাতার এলাকার প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা মেদিনীপুর জিলার দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পূর্ব্বে যেং ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন ও যেং কলিকাতার এলাকার প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা ইহার পর মেদিনীপুর জিলার দেও

কর্ম্ম

য়ানী আদালতের কার্য্যের বিষয়ে কোর্ট আপীলের সকল ক্ষমতাবিশিষ্ট হই বার ও সকল কার্য্য করি বার কথা।

কর্ম্ম করিয়াছিলেন ঐ সমুদয় ক্ষমতাপন্ন হইবেন ও ঐ২ কার্য্য করিবেন এবং মেদিনী পুর জিলায় প্রথম উপস্থিতহওয়া কি আপীল হওয়া সকল মোকদ্দমা এবং মুৎফরক্কা যে সকল দেওয়ানী কার্য্য এই আইন জারীকরণের তারিখের পূর্ব্বে কমিস্যনরসাহেবের নি কটে উপস্থিত হইয়া আছে ঐ সকল কার্য্য কলিকাতার এলাকার প্রবিন্স্যল কোর্ট আপা লে অর্পণ করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

হিন্দুস্থানের মধ্যে ব্রিটনীয় জাতীয়েরদের যে বন্দর ও দেশ আছে ঐ বন্দর ও দেশে ভিন্নাধিকার দেশস্থেরদের বাণিজ্যের নিরূপণ বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুম রদকরণের এবং ঐ আইনের কতক নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিয়া তাহা পুননির্দ্দিষ্ট করণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের তারিখ ২৬ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ১৪ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ১৭ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ১৫ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ২ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ৩০ রজবে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ব্রিটনীয় বিধিস্থাপক সভাস্থ লোকেরদের করা কর্ম্মের দ্বারা হিন্দুস্থানদেশে বাণিজ্যকারি শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট ডৈরেক্টর সাহেবদিগের সভাতে অর্পণ করা ক্ষমতার দ্বারা ঐ কোর্ট ডৈরেক্টর সাহেবদিগের ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩১ দিসেম্বর তারিখের নির্দ্দিষ্টকরা এবং এই রাজধানীতে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৭ আইনানুসারে জারীকরা হুকুম রদ করিতে এবং তাহার পরিবর্ত্তে অন্য২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিতে মনস্থ করিলেন অতএব ঐ২ হুকুম নীচের লিখিতব্য কথানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি চলন ও প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৭ আইনের কতক কথা রদ হইবার কথা।

এবং তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৭ আইনের যে কথাদ্বারা তাহার পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টকরা কোন কথা রদ হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে ঐ আইন এই ধারার দ্বারা রদ হইল এবং হিন্দুস্থানে বাণিজ্যকারি শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট ডৈরেক্টর সাহেবদিগের নির্দ্দিষ্ট করা নীচের লিখিতব্য হুকুম তাহার পরিবর্ত্তে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে চলন ও প্রবল হইবেক ইতি। ঐ আইন নীচে লেখা যাইতেছে।

হিন্দুস্থানে

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সংজ্ঞা। হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় অধিকৃত দেশস্থ লোকদিগের এবং শ্রীলশ্রীযুত ব্রিটনীয় মহারাজ বাহাদুরের সহিত যে২ দেশ ও অধিকারের সন্ধি হইয়াছে ঐ২ দেশস্থ লোকদিগের পরস্পর বাণিজ্যকর্ম্মবিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরের নির্দ্দিষ্ট আইন রদ করণের নিমিত্তে এবং তাহার পরিবর্ত্তে অন্য২ হুকুম নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন।

হেতুবাদ। যেহেতুক হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় অধিকৃত দেশস্থেরদের এবং শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের সহিত যে২ দেশ ও অধিকারের সন্ধি হইয়াছে ঐ২ দেশস্থ লোকদিগের পরস্পর বাণিজ্যকর্ম্মের প্রকার নিরূপণার্থে আইন নামেতে খ্যাত ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের হিন্দুস্থানে বাণিজ্যকারি ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট ডৈরেক্টর সাহেবদিগের নির্দ্দিষ্ট আইনেতে লিখিত হয় যে শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের সহিত যে২ দেশীয় লোকেরদের সন্ধি হইয়াছে তাহারদিগের জাহাজের দ্বারা হিন্দুস্থানে ব্রিটনীয় অধিকৃত দেশস্থ লোকদিগের সহিত যে বাণিজ্য করা যায় ও তাহার নিরূপণের নিমিত্তে লোকান্তরগত তৃতীয় জর্জের কর্ত্তৃত্বের ৩৭ বৎসরের নির্দ্দিষ্ট আক্‌ট পার্লিমেণ্টের দ্বারা স্থির করা যায় যে ঐ আক্‌ট পার্লিমেণ্টের নির্দ্দেশকরণানন্তর এবং হিন্দুস্থানে বাণিজ্যকারি ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের অসাধারণ বাণিজ্য যত কাল থাকে এবং উপরের উক্ত ঐ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরকে হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় অধিকৃত দেশের অধিকার যত কাল নিয়মে দেওয়া গিয়াছে তাহার শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত কর্ত্তব্য যে ঐ কোম্পানি বাহাদুরের ডৈরেক্টর সাহেবদিগের ব্যবস্থার দ্বারা যে২ বাণিজ্য দ্রব্যইত্যাদি উপরের উক্ত অধিকৃত ঐ২ দেশে আমদানী করিতে এবং তাহাহইতে রফ্তানী করিতে অনুমতি পাইয়াছে ঐ২ দ্রব্য শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের সহিত যে২ দেশ ও অধিকারস্থেরদিগের সন্ধি হয় ঐ২ দেশে ও অধিকারসম্পর্কীয় জাহাজপ্রভৃতির দ্বারা ঐ২ দেশে আমদানী করে এবং তাহাহইতে রফ্তানী করে এবং ঐ কোর্ট ডৈরেক্টরসাহেবদিগের প্রতি তদ্দ্বারা হুকুম হইয়াছে যে তাঁহারা উপরের উক্ত ব্রিটনীয় অধিকৃত ঐ২ দেশীয় লোকেরদের এবং শ্রীলশ্রীযুত মহারাজের সহিত যে২ দেশস্থ ও অধিকারস্থ লোকেরদের সন্ধি হইয়াছে সেই২ দেশীয় লোকদিগের পরস্পর বাণিজ্যকর্ম্মের বিষয়ে তাঁহারদের দৃষ্টিতে হিন্দুস্থানে থাকা উপরের উক্ত ব্রিটনীয় অধিকৃত ঐ২ দেশের এবং ব্রিটনীয় রাজ্যের পরস্পর হিত ও মঙ্গলজনক নিয়ম করিতে ঐ আক্‌ট পার্লিমেণ্টের মধ্যের লিখিত শ্রীলশ্রীযুত দ্বিতীয় চার্লসের অধিকারের ১২ বৎসরের করা এক আক্‌ট পার্লিমেণ্টে তাহা করণের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকিলেও উপরের উক্ত ঐ নিয়মানুসারে যে২ বাণিজ্য দ্রব্য ইত্যাদির আমদানী অথবা রফ্তানীর নিষেধ নাই হিন্দুস্থানের মধ্যে ব্রিটনীয় অধিকৃত দেশে ঐ২ দ্রব্যের আমদানী ও রফ্তানীকরণপ্রযুক্ত শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের সহিত যে২ দেশ ও অধিকারস্থ লোকেরদের সন্ধি হইয়াছে ঐ২ দেশসম্পর্কীয় কোন জাহাজইত্যাদি ক্রোক্ অথবা জব্দ হওয়া অথবা অন্য কোন জরীমানাদেওনের যোগ্য না হওনের হুকুম দিতে

আজ্ঞা

আজ্ঞা পাইয়াছেন কিন্তু সর্ব্বথা ইহার হুকুম হইল যে উপরের উক্ত ঐ কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট ডৈরেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের এবং শ্রীলশ্রীযুত মহারাজের সহিত যে২ দেশস্থ ও অধিকারস্থ লোকেরদের সন্ধি হইয়াছে তাহারদিগের পরস্পর নির্দ্ধারণইত্যাদির অসঙ্গত ঐ বাণিজ্য কর্ম্মনিরূপণের নিমিত্তে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট করেন্ অথবা হিন্দুস্থানের মধ্যে থাকা ব্রিটনীয় অধিকৃত দেশে ঐ২ বাণিজ্যপ্রভৃতির নিমিত্তে যে২ নিয়ম করা গিয়াছে তাহার সহিত না মিলে এমত কোন আইন করেন্ আরো তাহাতে লেখা গিয়াছে যে হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় অধিকৃত দেশ অতিরিক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারে রাখণ এবং উপরের উক্ত অধিকৃত ঐ দেশের কর্ত্তৃত্বের নিমিত্তে অন্য২ আইন নির্দ্দিষ্ট করিতে অসাধারণ ক্ষমতাদেওন এবং ঐ কোম্পানি বাহাদুরের সনদ যে সকল স্থানের সহিত সম্পর্ক রাখে ঐ২ স্থানের সীমার মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিবার এবং আদালতের কর্ম্মনির্ব্বাহ পাইবার এবং বাণিজ্যকর্ম্মনিরূপণ করণের অর্থে আক্ট পার্লিমেণ্ট নামে খ্যাত পরলোকগত মহারাজের অধিকারের ৫৩ বৎসরের করা অন্য এক আক্ট পার্লিমেণ্টের দ্বারা এবং পরলোকগত ঐ মহারাজের অধিকারের ৩৩ বৎসরের বিশেষ এক আক্ট পার্লিমেণ্টের দ্বারা ঐ কোম্পানি বাহাদুরের কারণ যে মিয়াদ নিরূপিত হইয়াছে ঐ মিয়াদপর্য্যন্ত থাকনের নিমিত্তে কিম্বা ব্যবস্থার দ্বারা জানা যাইতে পারে যে ঐ প্রকার সকল নির্দ্দেশ ও হুকুম ও অন্য যে কোন বিষয় কোন আক্ট পার্লিমেণ্টে থাকে তাহা যে২ প্রকারে প্রবল হইয়াছে পরলোকগত মহারাজের অধিকারের ৫৩ বৎসরের করা উপরের উক্ত ঐ আক্ট পার্লিমেণ্টের অবিরুদ্ধ হইলে ঐ আক্ট পার্লিমেণ্টের লিখিত অন্য কোন নির্দ্দেশ কি হুকুম কি অন্য কথাতে যে২ মতান্তর করা যায় তদ্দৃষ্টে ঐ কোম্পানি বাহাদুরকে যে অতিরিক্ত মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে তাহার শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ২ নির্দ্দেশপ্রভৃতি চলিবে ও প্রবল থাকিবেক এই২ প্রযুক্ত হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় অধিকৃত দেশস্থ এবং শ্রীলশ্রীযুত মহারাজের সহিত যে২ দেশ ও অধিকারের সন্ধি হইয়াছে ঐ২ দেশস্থ লোকেরদের পরস্পর বাণিজ্যকরণের কতক২ নিয়ম করা গেল এবং যেহেতুক উপযুক্ত বোধ হইল যে উপরের উক্ত ঐ আইন যে ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারক্রমে দেশীয় লোকেরদের অধিকৃত স্থান হিন্দুস্থানে আছে এবং যে২ ইউরোপদেশীয় লোকেরদের হিন্দুস্থানে অধিকৃত কোন স্থান নাই এই দুই প্রকার লোকের জাহাজের প্রভেদ যে২ কথাতে লেখা গিয়াছে ঐ প্রভেদ আর না থাকে এবং ইউরোপীয় ভিন্নাধিকার দেশস্থ যে২ লোকেরা হিন্দুস্থানে অধিকৃত দেশ রাখে তাহারদের জাহাজের বাণিজ্যের নিমিত্তে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ সকল হুকুমের এমত বৃদ্ধি হয় যে তাহা যে ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারদেশীয় লোকদিগের হিন্দুস্থানে অধিকৃত স্থান নাই তাহারদিগের এবং ব্রাজিল রাজ্যের সম্পর্কীয় জাহাজের সহিত সম্পর্ক রাখে অতএব পূর্ব্বোক্ত যে২ আক্টপার্লিমেণ্টের দ্বারা যে২ ক্ষমতা উপরের উক্ত ঐ কোম্পানিবাহাদুরের কোর্ট ডৈরেক্টর সাহেবদিগেরে অর্পিত হইল ঐ২ ক্ষমতাপ্রযুক্ত তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩১ দিসেম্বরের করা

উপরের উক্ত ঐ আইন রদ করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারদেশীয় লোকেরদের জাহাজ হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় অধিকৃত বন্দর ও খালেতে অনিষিদ্ধরূপে প্রবেশ করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম।— ইউরোপীয় ভিন্নাধিকার দেশস্থ লোকেরা হিন্দুস্থানে অধিকার রাখে বা না রাখে তাহারদের জাহাজ এবং ব্রাজিল রাজ্যের জাহাজ আপনার দেশহইতে অন্য স্থানে না লাগাইয়া কি হিন্দুস্থানে থাকা কোন স্থান কি বন্দরহইতে আসিয়া ঐ২ দেশ ও অধিকার ও রাজ্য যত কাল শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের সহিত সন্ধির অবস্থাতে থাকে তত কাল অনিষিদ্ধরূপে হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় বন্দর ও খালইত্যাদিতে প্রবেশ করিতে পারিবেক এবং সেখানে প্রীতিপুর্ব্বক গৃহীত হইবেক এবং ঐ২ স্থানের বিষয়ি নির্দ্দিষ্ট আইনানুসারে আমদানী ও রপ্তানীর উপযুক্ত দ্রব্যেতে কি রপ্তানীর দ্রব্যেতে বাণিজ্য করিতে ব্যাঘাত হইবে না কিন্তু হুকুম হইল যে ব্রিটনীয় প্রভুত্বদেশ এবং অন্য২ কোন দেশ কি অধিকারস্থ লোকেরদের পরস্পর যুদ্ধকালে কর্ত্তব্য নহে যে ঐ জাহাজে ব্রিটনীয় কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধের কোন দ্রব্য কি জাহাজের দ্রব্য কিম্বা সোরা কিম্বা শস্য ঐ ব্রিটনীয় অধিকৃত দেশহইতে যাইবার নিমিত্তে কোন দেশে রপ্তানী করে ঐ২ জাহাজ হিন্দুস্থানস্থ কোন বন্দর কি স্থানেও যাইবার কারণ ছাড়চিঠী পাইতে পারে কিন্তু যদি ইউরোপের কিম্বা ব্রাজিল রাজ্যের কোন বন্দরের নিমিত্তে ছাড়চিঠী পায় তবে যে২ দেশের ঐ২ জাহাজ হয় অন্য স্থানে না লাগাইয়া সেই২ দেশে যাইবার নিমিত্তে ছাড় চিঠী পাইবেক ইতি।

যুদ্ধের সময়ে রপ্তানী হওয়া কোন২ দ্রব্যের বিশেষ হুকুমের কথা।

আমেরিকার সহিত যে বাণিজ্য হয় তাহা নিরূপণের প্রকারের কথা।

২ দ্বিতীয়।— হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় অধিকারের এবং আমেরিকার সংযুক্ত দেশের পরস্পর বাণিজ্যের নিমিত্তে লণ্ডন শহরেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৩ জুলাই তারিখের দস্তখৎকরা গ্রেট ব্রিটন এবং আমেরিকাদেশের বাণিজ্যবিষয়ক নির্দ্ধারণানুসারে ঐ বাণিজ্য কর্ম্ম করা যাইবেক ইতি।

এক্ষণকার হুকুম ভিন্নাধিকারদেশীয় লোকদিগের বাণিজ্যের দ্রব্যের উপর মাসুলনিরূপক আইনের মতান্তর না করিবার কথা।

৩ তৃতীয়।— এই আইনের লিখিতব্য কোন কথার এমত অভিপ্রায় নহে যে তাহাতে ভিন্নাধিকারদেশীয় লোকদিগের বাণিজ্যদ্রব্যের উপর যে২ মাসুল হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় অধিকৃত বন্দর ও দেশে চলন আইনানুসারে পণ করা গিয়াছে তাহার মতান্তর হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের কতক কথা শুধরিবার এবং সমুদ্রপথে রফ্তানীহওয়া দ্রব্যের উপর যে মাসুল নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার তহসীল আরো সুন্দররূপে হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের তারিখ ২৬ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ১৪ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ১৭ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ১৫ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ২ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ৩০ রজবে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণে হুকুম হইয়াছে যে সমুদ্রপথে কোন দ্রব্য আমদানী করিবার নিমিত্তে ছাড়চিঠীর দরখাস্তে ঐ দ্রব্যের মূল্য এবং নিরূপিত অন্যং বিষয় লিখিতে হইবেক এবং তাহার মালিক কিম্বা আমদানীকরণিয়া কি যাহার নিকটে ঐ দ্রব্য পাঠান যায় সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোক্তারকার কি কর্ম্মকারক মাসুলের কাছারীর কর্ম্মকারি দুই জনের সমক্ষে তাহাতে দস্তখৎ করিবে ঐ দুই জন সাহেবের মধ্যে এক জন কালেক্টর কি ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এই কর্ম্ম সাধনের নিমিত্তে মাসুলের কাছারীতে হাজিরথাকন মহাজনেরদের এবং অন্য যেং লোক দ্রব্যের পাস করে তাহারদের ক্লেশদায়ক ও অন্য কর্ম্মের ব্যাঘাতজনক ঐ লোকদিগের নালিশে বোধ হইয়াছে এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের এই বিবেচনা যে কুব্যবহারনিবারণার্থে উপযুক্ত উপায় হইলে ঐ কর্ম্মের প্রয়োজন থাকিবেক না আরো উপযুক্ত বোধ হইল যে সমুদ্রপথে রফ্তানীহওয়া দ্রব্যের উপর যে মাসুল লওয়া কর্ত্তব্য তাহার অধিক সুন্দররূপে তহসীলকরণের নিমিত্তে বিশেষ এক জরীমানা নিরূপণকরা কর্ত্তব্য অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখ অবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম শুধরিবার নিমিত্তে এই প্রকরণেতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ আইনানুসারে মাসুল বসাইবার নিমিত্তে দ্রব্যের মালিক অথবা আমদানীকরণিয়া কি যাহার নিকটে ঐ দ্রব্য দ্রব্য আমদানী করিবার দরখাস্তে ঐ দ্রব্যের মূল্য লিখিলে কালেক্টর কিম্বা

পাঠান

তাঁহার ডেপুটীসাহেবের সমক্ষে দস্তখৎ করণের অনাবশ্যকের কথা।

কিন্তু কালেক্টরসাহেব আমদানীকরণিয়াকে হাজির হইয়া ঐ দরখাস্ত দৃঢ় করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

পাঠান যায় সে জন কিম্বা তাহার মোক্তারকার কি কার্য্যকারকের ঐ দ্রব্যের মূল্যলিখন এবং মাসুল তহসীলকারি দুই জন কর্ম্মকারকের সমক্ষে তাহাতে দস্তখৎকরণ মাতবর হইবেক ঐ দুই জন কর্ম্মকারকের মধ্যে এক জন কালেক্টর কি ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং দ্রব্যের মালিকের কি আমদানী করণিয়ার কি যাহার নিকটে ঐ দ্রব্য পাঠান যায় সে জনের কিম্বা তাহার মোক্তারকারের কি কর্ম্মকর্ত্তার দস্তখৎ তাহাতে হইলে ঐ দস্তখৎ পূর্ব্বোক্ত মাসুলের কাছারীর কর্ম্মকারকের সমক্ষে না করা গেলেও গ্রাহ্য হইবেক কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল যে মাসুলের কালেক্টরসাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ দস্তখৎকরণিয়া জনকে আনিয়া আপনার সাক্ষাৎ ঐ লিখনের কথা স্বীকার ও দৃঢ় করিবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন ইতি।

কোন জন দ্রব্যের মালিক কি আমদানী করণিয়া কি যাহার নিকটে ঐ দ্রব্য পাঠান যায় সে জন অথবা তাহার মোক্তারকার কি কর্ম্মকারকের নামে দস্তখৎকরণের ক্ষমতা না পাইয়া দস্তখৎ করিলে ১০০০ এক হাজার টাকা দণ্ডদেওনের যোগ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই ধারার পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণে যে প্রকার দরখাস্তের বেওরা লেখা গিয়াছে সরকারের মাসুলের কোন কাছারীতে রফ্তানী করিবার নিমিত্তে ঐ দরখাস্তকরণিয়া কোন জন ঐ আরজীর লিখিত মত ঐ দ্রব্যের মালিক কি আমদানীকরণিয়া কি যাহার নিকটে ঐ দ্রব্য পাঠান যায় সে জন কি তাহার মোক্তারকার কি কর্ম্মকারক না হইলে এই প্রকার প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত ১০০০ এক হাজার টাকা করিয়া জরীমানা দিবে ইতি।

৩ ধারা।

রফ্তানী হইবার নিমিত্তে মাসুলের কাছারীতে দ্রব্যের ছাড়চিঠী পাইবার এবং ছাড়চিঠী তাহার সহিত না আসিলে ঐ দ্রব্য ক্রোকের যোগ্য হইবার কথা।

কোন দ্রব্যে কি বাণিজ্যবস্তু অমুক ঘাটহইতে রফ্তানী হইবার অনুমতিপত্র কি ছাড়চিঠী মাসুলের কালেক্টর সাহেব অথবা তাঁহার ডেপুটী সাহেবের না দেওয়াপর্য্যন্ত সমুদ্রপথে ঐ২ দ্রব্য রফ্তানী হইবে না এবং রফ্তানী হইবার নিমিত্তে কোন জাহাজ কি স্লূপ কি নৌকা কি ডিঙ্গী ইত্যাদিতে উঠান যাইবে না এবং মাসুলের কাছারীর ঘাট কিম্বা অন্য কোন ঘাটহইতে তদর্থে কলিকাতার সরহদ্দের বাহিরে কোন প্রকারে লইয়া যাওয়া যাইবেক না এবং ঐ অনুমতিপত্র কি ছাড়চিঠীপাওনব্যতিরেকে কোন বস্তু গোপনে কি অগোপনে কোন জাহাজ কিম্বা নৌকাইত্যাদিতে উঠান গেলে কিম্বা জাহাজের উপর তুলিবার নিমিত্তে কোন স্লূপ কি নৌকাইত্যাদিতে তোলা গেলে অথবা উপরের লিখিত প্রকারভিন্ন মফঃসলহইতে জাহাজেতে উঠাইতে উদ্যোগ হইলে ঐ২ দ্রব্য সরকারে জব্দ হইবেক এবং চলন আইনের হুকুমানুসারে দ্রব্য ক্রোক্ করিতে যে লোকেরা ক্ষমতা পাইয়াছে তাহারদিগের মধ্যে কোন এক জন তাহা ক্রোক্ করিতে পারিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
W. CAREY,
Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের তাৎপর্য্য ও অর্থ স্পষ্ট করিয়া জানাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের তারিখ ৯ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২৭ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ৩০ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ২৮ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ১৫ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ১৩ রমজানে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সন্দেহ জন্মিয়াছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণক্রমে ঐ আইনেতে যে মত নিরূপণ করিয়াছে সে মত জিলার আদালতের নিযুক্ত কাজীব্যতিরেকে অন্য কোন কাজীর নিকটে মোকদ্দমা হইতে পারে কি না এবং যেহেতুক জিলার আদালতের নিযুক্ত কাজীব্যতিরেকে অন্য কোন কাজীকে যে মোকদ্দমা করিতে বিশেষরূপে হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐ মোকদ্দমা উপযুক্তরূপে হইয়াছে কি না ইহার এবং দওরার যে কর্ম্মে কোন কাজীর বিষয়ে বিশেষ কোন নিরূপণ ইহার পরে কর্ত্তব্য এমত বিষয় উপস্থিত হইলে ঐ দওরার কর্ম্ম অবাধে চলিবার নিমিত্তে ঐ২ সন্দেহ দূরকরণ উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের অভিপ্রায়ের কথা।

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত কোন কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কোন জিলা কি শহরের আদালতের বৈঠকের সময়ে সেখানকার নিযুক্ত কাজী বর্ত্তমান না থাকাতে কিম্বা অন্য কোন কারণেতে ঐ কর্ম্মে নিপুণ অন্য কোন মুসলমানকে ঐ কাজীর কর্ম্মে ঐ বৈঠকের কারণ নিযুক্তকরণ আবশ্যক বোধ হইলে ঐ লোক কাজীর কর্ম্মেতে কোন

আদালতে নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে এবং বিশেষ নিয়োগের সময়ে সরকারের কোন কাছারীতে কর্ম্ম না পাইয়া থাকিলেও তাহাকে নিযুক্ত করিতে নিষেধ আছে এবং ঐ প্রযুক্ত জানান যাইতেছে যে সরকারের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা বিশেষরূপে নিযুক্ত কোন কাজী যেং মোকদ্দমাতে জজের কর্ম্ম করিয়াছেন ঐং মোকদ্দমার ফল কয়েদী লোকেরদের খালাসকরা অথবা তাহারদিগেরে সাজাদেওয়া হউক এবং তাহা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে সোপর্দ্দ হইলে কিম্বা না হইলে অথবা অন্য বৈঠকপর্য্যন্ত স্থগিত থাকিলে এ ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে যে জিলার আদালতে যেং মোকদ্দমাতে ঐং ফতওয়া দেওয়া গিয়াছে ঐ সকল ফতওয়া আদালতের কাজীর দেওয়া হইলে যে মত সকল কার্য্য ও অভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে মাতবর ও প্রবল হইত সেইরূপ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

অত্যাবশ্যক হইলে অন্য হুকুমের কথা।

আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে কোন স্থানের নিযুক্ত কাজী বর্ত্তমান না থাকাতে কিম্বা অন্য কোন কারণেতে ঐ বৈঠকের কর্ম্মনির্ব্বাহ পাইবার নিমিত্তে ঐ কর্ম্মকারি কাজীর আবশ্যক হইলে এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে ঐ বিষয় জানাইবার নিমিত্তে কর্ম্মের হানিব্যতিরেকে উপযুক্ত সময় না থাকিলে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তৎকর্ম্মে পারগ এক জন মুসলমানকে কাজীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করেন্ ঐং প্রকার প্রত্যেক নিরূপণ হইলে ঐ সাময়িকনিরূপণের বিশেষ সমাচার তৎক্ষণে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগ্‌কে জানাইবার এবং তাঁহারদের হুকুমপাওনের নিমিত্তে তথায় পাঠান যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের লিখিত হুকুম শুধরিবার এবং নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও ঐ নীলগাছ কুঠীতে দাখিল করিয়া দেওনের বিষয়ে যে তমঃসুক লিখিয়া দেওয়া যায় তাহার মতাচরণ করাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের তারিখ ৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৭ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ৩ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৭ সালের ৩ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ১৭ জিহীজ্জাতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও ঐ গাছ কুঠীতে দাখিল করিয়া দেওনবিষয়ে যে তমঃসুক লিখিয়া দেওয়া যায় তাহার মতাচরণ করাইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের যে ৬ ষষ্ঠ আইন ইঙ্গরেজী ১৮২৬ সালের ৫ আইনক্রমে উড়িষ্যা ও বেহার ও বারাণস ও দত্ত ও জয়করা দেশের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা প্রায় নিরর্থক বোধ হইল এবং যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার লিখিত জরীমানার নীলগাছের ক্ষেতকরণবিষয়ক তমঃসুকইত্যাদির সহিত সম্পর্করাখা এবং যেং লোকের প্রতি নীলগাছ হানিকরণের অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারদিগের শাস্তিদেওয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হইল এবং যেহেতুক যেং লোক নীলগাছের ক্ষেত করিবার কারণ নূতন তমঃসুক লিখিয়া দিতে অসম্মত হয় তাহারদিগ্কে বিষয়বিশেষে সরাসরী বিচারমতে তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্তকরণের উপায়করণ উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুমের অতিরিক্ত এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে যদি কোন রাইয়ত বিশেষ কোন ভূমিতে নীলক্ষেত তমঃসুকের অন্যমতাচরণ করিতে যেং লোক রা

আদালতে নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে এবং বিশেষ নিয়োগের সময়ে সরকারের কোন কাছারীতে কর্ম্ম না পাইয়া থাকিলেও তাহাকে নিযুক্ত করিতে নিষেধ আছে এবং ঐ প্রযুক্ত জানান যাইতেছে যে সরকারের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা বিশেষরূপে নিযুক্ত কোন কাজী যেং মোকদ্দমাতে জজের কর্ম্ম করিয়াছেন ঐং মোকদ্দমার ফল কয়েদী লোকেরদের খালাসকরা অথবা তাহারদিগেরে সাজাদেওয়া হউক এবং তাহা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে সোপর্দ্দ হইলে কিম্বা না হইলে অথবা অন্য বৈঠকপর্য্যন্ত স্থগিত থাকিলে এ ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে যে জিলার আদালতে যেং মোকদ্দমাতে ঐং ফতওয়া দেওয়া গিয়াছে ঐ সকল ফতওয়া আদালতের কাজীর দেওয়া হইলে যে মত সকল কার্য্য ও অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে মাতবর ও প্রবল হইত সেইরূপ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

অত্যাবশ্যক হইলে অন্য হুকুমের কথা।

আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে কোন স্থানের নিযুক্ত কাজী বর্ত্তমান না থাকাতে কিম্বা অন্য কোন কারণেতে ঐ বৈঠকের কর্ম্মনির্ব্বাহ পাইবার নিমিত্তে ঐ কর্ম্মকারি কাজীর আবশ্যক হইলে এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে ঐ বিষয় জানাইবার নিমিত্তে কর্ম্মের হানিব্যতিরেকে উপযুক্ত সময় না থাকিলে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তৎকর্ম্মে পারগ এক জন মুসলমানকে কাজীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করেন ঐং প্রকার প্রত্যেক নিরূপণ হইলে ঐ সাময়িকনিরূপণের বিশেষ সমাচার তৎক্ষণে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগ্‌কে জানাইবার এবং তাঁহারদের হুকুমপাওনের নিমিত্তে তথায় পাঠান যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের লিখিত হুকুম শুধরিবার এবং নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও ঐ নীলগাছ কুঠীতে দাখিল করিয়া দেওনের বিষয়ে যে তমঃসুক লিখিয়া দেওয়া যায় তাহার মতাচরণ করাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের তারিখ ৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৭ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ৩ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৭ সালের ৩ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ১৭ জিহীজ্জাতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও ঐ গাছ কুঠীতে দাখিল করিয়া দেওনবিষয়ে যে তমঃসুক লিখিয়া দেওয়া যায় তাহার মতাচরণ করাইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের যে ৬ ষষ্ঠ আইন ইঙ্গরেজী ১৮২৬ সালের ৫ আইনক্রমে উড়িষ্যা ও বেহার ও বারাণস ও দত্ত ও জয়করা দেশের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা প্রায় নিরর্থক বোধ হইল এবং যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার লিখিত জরীমানার নীলগাছের ক্ষেতকরণবিষয়ক তমঃসুকইত্যাদির সহিত সম্পর্করাখা এবং যে২ লোকের প্রতি নীলগাছ হানিকরণের অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারদিগের শাস্তিদেওয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হইল এবং যেহেতুক যে২ লোক নীলগাছের ক্ষেত করিবার কারণ নূতন তমঃসুক লিখিয়া দিতে অসম্মত হয় তাহারদিগ্কে বিষয়বিশেষে সরাসরী বিচারমতে তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্তকরণের উপায়করণ উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুমের অতিরিক্ত এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে যদি কোন রাইয়ত বিশেষ কোন ভূমিতে তমঃসুকের অন্যমতাচরণ করিতে যে২ লোক রা

নীলক্ষেত

ইয়তকে পরামর্শ দেয় তাহারদের নামে ঐ তমঃসুকের লিখিত জরীমানার টাকার দাওয়ায় নালিশ হইতে পারিবার কথা।

নীলক্ষেত করিবার এবং ঐ ভূমির উৎপন্ন নীলগাছ বিশেষ এক জনের নিকটে দাখিল করিয়া দিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক তমঃসুক লিখিয়া দিয়া অন্য কোন লোকের দ্বারা ঐ তমঃসুকের লিখিত মত কার্য্যের অন্যমত করিতে উপদিষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহাতে যে লোকের ক্ষতি হয় সে লোক ঐ কুপরামর্শদেওনিয়া তাহার অনুচিত চর্চ্চাপ্রযুক্ত ও যে রাইয়ত তমঃসুকের লিখিত মত নীলগাছ দাখিল করিয়া না দেয় ঐ দুই জনের নামে নালিশ করিতে পারে যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় ঐ আদালতের সাহেবের উপরের উক্ত ঐ বিষয়ের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ হইলে ঐ কুপরামর্শদেওনিয়া ও রাইয়ত উভয়ে ও প্রত্যেকে ঐ তমঃসুকের লিখিত সমদয় জরীমানা ও ঐ মোকদ্দমার যত খরচা হয় তাহার দায়ী হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

নীলগাছের ক্ষেতকরণের নিমিত্তে তমঃসুক লিখিয়া দেওনিয়া লোকেরা ঐ তমঃসুকের লিখিত ভূমিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাস দিতে কি বীজ বুনিতে তাচ্ছল্য করিলে কি অসম্মত হইলে অত্যাচারকরণের অপরাধেতে অপরাধী ও শাস্তির যোগ্য বোধ করা যাইবার কথা।

এই ধারাক্রমে আরো নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের লিখনমতে নীলগাছের ক্ষেত করিবার নিমিত্তে যে সকল লোক দাদন লইয়া তমঃসুক লিখিয়া দিয়া ন্যায্য ও উপযুক্ত হেতুব্যতিরেকে ঐ তমঃসুকের লিখিত বিশেষ ভূমিতে চাস দিতে ও তাহাতে বীজ বুনিতে ইচ্ছাক্রমে তাচ্ছল্য করে ও অসম্মত হয় তাহারা অত্যাচারকরণের অপরাধী বোধ করা যাইবেক এবং মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সমক্ষে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে জেলখানাতে থাকনের যোগ্য হইবেক আরো মাজিষ্ট্রেট্ অথবা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ লিখিত বিশেষ ভূমিতে চাসদেওয়া ও বীজবোনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করিলে তাহা করিতে ঐ অপরাধি লোককে হুকুম করিতে পারেন্ তাহার পর ঐ অপরাধী ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ হুকুমমতাচরণ করিতে তাচ্ছল্য করিলে কি অসম্মত হইলে তদতিরিক্ত দুই মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে জেলখানায় থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যে২ লোক নীলগাছের হানি করে তাহারদের নামে নালিশ করা যাইবার ও তাহারদের শাস্তির কথা।

যে লোকেরা নীলক্ষেতে গরুপ্রভৃতি ছাড়িয়াদেওন কি অন্য কোন প্রকারেতে নীলগাছের হানি করে কি করায় তাহারদের নামে ঐ নীলক্ষেতের রাইয়ত কি ঐ নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও দাখিল করিয়া দেওনের নিমিত্তে যে লোক দাদন দিয়া থাকে সে লোক নালিশ করিলে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে ঐ মোকদ্দমার প্রকার ও অপরাধি লোকের বিভব বুঝিয়া ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যে জরীমানা ও কয়েদথাকার হুকুম দিতে পারেন্ তাহারা ঐ জরীমানা ও কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

তমঃসুকের বন্ধনহইতে

১ প্রথম প্রকরণ।—নীলগাছের ক্ষেত করিবার নিমিত্তে দাদন লইয়া তমঃসুক লিখিয়া

দেওনিয়া যে কোন লোক ঐ তমঃসুকের মিয়াদ পূর্ণ হইলে হিসাবকিতাব করিয়া ঐ তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে চাহে নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোক তাহার হিসাব নিষ্পত্তি করিতে অসম্মত হইলে ঐ লোক জিলার আদালতে আরজী দাখিল করিতে পারে এবং ঐ জিলার জজসাহেব ঐ উভয়পক্ষীয় লোক কি তাহারদের স্থলাভিষিক্ত লোকেরদের সমক্ষে ঐ২ বিষয়ের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনা করিয়া ঐ তমঃসুকের মিয়াদ পূর্ণহওনের প্রমাণ হইলে ও ঐ আরজীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী না থাকিলে অথবা যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ আদালতে দাখিল করিলে তাহাকে ঐ তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত করিতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোককে দাখিলকরা ঐ টাকা দিবেন ইতি।

যে২ লোক মুক্ত হইতে চাহে সে লোকেরা বিষয়বিশেষে জজসাহেবের নিকটে আরজী দিতে পারিবার কথা।

জজসাহেব সরাসরীরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

আরজীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী না থাকিলে অথবা ঐ বাকী টাকা আদালতে দাখিল হইলে জজসাহেব খালাসের হুকুম দিবার ও নীলকুঠীর কর্ত্তাকে ঐ বাকী টাকা দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোক উপরের লিখিত সরাসরী বিচারক্রমে যে টাকা বাকী থাকে তাহা লইতে অসম্মত হন্ তবে জজসাহেব ঐ আরজীকরণিয়াকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিবেন এবং আসামী জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার পাইতে পারিবেক ইতি।

নীলকুঠীর কর্ত্তা বাকী টাকা লইতে অসম্মত হইলে জজসাহেব যে প্রকার করিবেন তাহার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানী আদালতের জেলখানায় যে সকল ঋণিলোক কয়েদ হয় তাহারদিগের খোরাকী টাকা আদায়করণবিষয়ি এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়া শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের তারিখ ১২ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৭ সালের ২৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ৮ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ৩০ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৭ সালের ৯ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৬ সালের ২২ সফরে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ অষ্টম ধারা এবং চলিত অন্য আইনানুসারে ডিক্রী জারীহেতুক কিম্বা দেওয়ানী আদালতের অন্য হুকুমক্রমে যে সকল ঋণিলোক জেলখানায় কয়েদ হয় তাহারদিগের খোরাকী টাকাসম্পর্কীয় এক্ষণকার চলিত দাঁড়াসকল সুন্দররূপে শুধরুণ উচিত ও আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

ডিক্রী জারীপ্রযুক্ত কিম্বা দেওয়ানী আদালতের অন্য হুকুমানুসারে যে সকল লোক কয়েদ হয় তাহারদের খোরাকী টাকা আদায়করণসম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারা যাহা ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারা মতে বারাণসদেশে চলন হইয়াছে এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারা যাহা দত্তদেশে পুনর্ব্বার চলন হইয়াছে ঐ ঐ ধারার লিখিত কোন২ কথা কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের ধারার কোন২ হুকুম শুধরণের নিমিত্তে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ফরিয়াদী কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করিলে ও তাহা প্রাপণযোগ্য হইলে যে আসামীর উপর গ্রেফ্তা

ইঙ্গরেজী ১৭৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারা ও বারাণসদেশের চলিত ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারা এবং দত্তদেশসম্পর্কীয় ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারার লিখিত কোন২ কথা ও অন্য২ দাঁড়া শুধরিবার কথা।

রীর

ডিক্রীর টাকার বিষয়ে আসামীর প্রতি গ্রেপ্তারীর হুকুম জারীকরণের পূর্ব্বে তাহার ৩০ দিনের উপযুক্ত খোরাকী টাকা আমানৎ করিবার কথা।

কয়েদকরণের তারিখ অবধি ৩০ দিন গত হইলে ঐ প্রকারে আগামি ৩০ দিনের খোরাকী টাকা আমানৎ করিবার কথা।

জজসাহেব যে খোরাকী টাকা নিরূপণ করেন্ তাহা ।০ আনার অধিক ও /০ এক আনার ন্যূন না হইবার কথা।

বিশেষ বিষয়ের কথা।

রীর হুকুম জারী হইবেক গ্রেপ্তারীর খরচাব্যতিরেকে তাহার কয়েদহওনের দিনাবধি ৩০ দিনের খোরাকী উপযুক্ত টাকা পূর্ব্বে আমানৎ না করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতহইতে কোন হুকুম জারী হইবেক না এবং ঐ ৩০ ত্রিশ দিন গত হইলে আগামি ৩০ ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা আমানৎ রাখিবেক এইরূপে তাহার খালাস না হওয়াপর্য্যন্ত আমানৎ করিবেক ও জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে গ্রেপ্তারীর হুকুম জারীকরণসময়ে তাহার খোরাকী টাকার পরিমাণ নিরূপণ করেন্ কিন্তু যদি তাহার পর ঐ নিরূপিত টাকার কিছু পরিবর্ত্ত করিতে কোন প্রবল কারণ দেখা যায় তবে তাহা করা যাইবেক এবং পূর্ব্বের চলিত আইনানুসারে নিরূপণ হইবেক অর্থাৎ দিনপ্রতি ।০ চারি আনার অধিক ও /০ এক আনার ন্যূন না হয় ও ঐ খোরাকী টাকা নিরূপণ করণে আসামীর অবস্থা ও মর্য্যাদা এবং ফরিয়াদীর সাধ্যের প্রতি বিবেচনা করা যাইবেক কিন্তু যদি কোন বিশেষ অবস্থাপ্রযুক্ত ।০ চারি আনাহইতে অধিককরণের আবশ্যক হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জজসাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টি করিয়া কিম্বা বিশ্বস্ত সম্বাদ শুনিয়া যে কিছু অধিককরণের আবশ্যক বোধ হয় তাহার হুকুম করেন্ কিন্তু কোন মতে দিনপ্রতি ১৲ এক টাকার অধিক না হয় ইতি।

৩ ধারা।

খোরাকী টাকা যাহার স্থানে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

ফরিয়াদী খোরাকী টাকা নিরূপিত দিনে কিম্বা তাহার পূর্ব্ব দিনে দিতে ত্রুটি করিলে আসামী তৎক্ষণাৎ খালাস হইবার কথা।

খোরাকী টাকা দিতে ফরিয়াদীর ত্রুটিহওয়াতে আসামী খালাস হইলে ঐ মোকদ্দমায় ঐ ফরিয়াদীর ঐ দাওয়াপ্রযুক্ত আসামী কয়েদ না হইবার কথা।

বিশেষ বিষয়ের কথা।

ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত ধারানুসারের খোরাকী টাকা পূর্ব্বমত আদালতের নাজিরের স্থানে দিতে হইবেক ও নাজিরের উচিত যে যে মাসের যে তারিখে তাহা পায় সেই মাসের সেই তারিখ নিদর্শনে ফরিয়াদীকে রসীদ দেয় এবং যদি ফরিয়াদী পূর্ব্বোক্ত খোরাকী টাকা দেওনের নিরূপিত দিনে কিম্বা তাহার পূর্ব্ব দিনে ঐ টাকা দিতে ত্রুটি কিম্বা অস্বীকার করে তবে নাজিরের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিয়া জজসাহেবের হজুরে দাখিল করে এবং জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ আসামীর খালাসীর হুকুম জারী করেন্ আর যে আসামী এইপ্রকারে খালাস হয় সে পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ফরিয়াদীর ঐ দাওয়াতে গ্রেপ্তার ও কয়েদ হইবেক না কিন্তু যদি আদালতের সাহেবের বিবেচনাতে এমত স্থির হয় যে আসামী যে ডিক্রী কিম্বা অন্য দাওয়াপ্রযুক্ত প্রথমতঃ কয়েদ হয় সেই ডিক্রীর কিম্বা অন্য দাওয়ার টাকা আদায়হওনের সুলভ যে ধনেতে হইত সেই ধন প্রবঞ্চনা ও দুষ্টতা করিয়া গোপন কিম্বা হস্তান্তর করিয়াছে তবে ঐ আসামী পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমায় ঐ ফরিয়াদীর দাওয়াতে গ্রেপ্তার ও কয়েদ হইতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনের হুকুম এক্ষণে যে সকল লোক জেল

জানান যাইতেছে যে যে সকল লোক দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারীক্রমে সম্প্রতি কয়েদ আছে তাহারদিগের উপর এআইন এইপর্য্যন্ত খাটিবেক যে যে সকল ফরিয়াদীর

দীর দাওয়াতে তাহারা কয়েদ হয় সেই সকল ফরিয়াদী আগামিতে খোরাকী টাকা আমানৎ রাখিবেক আর উচিত দিনে আমানৎ রাখিতে শৈথিল্য করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক ইতি।

খানায় কয়েদ আছে তাহারদের উপর খাটিবার কথা।

৫ ধারা।

যে সকল আসামী দেওয়ানী আদালতের জেলখানায় কয়েদ হয় তাহারদিগের খোরাকী টাকাবিষয়ক দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে আবশ্যক বোধ হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অন্য কোন আইন জারীকরণব্যতিরেকে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের হুকুম জারী করেন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা শ্রীযুতের অনুমতিক্রমে জেলখানায় কয়েদথাকা আসামীদিগের খোরাকী টাকাসম্বন্ধীয় কোন২ দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ৭ সপ্তম আইন।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি নীলামের বিষয়ে এবং ঐ বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লইবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এক্ষণে চলিতেছে তাহা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের তারিখ ৭ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৭ সালের ২৩ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৮ সালের ৫ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৮ সালের ২৪ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৭ সালের ৫ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৪৬ সালের ১৮ রবীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ও চলিত অন্য আইনসকলের যে সকল হুকুম মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখে কোন২ বিষয়ে তাহা শুধরিবার আবশ্যক হইল এবং চলিত যে সকল হুকুম মালগুজারীর বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লইবার বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহাতে যেমত২ উচিত তাহা নির্দ্দিষ্ট করা যায় নাই অতএব মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৫ ধারার লেখা নীলাম প্রবল হইবার দ্বিতীয় নিয়ম রহিত করিবার ও ৬ ধারা ও ৭ ধারার ১ ও ৩ প্রকরণ ও ২১ ধারা পরিবর্ত্ত করিবার ও সরকারের মালগুজারীর বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লইবার বিষয়ে এক্ষণকার চলিত কোন২ হুকুম ও আইন রদ করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশেতে জারী ও চলন হইবেক আরো জানান যাইতেছে যে শুধরা ঐ সকল হুকুম যে সকল ভূমিতে ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা ইহার পরে হইবেক কেবল তাহার উপর খাটিবেক ইতি।

২ ধারা।

চলিত আইনের কিছু২ রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৭ ধারা ও ১৭৯৫ সালের

৬ আইনের

৬ আইনের ১২ ধারা ও ১৭ ধারার ৫ প্রকরণ ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার যেং ভাগ বাকীদার জমীদার ও ইজারদার কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির স্থানে মালগুজারীর বাকী পড়িয়া থাকে ঐ বাকীর উপর সুদ লওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা এবং ১৮০১ সালের ১ আইনের ২ ধারার যেং ভাগ ঐ বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা ও ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ ও ১৮২৪ সালের ১২ আইন এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

পূর্ব্বের হুকুমের দ্বারা যেং আইন কি ধারা রদ হইয়াছে কি শুধরা গিয়াছে তাহা পূর্ব্বমত থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— পূর্ব্বের লিখিত হুকুমসকলের কিম্বা তাহার মধ্যের কোন হুকুমের দ্বারা যেং আইন কিম্বা ধারা রদ হইয়াছে কি শুধরা গিয়াছে তাহা পূর্ব্বমত রদকরা ও শুধরা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

নীলামের ইশ্‌তিহার নামা পাঠান আগামিতে রহিত হইবার কথা।

রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের প্রাথমিক অনুমতির কারণ কালেক্টরসাহেবের দ্বারা নীলামের ইশ্‌তিহারনামা পাঠান আগামিতে রহিত হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কমিস্যনরসাহেবের অনুমতিব্যতিরেকে কালেক্টরসাহেব নীলাম করিতে পারিবার কিন্তু মঞ্জুরীব্যতিরেকে নীলাম চূড়ান্ত না হইবার কথা।

উত্তর কালে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক যে কমিস্যনরসাহেবের অনুমতিপাওনব্যতিরেকে বাকীপড়া ভূমি নীলামের কারণ ইশ্‌তিহার দেওয়ান্ ও তাহা নীলাম করান্ কিন্তু কমিস্যনরসাহেবের কিম্বা আপীল হইলে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীব্যতিরেকে কোন নীলাম চূড়ান্ত হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণের লিখিতমত ইশ্‌তিহারনামা যে প্রকারে জারী করা যাইবেক তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে কিম্বা ঐ সাহেব জিলার যে স্থানে কর্ম্ম করেন্ তথায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন এক স্থানে এক ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইয়া দেওয়া যাইবেক তাহাতে নীলামের নিরূপিত দিনের পূর্ব্ব ৩০ ত্রিশ দিনের কম মিয়াদ হইবেক না আর যে জিলাতে এমত ভূমি কিম্বা তাহার অংশ থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেব কিম্বা ঐ আদালতের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের নিকটে তাহার এক নকল পাঠান যাইবেক এবং ঐ জজসাহেবইত্যাদি তাহা পাইলে সকল লোকের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশরূপে পূর্ব্বোক্তমত আপন কাছারীতে লটকাইয়া দেওয়াইবেন ও ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণের লিখিতমত এক ইশ্‌তিহারনামা মুনসেফের কাছারীতে কিম্বা যে এলাকার মধ্যে ইশ্‌তিহারের ভূমি কিম্বা তাহার কোন অংশ

থাকে

থাকে সেখানকার পোলীসের থানাতে প্রকাশ করিবার জন্যে এক জন পেয়াদার মার ফৎ পাঠান যাইবেক আর ঐ পেয়াদার কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ ইশ্‌তিহারনামা জারী করিয়া সেখানকার আমলার স্থানে তাহার রসীদ লয় ইতি।

৬ধারা।

যে সকল ভূমিতে বাকী পড়িয়া তাহার নীলাম কমিস্যনরসাহেব কিম্বা সদর বোর্ডের সাহেবদিগের বিশেষ হুকুমক্রমে মাফ না হইলে বাকী পাওনা হইবার দিনহইতে এক মাস গত হইলে অপরিবর্ত্তনীয় হুকুমমতে তাহা নীলামের নিমিত্তে ইশ্‌তিহার দেওয়া যা ইবেক আর ঐমত ইশ্‌তিহারনামার তারিখহইতে এক মাসের পরে তাহা নীলাম হই বেক কালেকটরসাহেবের প্রতি সম্মতিকার মতে ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন বিশেষ ভূমি নীলাম করিতে আরো কোন তারিখপর্য্যন্ত বিলম্বকরা উপযুক্ত বোধ হইলে তাহা করি তে পারেন্ ইতি।

বাকীহওনের তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে ভূমি নীলাম হইবার ও কা লেকটরসাহেব মৌকুফ না করিলে ঐ ইশতিহারনা মার তারিখের এক মাস পরে তাহা নীলাম হই বার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২১ ধারার ১ প্রকরণ খণ্ডা যাওনেতে এমত হুকুম হইয়াছে যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলা মহওয়া ভূমির মূল্যের সমুদয় টাকা নীলামের পরে দশ দিনের মধ্যে দিতে হইবেক তাহা খণ্ডিবার নিমিত্তে এই হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবলোক যে ক্ষমতার অধীন থাকিবেন তাঁহার ঐক্যমতে যে ভূমি নীলাম হইবেক তাহার মূল্য টাকা দিবার কাল ও প্রকারের বিষয়ি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন আর খরীদারের তর ফহইতে নির্দ্ধারিত নিয়মসকল সম্পূর্ণ করিতে ত্রুটি হইলে সে নীলাম অন্যথাকরণের যোগ্য হইবেক এবং যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

রাজস্বের কমিস্যনরসা হেবেরা যে ক্ষমতার অধীন তাঁহার ঐক্যমতে মূল্যটা কা দিবার নির্দ্ধারণ করি তে পারিবার কিন্তু নির্দ্ধা রিত নিয়মমতাচরণ করি তে ত্রুটি হইলে নীলাম অ ন্যথা ও আদায়হওয়া টা কা জব্দ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এবং আদালতের ডিক্রীজারীহওয়াতে যে ভূমি নীলাম হইবেক তাহাতেও ঐ ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক ইতি।

১ প্রথম প্রকরণের লি খিত হুকুম ডিক্রী জারীহ ওয়াতে ভূমি নীলাম হই লে তাহার উপরও খাটি বার কথা।

৮ ধারা।

জরীমানা ও সুদ লওনের বিষয়ি আইনের লিখিত যে সকল হুকুম চলিত আছে তা হার পরিবর্ত্তে এই হুকুম হইল যে উত্তর কালে জরীমানা ও সুদের মোট দাওয়া হইয়া তাহার নাম জরীমানা ও সুদের মোট দাওয়া হইবেক আর যে দিনে কিস্তির টাকা পাও না হইবেক সেই দিনাবধি বাকী আদায় না হওনের দিনপর্য্যন্ত মালগুজারীর বাকীর উপর সালিয়ানা শতকরা ২৫৲ পঁচিশ টাকার হিসাবে বাকীদারের দের স্থানে ঐ দাওয়া লওয়া যাইবেক

সালিয়ানা শতকরা ২৫৲ টাকার হিসাবে জ রীমানা ও সুদ মোট হই বার কথা।

কমিস্যনর ও সদর বোর্ডের সাহেবেরা জরীমানা ও সুদ মাফ ও কম না করিলে কালেক্টরসাহেবেরা নিরিখানুসারে তাহা লইবার কথা।

যে প্রকারে হিসাব নিষ্পত্তি হইবেক তাহার হুকুম হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

যাইবেক এবং বাকীদার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি উপযুক্ত হেতু দর্শাইলে কমিস্যনর সাহেবের কিম্বা সদর বোর্ডের সাহেবদিগের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে কালেক্টরসাহেবের এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে জরীমানা ও সুদের মোট দাওয়া মাফ করেন্ এবং ঐ মোটদাওয়া হালের নিরূপিত নিরিখহইতে কম করেন্ আর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে প্রতিসপ্তাহে কিম্বা আর যে কোন সময়ে উপযুক্ত বুঝেন্ জরীমানা ও সুদের মোট দাওয়ার হিসাব পরিষ্কার করিতে হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু ঐ মোট দাওয়ার নিরিখ কোন সপ্তাহের হিসাবে টাকা প্রতি ইঙ্গরেজী এক পাই কিম্বা গড়ে সালিয়ানা শতকরা ২৫৲ পঁচিশ টাকার বেশী হইবেক না ইতি।

VOL. VIII. 212.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সাল ৮ অষ্টম আইন।

মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের দ্বারা ফৌজদারী মোকদ্দমার তজবীজকরণ বিষয়ি প্রচলিত হুকুমসকল শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের তারিখ ১২ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৭ সালের ২৭ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৮ সালের ১০ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৮ সালের ২৮ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৭ সালের ১১ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৬ সালের ২৪ রবীয়ঃসানীতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এমত বোধ হইল যে অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগকে তজবীজ হইবার নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করিবার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট আইনের লিখনানুসারে একতরফী বিচারহেতুক অনেক লোক কয়েদ ও প্রচারিত বিচারের নিমিত্তে কষ্ট পাইতেছে কিন্তু যদি তাহারা আপন২ অপরাধমোচনের কারণ সাক্ষ্য গুজরাইতে অনুমতি পায় তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ আপন২ নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত করিতে পারে একারণ নীচের লিখিতব্য হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার তজবীজকরণেতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যে রূপ ফরিয়াদীর সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লইতেন সেরূপে আসামীর সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার যে অংশে কিম্বা চলিত আর কোন আইনে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে মাজিষ্ট্রেটসাহেব সমস্ত নালিশের মর্ম্মের অনুসন্ধান লইবেন ও সে মোকদ্দমার আসামী ও ফরিয়াদী এবং অপরাধের জ্ঞাতা লোকদিগের স্থানে মোকদ্দমার গতিক ও আহ্বালের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ও তহকীক করিবেন তাহা শুধরিবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে সমস্ত মোকদ্দমার প্রত্যেক বিষয়ের সম্পূর্ণ তথ্য তদন্ত করেন্

 যাহাতে

যাহাতে যথার্থ নিরূপণ হইতে পারে আর তাঁহারদিগের প্রতি এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে তাহার নির্দোষিতা সাব্যস্ত করিবার অবকাশ দিবার জন্যে তাহার তরফহইতে সাক্ষ্য লন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব আসামীকে সোপর্দ্দকরণব্যতিরেকে খালাস দিতে পারিবার কিন্তু যদি উভয়পক্ষের সাক্ষ্য লইলে এমত দৃঢ় বোধ হয় যে দায়েরসায়েরী আদালতে পাঠাইলে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইবেক তবে না দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৫ ধারাতে আরো হুকুম হইয়াছে যে যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের এমত বোধ হয় যে অপরাধ নিতান্ত করা গিয়াছে আর এমত সন্দেহ হয় যে আসামী ঐ অপরাধের অংশী ছিল তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব দায়েরসায়ের সাহেবদিগের আগামি বৈঠকের কালে তাহার অপরাধের বিচার হইবার কারণ তাহাকে কয়েদে রাখিবেন কিম্বা তাহার স্থানে জামিন লইবেন ঐ হুকুম শুধরিবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিদিগের প্রতি সন্দেহ হইলেও তাহাকে খালাস দিবেন কিন্তু যদি অপরাধের প্রমাণকারি সাক্ষ্য এবং ঐ অপবাদনিরাকারক সাক্ষ্য লইয়া মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিবেচনাতে এমত দৃঢ় বোধ হয় যে দায়েরসায়েরী আদালতে পাঠাইলে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইবেক তবে তাহাকে খালাস দিবেন না ইতি।

VOL. VIII. 214.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

C. G. UDNY,

Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের আইনের মধ্যগত স্থূলং বিষয়।

ঐ স্থূল বিষয়ান্তর্গত বিষয়সকল।

ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি।

যেং আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৮২৯	১	৮	০	রদ।	১	২	০
১৮১৮	৭	০	০	রদ ও পুনর্নির্দ্দিষ্ট ও মতান্তরকরণ।	২	০	০
১৮২৯	১	৩	৪	স্পষ্টকরণ।	৪	২	০
১৮২৩	৬	০	০	শুধরণ।	৫	২	০
১৮১৯	৭	৫	০	বৃদ্ধিকরণ।	ঐ	ঐ	০
১৭৯৩	৪	৮	০				
১৭৯৫	৮	২	০				
১৭৯৩	১৪	৭।১২	৫	মতান্তরকরণ।	৬	২	০
১৭৯৫	৬	১৭	০				
১৭৯৯	৭	১৩।৬	০				
১৮০১	১	৬	০				
১৮১২	৫	২৮	২।৩	রদ।	৭	২	০
১৮২৪	১২	০	০				
১৭৯৩	৯	৫	০	শুধরণ।	৮	২	০

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জিলার বিষয়।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কলিকাতার এলাকার প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা মেদিনীপুর জিলার দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের বিষয়ে কোর্ট আপীলের সকল কার্য্য করিবার কথা।	১	২	০
ভিন্নাধিকারদেশবাসিদিগের বাণিজ্যের বিষয়।			
ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারদেশবাসি লোকদিগের জাহাজ হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় অনধিকৃত বন্দর ও খালেতে অনিষিদ্ধরূপে প্রবেশ করিতে পারিবার কথা।	২	ঐ	১
যুদ্ধের সময়ে রফ্তানীহওয়া কোন দ্রব্যের বিশেষ হুকুমের কথা।..	ঐ	ঐ	ঐ
আমেরিকার সহিত যে বাণিজ্য হয় তাহার নিরূপণের প্রকারের কথা।	ঐ	ঐ	২
এক্ষণকার হুকুম ভিন্নাধিকারদেশবাসি লোকদিগের বাণিজ্যের দ্রব্যের উপর মাসুলনিরূপক আইনের মতান্তর না করিবার কথা। ..	ঐ	ঐ	৩
মৌলবীর বিষয়।			
অত্যাবশ্যক হইলে অন্য হুকুমের কথা।	৪	৩	০
নীলের তমঃসুকের বিষয়।			
তমঃসুকের অন্যথাচরণ করিতে যে২ লোক রাইয়তকে পরামর্শ দেয় তাহারদের নামে ঐ তমঃসুকের লিখিত জরীমানার টাকার দাওয়ায় নালিশহইতে পারিবার কথা।	৫	২	০
নীলগাছের ক্ষেতকরণের নিমিত্তে তমঃসুক লিখিয়া দেওনিয়া লোকেরা ঐ তমঃসুকের লিখিত ভূমিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাস দিতে কি বীজ বুনিতে তাচ্ছল্য করিলে কি অসম্মত হইলে অত্যাচারকরণের অপরাধেতে অপরাধী ও শাস্তির যোগ্য বোধ করা যাইবার কথা।	ঐ	৩	০
যে২ লোক নীলগাছের হানি করে তাহারদের নামে নালিশ করা যাইবার ও তাহারদের শাস্তির কথা।	ঐ	৪	০
তমঃসুকের বন্ধনহইতে যে২ লোক মুক্ত হইতে চাহে তাহারা বিষয়বিশেষে জজসাহেবের নিকটে আরজী দিতে পারিবার এবং জজসাহেব সরাসরীরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।	ঐ	৫	১
আরজীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী না থাকিলে অথবা ঐ			

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
বাকী টাকা আদালতে দাখিল হইলে জজসাহেব খালাসের হুকুম দিবার এবং নীলকুঠীর কর্ত্তাকে ঐ বাকী টাকা দিবার এবং নীল কুঠীর কর্ত্তা বাকী টাকা লইতে অসম্মত হইলে জজসাহেব যেপ্রকার করিবেন তাহার কথা।	৫	৫	১।২
খাতকের বিষয়।			
ডিক্রীর টাকার বিষয়ে আসামীর প্রতি গ্রেফ্তারীর হুকুমজারীকরণের পূর্ব্বে তাহার ৩০ ত্রিশ দিনের উপযুক্ত খোরাকী টাকা আমানৎ করিবার কথা।	৬	২	০
কয়েদকরণের তারিখঅবধি ৩০ ত্রিশ দিন গত হইলে ঐ প্রকার খোরাকী টাকা আমানৎ করিবার এবং জজসাহেব যে খোরাকী টাকা নিরূপণ করেন বিশেষ বিষয়ব্যতিরেকে তাহা ।০ চারি আনার অধিক ও /০ এক আনার কম না হইবার কথা।	ঐ	ঐ	০
খোরাকী টাকা যাহার স্থানে দেওয়া যাইবেক তাহার এবং টাকা না দেওয়া গেলে আসামী তৎক্ষণাৎ খালাস হইবার ও এইরূপে খালাস হইলে ঐ মোকদ্দমায় আসামী বিশেষ বিষয়ব্যতিরেকে আর কয়েদ না হইবার কথা।	ঐ	৩	০
এই আইনের হুকুম এক্ষণে যে সকল লোক জেলখানায় কয়েদ আছে তাহারদের উপর খাটিবার এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা শ্রীযুতের অনুমতিক্রমে জেলখানায় কয়েদ থাকা আসামীদিগের খোরাকী টাকাসম্পর্কীয় কোনং দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার কথা।	ঐ	৫	০
মালগুজারীর বাকীর বিষয়।			
নীলামের ইশ্তিহারনামা পাঠান আগামিতে রহিত হইবার কথা।	৭	৩	০
কমিস্যনরসাহেবের অনুমতিব্যতিরেকে কালেক্টরসাহেব নীলাম করিতে পারিবার কিন্তু মঞ্জুরীব্যতিরেকে নীলাম চূড়ান্ত না হইবার কথা।	ঐ	৪	০
নীলামের ইশ্তিহার যেপ্রকারে জারী করা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৫	০
বাকীহওনের তারিখঅবধি ১ এক মাস গত হইলে ভূমি নীলামের ইশ্তিহার হইবার এবং কালেক্টরসাহেব মৌকুফ না করিলে ঐ ইশ্তিহারনামার তারিখের ১ এক মাস পরে তাহা নীলাম হইবার কথা।	ঐ	৬	০

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবেরা যে ক্ষমতার অধীন তাহার ঐক্যমতে মূল্য টাকা দিবার ধার্য্য করিতে পারিবার কিন্তু নির্দ্ধারিত নিয়মমতাচরণ করিতে ক্রটি হইলে নীলাম অন্যথা ও আদায়হওয়া টাকা জব্দ হইবার এরং আদালতের ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলাম হইলে তাহার উপরও এই হুকুম খাটিবার কথা।	৭	৭	১।২
সালিয়ানা শতকরা ২৫৲ পঁচিশ টাকার হিসাবে জরীমানা ও সুদ মোট হইবার এবং কমিস্যনর ও সদর বোর্ডের সাহেবেরা জরীমানা ও সুদ মাফ ও কম না করিলে কালেক্টরসাহেবেরা নিরিখঅনুসারে তাহা লইবার কথা।	ঐ	৮	০
যেপ্রকারে হিসাব নিষ্পত্তি হইবেক তাহার হুকুম হজুর কৌন্সেল হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।	ঐ	ঐ	০
মাজিস্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটের বিষয়।			
ফৌজদারী মোকদ্দমার তজবীজকরণেতে মাজিস্ট্রেট্সাহেব যেরূপ ফরিয়াদীর সাক্ষিদিগের জোমানবন্দী লইতেন সেইরূপ আসামীদিগের সাক্ষিদের জোবানবন্দী লইতে পারিবার কথা।	৮	২	১
মাজিস্ট্রেট্সাহেব আসামীকে সোপর্দ্দকরণব্যতিরেকে খালাস দিতে পারিবার কিন্তু যদি উভয় পক্ষের সাক্ষ্য লইলে এমত দৃঢ় বোধ হয় যে দায়েরসায়েরী আদালতে পাঠাইলে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইবেক তবে না দিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	২

সমাপ্তঃ।

A True Translation

G. F. HARVEY,

Acting Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে
ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের যে২ তারিখে যে২ বিষয়ের যে২
আইন জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গ
লা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ৮ ফেব্রুআরি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ রদ করিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ৩১ মাই।

কোনং ফৌজদারী মোকদ্দমার বিধির বিষয়ে যে সন্দেহ হইল তাহা দূর করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১৮ অক্তোবর।

আধ আনা মূল্যের তামার মুদ্রা এবং ইঙ্গরেজী এক পাই মূল্যের তামার মুদ্রা চলন করিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ১ নবেম্বর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের বিষয়ে মুনসেফ ও সদর আমীনদিগেরে অধিক ক্ষমতা দিবার এবং জিলা ও শহরে প্রধান সদর আমীনদিগকে নিযুক্ত করিবার এবং জিলা ও শহর ও প্রবিন্সাল কোর্টের কর্ম্ম ও ক্ষমতা ঐ বন্দোবস্তের কারণ শুধরিবার এবং মুনসেফ ও উকীলের পদে লোক বাচনী করিয়া লইবার ক্ষমতা বাড়াইবার।

৭ সপ্তম আইন। ১ নবেম্বর।

উচিত বোধ হইলে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের প্রতি মাজিষ্ট্রেট না হইলে তাঁহারদিগের আপনং এলাকার মধ্যে মাসেং জেলখানা খালীকরণের ক্ষমতার্পণের দ্বারা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের ক্লেশ নিবারণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা থাকিবার এবং যে জজসাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব কমিস্যনর না হইয়া জেলখানা খালীকরণের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া যেপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম করিবেন সেপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের প্রতি যে ক্ষমতা ও যে কর্ম্মের ভার থাকিবেক তাহা বিবরণ করিয়া জানাইবার।

 ৮ অষ্টম

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

৮ অষ্টম আইন। ১ নবেম্বর।

মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া সরাসরী নালিশ ও দাওয়ার বিচারকরণবিষয়ি চলিত আইনের হুকুমসকল শুধরিবার।

৯ নবম আইন। ১ নবেম্বর।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের কর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশীঘ্র ও বিলক্ষণরূপে নির্ব্বাহ পাইবার।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সাল ১ প্রথম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ রদ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের তারিখ ৮ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৭ সালের ২৭ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৮ সালের ১১ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৮ সালের ২৮ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৭ সালের ১১ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৬ সালের ২৪ শাবানে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৬ আইনের ৩ ধারার যে ২ দ্বিতীয় প্রকরণানুসারে কোনং মোকদ্দমাতে ডাকাইতীকরণের অপরাধ প্রমাণ হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা দেশান্তরে ১৪ বৎসর মিয়াদে কয়েদথাকনের শাস্তিহইতে কম শাস্তির হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন না তাহা রহিত করিতে উচিত বোধ হইল অতএব শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ এই ধারাক্রমে রহিত হইল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ রহিত হইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

কোনং ফৌজদারী মোকদ্দমার বিধির বিষয়ে যে সন্দেহ হইল তাহা দূর করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের তারিখ ৩১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৮ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৮ সালের ২০ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৬ সালের ১৮ জিহীজ্জাতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৮ আইন এবং ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণানুসারি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অনুমতিব্যতিরেকে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের সোপর্দ্দকরা অনেক মোকদ্দমার তজবীজ জিলার সদর মোকামে করা গিয়াছে ঐ প্রকার সকল মোকদ্দমা ও ঐ মোকদ্দমাতে যেং হুকুম দেওয়া গিয়াছে তাহার বিধিবিষয়ি সন্দেহ দূর করিবার এবং আগামিতে উপরের লিখিত আইন উত্তমরূপে চলন করিবার আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

জানান যাইতেছে যে এই আইনের হেতুবাদের লিখিত মোকদ্দমাসকল নিজামৎ আদালতে না পাঠান গিয়া কি পাঠান গিয়া অথবা অন্য দণ্ডরাপর্য্যন্ত মৌকুফ রাখা গিয়া আসামীরা শাস্তি পাইয়া কিম্বা খালাস হইয়া থাকিলে সেই সকল মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৮ আইন ও ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের নিরূপিত দাঁড়ানুসারে তাহার বিচার হইলে যেমত বিহিত হইত এই আইনানুসারে সর্ব্বপ্রকারে ও সকল বিষয়ে সেইমত বিহিত হইবেক ইতি। বিধানানুসারে না হওয়া কোনং মোকদ্দমা এই আইনানুসারে বিহিত হইবার কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

কমিস্যনরসাহেব জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের থাকা মোকামভিন্ন অন্য কোন মোকামে দওরা করিতে অনুমতি পাইলে যে প্রকার কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

অনুমতিপত্র না পাওয়াপর্য্যন্ত বিচারের কারণ যে আসামীদিগের মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়া থাকে তাহারদিগকে কি রোয়দাদ স্থানান্তর পাঠাইতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌দিগকে নিষেধের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোন কমিস্যনরসাহেব জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের পাঠান কোন মোকদ্দমার তজবীজ ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের থাকা স্থানভিন্ন অন্য স্থানে করিবার অনুমতি সরকারহইতে কি নিজামৎ আদালতহইতে পাইলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ অনুমতিপত্রের আপন দস্তখৎকরা নকল আবশ্যক হুকুমের সহিত উপদেশ পাইবার নিমিত্তে ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠান্ আর পূর্ব্বের লিখিত অনুমতিপত্র না পাওয়াপর্য্যন্ত যে আসামীদিগের মোকদ্দমা বিচারের কারণ সোপর্দ্দ হইয়া থাকে সেই সকল আসামীকে কিম্বা রোয়দাদ স্থানান্তর পাঠাইতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে দৃঢ়রূপে নিষেধ আছে ইতি।

কমিস্যনরসাহেব অনুমতিপত্রের দস্তখতী নকল মোকদ্দমার নথীতে দাখিল করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কমিস্যনরসাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি পূর্ব্বের লিখিত মোকদ্দমাসকলের ও অন্য সকল মোকদ্দমার বিচার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়াব্যতিরেকে অন্য মতে করিতে বিশেষ অনুমতি পাইয়া থাকেন্ তবে অনুমতিপত্রের আপন দস্তখৎকরা নকল সেই সকল মোকদ্দমার নথীতে দাখিল করেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এ বিষয়ের হুকুম রহিত না হওয়াপর্য্যন্ত শ্রীযুত যে কোন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের জিলার দওরা অন্য কোন মোকামে ঐ এলাকার মধ্যে করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৩ প্রকরণের ব্যাখ্যাকরণেতে ইহা জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের ক্ষমতা আছে যে কোন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের জিলার দওরা ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ যে কমিস্যনরসাহেবের তাবে থাকেন্ তাঁহার এলাকার মধ্যের অন্য কোন মোকামে করিবার হুকুম করেন্ যাবৎ এ বিষয়ের হুকুম রহিত না হয় ইতি।

Vol. VIII. 222. সমাপ্তঃ।

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

আধ আনা মূল্যের তামার মুদ্রা এবং ইঙ্গরেজী এক পাই মূল্যের তামার মুদ্রা চলন করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের তারিখ ১৮ অক্টোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ২৭ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯সালের ৪ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ১১ জমাদীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

এক্ষণে যে তামার মুদ্রা চলন আছে তাহার অতিরিক্ত অন্য২ মূল্যের তামার মুদ্রা চলন করিবাতে সর্ব্ব সাধারণ লোকের বড় উপকারের সম্ভাবনা অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

আধ আনার এক তামার মুদ্রা ও ইঙ্গরেজী এক পাইয়ের তামার মুদ্রা প্রস্তুত হইবার কথা।

এক্ষণে যে পয়সা চলন আছে তাহার কিছু মতান্তর হইবেক না কিন্তু তাহার অতিরিক্ত আধ আনা মূল্যের এক তামার মুদ্রা এবং ইঙ্গরেজী এক পাই অর্থাৎ এক আনার বারো ভাগের এক ভাগ মূল্যের তামার মুদ্রা প্রস্তুত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আধ আনার তামার মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট ওজন ও উভয় পিঠে নির্দ্দিষ্ট কথা থাকিবার এবং তাহার মূল্য দুই পয়সায় একটা হইবার কথা।

আধ আনা মূল্যের তামার মুদ্রার ওজন এক্ষণকার ব্যবহারকরা পয়সার দ্বিগুণ হইবেক অর্থাৎ দুইশত গ্রেন ট্রয় এবং তাহার এক পিঠে পারসী ও নাগরী অক্ষরে অন্য পিঠে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা অক্ষরে আধ আনা এই কথা ছাপা থাকিবেক ঐ মুদ্রা ভাঙ্গাইতে ও গাঁথাইতে হইলে এক আনা মূল্যে দুইটা অথবা দুই পয়সায় একটা স্থির হইল ইতি।

৪ ধারা।

এক পাইয়ের তামার

এক আনার বারো ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ইঙ্গরেজী এক পাই মূল্যের তামার মুদ্রার ওজন

মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট ওজন ও উভয় পিঠে নির্দ্দিষ্ট কথা থাকিবার এবং তাহার মূল্য এক আনায় বারোটা অথবা পয়সায় তিনটা হইবার কথা।

ওজন ৩৩ গ্রেন ৩৩৩ ডেসিমল্স ট্রয় এবং তাহার এক পিঠে পারসী ও নাগরী অক্ষরে অপর পিঠে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা অক্ষরে এক পাই এই কথা ছাপা থাকিবেক ঐ মুদ্রা ভাঙ্গাইতে ও গাঁথাইতে হইলে এক আনায় বারোটা অথবা পয়সায় তিনটা ইতি।

৫ ধারা।

কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে ঐ২ মুদ্রা চলন হইবার কথা।

ঐ২ মুদ্রা কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে উপরের লিখিত মূল্যানুসারে চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের বিষয়ে মুনসেফ ও সদর আমীনদিগেরে অধিক ক্ষমতা দিবার এবং জিলা ও শহরে প্রধান সদর আমীনদিগকে নিযুক্ত করিবার এবং জিলা ও শহর ও প্রবিন্স্যল কোর্টের কর্ম্ম ও ক্ষমতা ঐ বন্দোবস্তের কারণ শুধরিবার এবং মুনসেফ ও উকীলের পদে লোক বাচনী করিয়া লইবার ক্ষমতা বাড়াইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের তারিখ ১ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ১৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ১১ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ১৮ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১২ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ২৫ জমাদীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক জিলা ও শহরের আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার অবস্থাতে সামান্য হেতু দ্বারা এমত উচিত বোধ হইল যে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক এ দেশের কর্ম্ম চালাইবার সম্ভ্রান্তীয় অধিক বিশ্বস্ত পদে নিযুক্ত হয় এবং যেহেতুক ইহাও উচিত বোধ হইল যে এই বিষয়ের নিমিত্তে হুকুমসকল ক্রমে২ সময়ে২ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে জিলা ও শহরে জারী হয় এবং যেহেতুক ঐ বন্দোবস্ত করণেতে এমত আবশ্যক হইল যে জিলা ও শহর ও প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের ক্ষমতা ও কর্ম্ম শুধরা যায় এবং যেহেতুক ইহাও ন্যায্য ও উচিত বোধ হইল যে এদেশীয় ব্যক্তিরা আপন২ ধর্ম্মপ্রযুক্ত মুনসেফ ও উকীলের কর্ম্মে অযোগ্য বোধ না হয় একারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনায় জিলা কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্

শহরে

নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এই আইনের হুকুমসকল কোন জিলা কিম্বা শহরে জারী করিতে পারিবার কথা।

শহরে এ আইনের হুকুমসকল জারী করিতে উচিত বোধ হইলে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে এ বিষয়ের হুকুম দেন এবং যে তারিখঅবধি এ আইন জারী হইবেক তাহা নির্দ্ধার্য্য করেন্ এবং ইহার সমাচার ইশ্তিহারের দ্বারা মুনসেফদিগের কাছারীতে ও জিলা ও শহরের আদালতে প্রকাশ হইবেক এবং ঐ সমাচার সদর দেওয়ানী আদালতে ও জিলা ও শহরের এলাকাসম্পর্কীয় কোর্ট আপীলে পাঠান যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

মুনসেফদিগকে নিযুক্ত করিবার হুকুমের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬ ও ৭ ধারা এবং ১৮২১ সালের ২ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমসকল শুধরিবাতে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের সহিত একত্র হইয়া যে জিলা ও শহরে এই আইন জারী হইবেক তাহার সম্পর্কীয় মুনসেফদিগের বর্ত্তমান সিরিশ্তা শুধরিবেন এবং ঐ মুনসেফদিগের বাচনী ও সংখ্যা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে হইবেক এদেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোক যে কোন মতাবলম্বী হউক সকলেই এই পদ পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

চলিত আইনের যেং ধারা ও প্রকরণ রদ হইল তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণ ও ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১২ ধারা ও ১৮২১ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ এই ধারা ক্রমে রদ হইল ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমা মুনসেফদিগের গ্রাহ্য হইবেক তাহার বিবরণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল ব্যক্তিরা মুনসেফী কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে নিযুক্ত হইবেক তাহারা এই আইনানুসারে নীচের লিখিতব্য মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা পাইল যদি যে ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু ঐ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে ঐ ভূমি কি ঐ স্থাবর বস্তু ঐ মুনসেফের এলাকাতে থাকে কিম্বা অন্য সমস্ত বিষয়ের নালিশের হেতু তাহার এলাকাতে হইয়া থাকে কিম্বা আসামী নালিশ আরম্ভ করিবার সময়ে তাহার এলাকার মধ্যে বাস করিয়া থাকে ইতি।

৩০০৲ তিন শত টাকার অনধিক মূল্যের অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা মুনসেফেরা গ্রাহ্য করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে ৩০০৲ তিন শত টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা ও মূল্যের নগদ ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা গ্রাহ্য করে যদ্যপি প্রকৃত যৎকের নিমিত্তে মোকদ্দমা তাহাই সমুদয় দাওয়াতে লেখা থাকে এবং যদি সেই দাওয়া অপমান কি শারীরিক হানির সহিত সম্পর্ক না রাখে ইতি।

৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—৩০০৲ তিন শত টাকার অধিক না হয় এমত মূল্যের লাখেরাজী ভূমিভিন্ন অন্য ভূমির কি অন্য স্থাবর বস্তুর স্বত্বাধিকার কিম্বা ভোগদখলের দাওয়ার মোকদ্দমা মুনসেফেরা শুনিতে পারিবেক ইতি।

৩০০৲ তিন শত টাকার অনধিক মূল্যের স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা মুনসেফেরা গ্রাহ্য করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত নিষেধসকল এই প্রকরণানুসারে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার উপর খাটিবেক ইতি।

কোন২ মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে মুনসেফদিগকে নিষেধের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— লোকসকল পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে নালিশ করিতে চাহিলে তাহারদের নালিশ গ্রহণ করিতে মুনসেফদিগকে নিষেধ আছে কিন্তু জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ প্রকার যে মোকদ্দমার নালিশ তাঁহার সমীপে হইয়া থাকে এবং তাহা যোত্রহীনরূপে না হইলে মুনসেফের বিচার্য্য হইত এমত উচিত বুঝিলে তাহা আপনার এলাকার মুনসেফদিগের নিকটে সোপর্দ্দ করেন ইতি।

যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমায় যে সকল বিশেষ হুকুম খাটিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— জিলা ও শহরের আদালতে নালিশ করিবার মিয়াদের বিষয়ে এবং বিরোধি বস্তুর মূল্য ধার্য্য করিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম এক্ষণকার চলিত আইনে লেখা আছে ঐ সকল হুকুম মুনসেফের নিকটে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার উপর খাটিবেক ইতি।

যে মিয়াদের মধ্যে নালিশসকল গ্রাহ্য হইবেক তাহার এবং মুনসেফের কাছারীতে বিরোধি বস্তুর মূল্য ধার্য্য করিবার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জিলা চাটিগাঁর মুনসেফদিগের নিমিত্তে যে বিশেষ হুকুমসকল ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫৭ ও ৫৮ ও ৫৯ ধারায় লেখা গিয়াছে ঐ সকল হুকুম রদ হইল এবং ঐ ৫৯ ধারার নীচের লিখিতব্য প্রকরণসকলে মুনসেফদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে সামান্যতঃ পুনর্ব্বার হুকুম হইল ইতি।

জিলা চাটিগাঁর মুনসেফদিগের বিষয়ি বিশেষ হুকুমসকল রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— অধিকারভূমির কর্ত্তার অনুরূপহওনের ও উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমাতে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দমা শাস্ত্রের মতে নিষ্পত্তি করে আর ঐ২ প্রকার মোকদ্দমার সন্দেহ হইলে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে শরা কি শাস্ত্রের মত মৌলবী কিম্বা পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করে ও তাহার জওয়াব পাইবার কারণ মোকদ্দমার বেওরা চুম্বকে লিখিয়া আদালতের মৌলবী কি পণ্ডিতের নিকটে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু মুনসেফদিগের ঐ জিজ্ঞাসাকরাতে জজসাহেবের আদালতে আপীল হইলে শরা ও শাস্ত্রের উক্তমত পুনরায় যে কিছু তাঁহার জিজ্ঞাসাকরণের আবশ্যক হয় তাহা জিজ্ঞাসিবার বারণ নাহি যে সকল মোকদ্দমাতে আসামী ও ফরিয়াদী ভিন্ন২ মতাবলম্বী হয় ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আসামীর ধর্ম্মানুসারে হইবেক

হিন্দু ও মুসলমানের দেওয়ানী মোকদ্দমা যথার্থরূপে শাস্ত্র ও শরার মতে নিষ্পত্তি করিবার কথা।

হইবেক কিন্তু যে সকল মোকদ্দমাতে আসামী মুসলমান কিম্বা হিন্দু হয় কেবল সে সকল মোকদ্দমার উপর ঐ হুকুম খাটিবেক ইতি।

অন্য সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি মুনসেফেরা ন্যায় ও যাথার্থ্য ও ধর্ম্মানুসারে করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে সকল মোকদ্দমায় উপরের লিখিত হুকুম না খাটে মুনসেফেরা সেই সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও যাথার্থ্য ও ধর্ম্মানুসারে করিবেক ইতি।

স্থাবর ধনের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে যেং হুকুম গ্রহণ করিবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— জমীদারী ও তালুক ও ভূমি ও বাটী কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তুর কর্ত্তার অনুরূপহওনের ও উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমার বিষয়ি ইশ্‌তিহারনামা মুনসেফেরা আপনারদিগের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে এবং যে গ্রামে ঐং বস্তু থাকে সেই গ্রামে কি তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে এক মিয়াদ নিরূপণ করিয়া এই মজমুনে লট্‌কাইয়া দিবেক যে যে সকল লোক ঐ নালিশী বস্তুর উপর দাওয়া রাখে তাহারা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করে আর যদি দাওয়াদার এক জনের অধিক হয় আর শরা কি শাস্ত্রমতে আপনং ধর্ম্মানুসারে ঐ বস্তুর কোন অংশ পাইতে যোগ্য হয় তবে এরূপ মোকদ্দমার ডিক্রী মুনসেফেরা না করে কিন্তু ডিক্রীক্রমে ঐ ধনের স্বকীয়ং অংশ পাইবার যোগ্য সকল দাওয়াদারেরা হইলে ডিক্রী করিবেক ইতি।

৭ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমা মুনসেফদিগের শুনিবার যোগ্য তাহার নালিশ সামান্যরূপে মুনসেফের কাছারীতে হইবার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি উপরের লিখিত হুকুমানুসারে মুনসেফের অধীনে হয় সেই সকল মোকদ্দমা সামান্যরূপে মুনসেফেরদের কাছারীতে উপস্থিত করিতে হইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে প্রবল হেতু থাকিলে ঐ প্রকার মোকদ্দমা গ্রহণ করেন্ ও আপনি তাহার বিচার করেন্ কিম্বা আপনার অধীন কোন কাছারীতে বিচারের কারণ তাহা সমর্পণ করেন্ ইতি।

৮ ধারা।

চলিত আইনের যেং ধারা ও প্রকরণ রদ হইল তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৬ ধারা ও ১৮২১ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে নালিশের আরজী লেখা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ মুনসেফের নিকটে হয় ঐং মোকদ্দমার দাওয়ার আরজী ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার লিখিত ২ দ্বিতীয় তফসীলের নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে সকল মোকদ্দমা মুনসেফদিগের বিচার্য্য আছে তদ্বিষয়ে চলিত আইনে যে সকল হুকুম লেখা আছে যে যে মোকদ্দমা এই আইনানুসারে মুনসেফের নিকটে উপস্থিত হইবেক ঐ সকল মোকদ্দমার উপর তাহা এই প্রকরণক্রমে সমানরূপে খাটিবেক ইতি।

যে সকল হুকুম এক্ষণে চলন আছে তদনুসারে মুনসেফেরা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে সকল কাগজ মুনসেফদিগের কাছারীতে দাখিল করা যাইবেক তাহার বিষয়ে যে ইষ্টাম্পের আবশ্যক হইবেক তাহার মূল্য সমান করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার লেখা ২ দ্বিতীয় তফসীলের ২ ও ৪ ও ৫ ও ৯ নম্বরের লিখিত হুকুম ও মাফসকল নীচের লিখিতব্যমতে এই আইনক্রমে শুধরা গেল ইতি।

যে সকল কাগজ মুনসেফের কাছারীতে দাখিল করা যাইবেক তাহার ইষ্টাম্পেরমূল্যবিষয়ক হুকুম সকল শুধরিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— মুনসেফেরদের কাছারীতে যে সকল মোকদ্দমার তজবীজ হয় তদ্বিষয়ের জওয়াব ও রদ্দ জওয়াব ও জওয়াবলজওয়াব এবং দস্তাবেজ দাখিল করিবার নিমিত্তে ও সাক্ষির তলব করিতে উভয় পক্ষের দেওয়া দরখাস্ত এবং ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্পকাগজে লেখার আবশ্যক নাহি ইতি।

কোন২ দস্তাবেজের নিমিত্তে ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এই প্রকরণক্রমে রদ হইল এবং যে সকল মাফ উপরের প্রকরণে লেখা গিয়াছে তাহা এই আইন জারী হইবার নিরূপিত দিনের পরে প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া কোন নালিশে কিম্বা আপীলে যত টাকার দাওয়া জিলা কিম্বা শহরের আদালতে হইয়া থাকে সেই সকল মোকদ্দমা জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি হউক কি তাঁহারদিগের দ্বারা সদর আমীন কি রেজিষ্টরসাহেবদিগের সমীপে সোপর্দ্দ করা যাউক তাহাতে খাটিবেক না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা রদ হইবার কথা।

১০ ধারা।

মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে যে মাসিক কৈফিয়ৎসকল পাঠাইবার আবশ্যক তাহার সহিত যে সকল মোকদ্দমা তাহারদিগের নিকটে পূর্ব্ব মাসে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার ফিরিস্তি পাঠায় ইতি।

মুনসেফেরা মাস২ মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা।

১১ ধারা।

মুনসেফদিগের দ্বারা যে সকল ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা জারী করিবার দরখাস্ত

মুনসেফেরদের করা ডি

আসামী

ক্রী জারী করিবার বিষয়ি হুকুমসকলের কথা।

আসামী ফরিয়াদীর ইচ্ছামতে প্রথমতঃ মুনসেফের নিকটে করা যাইতে পারিবেক মুনসেফ ঐ দরখাস্ত পাইলে তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্তের পিঠে আসামী ফরিয়াদীর নাম ও ডিক্রীহওনের তারিখ আর ডিক্রীর নকল উভয়পক্ষকে দেওয়া যাওনের কি দিতে উপস্থিতকরণের তারিখ ডিক্রীর খোলাসার সহিত লিখিয়া জজসাহেবের নিকটে পাঠায় উপরের লিখনানুসারে ঐ সমাচারপত্র পাইলে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে নগদ টাকার মোকদ্দমা হইলে ডিক্রী জারী করিতে ও আবশ্যক হইলে স্থাবর বস্তু ক্রোক্ করিতে এবং খেরাজী ভূমিভিন্ন অন্য সকল ভূমিতে দখল দেওয়াইতে মুনসেফের প্রতি হুকুম করেন্ কিন্তু জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি তিনি উচিত বুঝেন্ তবে আপনার আমলাকে কিম্বা আপনার আদালতের অধীন কোন সদর আমীনকে ডিক্রী জারী করিতে হুকুম করেন্ আর সেই কালে ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত যে ব্যক্তি দিয়া থাকে তাহাকে মুনসেফের দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

মুনসেফেরা ইহার পরে রসুম না পাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ও ১৮২১ সালের ২ আইনের কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের যে২ স্থলের হুকুমানুসারে মুনসেফেরা মোকদ্দমার বিচার করিবার বেতনের নিমিত্তে নালিশের রসুম কিম্বা ঐ রসুমের বদলে ইষ্টাম্পকাগজের নিরূপিত মূল্য লইতে ক্ষমতা রাখে তাহা রদ হইল আর যে জিলা কিম্বা শহরে এই আইন জারী হইবেক এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি সেই জিলা কিম্বা শহরে ঐ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

মুনসেফদিগের মাসিক বেতন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যে তারিখে কোন জিলা কিম্বা শহরে এই আইন জারী হইবার হুকুম হইবেক সেই তারিখঅবধি পূর্ব্বের লিখিত রসুম ও মেহনতানার বদলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবেন মুনসেফেরা তাহাই পাইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

সদর আমীন নিযুক্ত হইবার বিষয়ি হুকুমসকলের কথা।

যে জিলা ও শহরে এই আইন জারী হইবেক সেখানকার সদর আমীনসকলের বর্ত্তমান সিরিশ্তা জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের সহিত একত্র হইয়া শুধরিবেন ও উত্তর কালে মুনসেফদিগের মত ঐ সদর আমীনের বাচনী ও সংখ্যা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে নির্দ্ধার্য্য হইবেক এদেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোক যে কোন মতাবলম্বী হউক সকলেই এই পদ পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬২ ধারা রদ হইল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬২ ধারা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জিলা ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী আপন২ ভারোপলক্ষে সদর আমীন হইবেন না কিন্তু অন্য লোকের ন্যায় ঐ কর্ম্মের যোগ্য হইবেন ইতি। আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী আপন২ ভারোপলক্ষে সদর আমীন না হইবার কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৮ ধারা ও ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ ও ১৮২১ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ ও ১৮২৭ সালের ৪ আইনের ২ ধারা যাহাতে সদর আমীনের প্রতি প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতার কথা লেখা আছে ঐ২ ধারা ও প্রকরণ রদ হইল তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী হইবেক ইতি। চলিত আইনের যে২ ধারা ও প্রকরণ রদ হইল তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে জিলা ও শহরের জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার লিখিত২ তফসীলের ৮ নম্বরের লেখা হুকুমমত হিসাব করিয়া ১০০০৲ এক হাজার টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা কি মূল্যের নগদ কি অস্থাবর বস্তুর কিম্বা ভূমি কিম্বা অন্য কোন স্থাবর বস্তুর স্বত্বাধিকার ও ভোগদখলের দাওয়ার যে২ মোকদ্দমা আপন আদালতে প্রথমত উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা উত্তর কালে হইবেক ঐ২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে আপনার এলাকার অধীন কোন সদর আমীনকে সোপর্দ্দ করেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে২ মোকদ্দমাতে সদর আমীন আপনি কিম্বা তাহার কুটুম্ব কিম্বা আশ্রিত ব্যক্তিরা কিম্বা তাহার আদালতের উকীল কিম্বা আমলারা কিম্বা কোন ইউরোপীয় বৃটিস প্রজা কিম্বা ইউরোপীয় কোন ভিন্ন দেশীয় অথবা কোন আমেরিকাদেশীয় আসামী কিম্বা ফরিয়াদী হন সেই সকল মোকদ্দমা বিচার করিবার নিমিত্তে সদর আমীনের সমীপে সোপর্দ্দ করা যাইবেক না ইতি। যত টাকার ও যে প্রকারের দাওয়ার মোকদ্দমা সদর আমীনের গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা। বিশেষ বিধির কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা উপরের লিখিত প্রকরণানুসারে সদর আমীনের নিকটে সোপর্দ্দ করা যাইবেক তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের হুকুমানুসারে হইবেক ইতি। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যে প্রকারে মুনসেফেরা করিবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৪ ধারার যে সকল সদর আমীনের হুকুম

স্থলে

সকল যে প্রকারে জারী হইবেক তাহার কথা।

স্থলে এমত হুকুম আছে যে সদর আমীনের নিকটে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমার বিষয়ের প্রত্যেক এত্তেলানামা কি সমন কি ক্রোকী পরওয়ানা কি অন্য হুকুমনামা জজসাহেবের কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে জারী হইবেক তাহা এই প্রকরণক্রমে রদ হইল ঐ প্রকার হুকুমনামাইত্যাদি সদর আমীনের মোহর ও দস্তখতে তাহারদিগের আপনং আমলার দ্বারা জারী হইবেক আর যেমত পূর্ব্বে জজসাহেবের দস্তখতে আদালতের নাজিরের মারফৎ জারী হইত তাহা হইবেক না ইতি।

১৬ ধারা।

মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল সদর আমীন কি রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম এপর্য্যন্ত চলিত আছে তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণের ও ৯ ধারার ৪ প্রকরণের লিখনানুসারে মুনসেফদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর মঞ্জুরকরা আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যেং সদর আমীন কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব বিশেষ অনুমতি পাইয়াছেন সেই সদর আমীন কি রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে এপর্য্যন্ত জিলা ও শহরের জজসাহেবের ইচ্ছাক্রমে ঐ সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়াছে আর ঐ আইনের লিখনানুসারে ঐ মত মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল জিলা ও শহরের জজসাহেবের নিকটে এপর্য্যন্ত হইয়াছে ইতি।

এই সকল হুকুম শুধরিবাতে যখন আপীলী মোকদ্দমা জজসাহেবের নিকটে অনেক উপস্থিত হইয়া থাকিবেক তখন তাহার বিশেষ সংখ্যা লিখিয়া প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠাইতে সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতি পাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুম শুধরিবাতে এমত হুকুম হইল যে জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের ক্ষমতা নাহি যে কোন আপীলের নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যদ্যপি কোন সদর আমীন উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া থাকে তথাপি তাহাকে সোপর্দ্দ করেন্ কিন্তু যখন জিলা ও শহরের জজসাহেবের এমত বোধ হইবেক যে তাঁহার নিকটে এত মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া আছে যে যেমত শীঘ্র তাহা নিষ্পত্তি করিতে হয় সেইমত শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে না পারেন্ তখন তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে এই বিষয়ের বিশেষ রিপোর্ট করিবেন এবং মুনসেফদিগের কিম্বা সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর যেং আপীল হইয়াছে তাহাহইতে যেং মোকদ্দমা জজসাহেবের বিবেচনায় এই আইনের ১৭ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে যে প্রধান সদর আমীন নিযুক্ত হইবেন তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ করা আবশ্যক বোধ হয় তাহার সংখ্যা লিখিয়া অনুমতি পাইবার দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এমত বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ আর উপরের ধারার লিখিত হুকুমসকল এমত আপীলী মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইতি।

জজসাহেব আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যখন কোন মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে আপীল হইবেক তখন প্রথমতঃ কোন হুকুমনামা রিস্পাণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক

বেক না আর আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার উকীলের সমক্ষে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোক দ্দমার রোয়দাদ ও আপীলের দরখাস্ত পাঠ করিলে যদি জজসাহেব যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে ঐ নিষ্পত্তির অন্যথা কি মতান্তর করিতে কোন হেতু না দেখেন তবে তাহা বহাল রাখিতে পারেন এবং তাহা বহাল রাখিবার হুকুম যে আদালতের নিষ্প ত্তির উপর আপীল হইয়া থাকে সেই আদালতের মারফৎ রিষ্পাণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠা ইবেন যে ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে শীঘ্র যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা করিতে পারে ইতি।

১৭ ধারা।

১প্রথম প্রকরণ।— শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতা আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের এলাকার মধ্যে এক কিম্বা ততোধিক প্রধান সদর আমীন নীচের লিখিতব্য ক্ষমতার সহিত নিযুক্ত করেন ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে প্রধান সদর আমীন নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এদেশীয় সমস্ত লোক যে কোন জাতীয় বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হন্ সকলেই প্রধান সদর আমীনের পদ পাইবার যোগ্য হইবেন এবং ঐ কর্ম্মের নি মিত্তে বাচনীকরা লোকসকল শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সে লহইতে নিযুক্ত হইবেন আর তাহার সনদ জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর দস্ত খতে সরকারহইতে পাইবেন ইতি।

ঐ কর্ম্মের যোগ্য যে সকল লোক ও যে প্রকারে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে মাসিক বেতন নির্দ্ধার্য্য করিবেন তাহা প্রধান সদর আমীনেরা পাইবেন ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাঁহারদের মাসিক বেতন নিরূপণ করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যে ব্যক্তি প্রধান সদর আমীনী পদে নিযুক্ত হইবেন তিনি আপন স্থানের কর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে যে জিলা কিম্বা শহরে নিযুক্ত হইবেন সেই জিলা কি শহ রের জজসাহেবের সমক্ষে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ২ ধারার লিখনানু সারে মুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

প্রধান সদর আমীন মুক্তিপত্র লিখিয়া দিবার কথা।

১৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার লিখিত ২তফসীলের ৮ নম্বরের লিখনক্রমে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা ও মূল্যের নগদ কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তুর কি ভূমির কি অন্য স্থাবর বস্তুর স্বত্বা ধিকার ও ভোগদখলের দাওয়ার যে২ মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিক টে প্রথমত উপস্থিত হইয়া থাকে কি উত্তর কালে হইবেক ঐ সকল মোকদ্দমা জিলা ও

যত সংখ্যার ও যে প্রকারের দাওয়ার মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা।

শহরের

শহরের জজসাহেবেরা প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন কিন্তু যে মোকদ্দমাতে প্রধান সদর আমীন স্বয়ং কিম্বা তাঁহার কুটুম্ব কি আশ্রিত ব্যক্তি কি তাঁহার আদালতের উকীল কি আমলা কিম্বা ইউরোপীয় কোন বৃটিস প্রজা অথবা ইউরোপীয় কোন ভিন্ন দেশীয় কিম্বা আমেরিকাদেশীয় আসামী কিম্বা ফরিয়াদী হন্ সে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠাইবেন না ইতি।

প্রধান সদর আমীন যে স্থানে ও যে প্রকারে মোকদ্দমার বিচার করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান যাইবেক প্রকাশ কাছারীতে তাহার বিচার করিবেন এবং তাঁহার আমলা কি চাকর কি আশ্রিত ব্যক্তি কি অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহাতে হাত দিতে দিবেন না ইতি।

যে২ উকীল প্রধান সদর আমীনদিগের কাছারীতে ওকালতী করিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জিলা অথবা শহরের জজসাহেব আপন আদালতের উকীলকে কিম্বা সদর আমীনের কাছারীর উকীলকে প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে ওকালতী কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা দিতে পারিবেন ইতি।

প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচারের বিষয়ে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা ও আপীলী মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের সমীপে পাঠান যাইবেক সদর আমীনের বিষয়ে যে২ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন আর যে বিষয়ে ঐ সকল বিধি স্পষ্ট রূপে না খাটে ঐ বিষয়ে জিলা ও শহরের জজসাহেবের উপদেশের নিমিত্তে আইনসকলে যে সকল বিধি লেখা আছে তদনুসারে কর্ম্ম করিবেন ইতি।

যে প্রকারে হুকুম জারী হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— প্রধান সদর আমীন যে সকল হুকুম জারী করিবেন তাহাতে এই আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৩ধারা প্রধান সদর আমীনের উপর খাটিবার কথা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা সকলে তাঁহারা যে অধিক ক্ষমতা পাইবেন তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার হুকুমসকল যাহা এই আইনানুসারে নিযুক্ত প্রধান সদর আমীনের উপর খাটিবেক তদতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে যদ্যপি কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সদর আমীনের দ্বারা চূড়ান্ত হইবেক না তথাপি এমত মোকদ্দমা তদন্ত করিবার নিমিত্তে যে সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীন আদালতের মৌলবী না হন্ এমত ব্যক্তির নিকটে অর্পণ করেন্ কিন্তু ঐ সদর আমীন আসামীর মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে তাহাকে দওরায় সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ না আর চলিত আইনক্রমে ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলে শাস্তি দিবার হুকুমের ক্ষমতার বহির্ভূত হইবেন না ইতি।

১৯ ধারা।

প্রধান সদর আমীনের

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত হুকুমসকল

হুকুমসকল এবং ঐ২ হুকুম শুধরিবাতে খাস আপীল ও সরাসরী আপীল গ্রহণ করিবার ও শুনিবার বিষয়ে যে২ হুকুম হইয়াছে ঐ২ হুকুম এবং ফয়সলা পুনর্দৃষ্টি করিবার বিষয়ি উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের উপর খাটিবেক ইতি।

করা নিষ্পত্তির উপর যে২ খাস আপীল কি সরাসরী আপীল হইবেক তাহা যে প্রকারে গ্রাহ্য হইবেক ও তাহার ফয়সলা পুনর্দৃষ্টি করিবার দরখাস্ত যেরূপে করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি প্রধান সদর আমীনের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় যে পুনর্দৃষ্টি করিবার দরখাস্ত মঞ্জুরকরা কর্ত্তব্য তবে জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে তাহার রিপোর্ট করিবেন ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ প্রকার দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে করণবিষয়ে চলিত আইনে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে অনুমতি দেন্ ইতি।

প্রধান সদর আমীনের দ্বারা ফয়সলা পুনর্দৃষ্টি করিবার বিষয়ি হুকুমসকলের কথা।

২০ ধারা।

জিলা ও শহরের জজসাহেবের আদালতের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার ২ তফসীলে ইষ্টাম্পের যে২ মূল্য নিরূপিত হইয়াছে প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে দাখিলকরা কাগজের মূল্য তদনুসারে লওয়া যাইবেক ইতি।

প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে যে সমস্ত কাগজ দাখিল করা যাইবেক তাহার ইষ্টাম্পের মূল্যের কথা।

২১ ধারা।

প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবাতে প্রধান সদর আমীনের প্রতি হুকুম আছে যে কোন দস্তাবেজ দাখিল করিবার কিম্বা উভয় পক্ষের কোন ব্যক্তির এজাহারের পুষ্টির নিমিত্তে সাক্ষি তলব করিবার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার লিখিত প্রকার ও দাঁড়ানুসারে যথার্থরূপে কার্য্য করেন্ ইতি।

প্রধান সদর আমীন ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার লিখিত হুকুমমতাচরণ করিবার কথা।

২২ ধারা।

যে সকল ডিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিলা ও শহরের জজসাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত বিষয়সকলে প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজসাহেবের নিকটে আপীল ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।

প্রধান সদর আমীনের করা ডিক্রী যেরূপে জারী হইবেক তাহার কথা।

২৩ ধারা।

২৩ ধারা।

প্রধান সদর আমীন যে রিপোর্ট পাঠাইবেন তাহার কথা।

প্রধান সদর আমীন প্রতিমাসে কিম্বা অন্য যে সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের আজ্ঞা হইবেক তদনুসারে আপনার কাছারীর কর্ম্মের রিপোর্ট পাঠাইবেন ইতি।

২৪ ধারা।

সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠাইবার যোগ্য মোকদ্দমাসকল জজসাহেবেরা আপন হাতে রাখিলে তাহার হেতু লিখিয়া রাখিবার কথা।

এই আইনানুসারে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা প্রথমত উপস্থিত হওয়া যে মোকদ্দমা সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠাইবার ক্ষমতা পাইলেন সেই মোকদ্দমা আপন হাতে রাখিলে তাহার হেতু আপন রুবকারীতে লিখিয়া রাখিবেন ইতি।

২৫ ধারা।

সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা আপন২ আমলাদিগকে তগীর ও বহাল করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথমপ্রকরণ।— সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা অন্য কোন স্থানে সমাচার না দিয়া আপন২ কাছারীর আমলাকে তগীর ও বহাল করিতে পারিবেন ইতি।

জজসাহেবের আদালতের অন্য আমলারা মন্দাচরণ করিলে যেমত শাস্তির যোগ্য সেইমত এ আমলারাও শাস্তির যোগ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জিলা ও শহরের আদালতের আমলারা ঘুষ লইলে কিম্বা জবরদস্তী করিয়া কিছু লইলে কি অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে সামান্য আইনক্রমে এক্ষণে যে শাস্তি ও জরীমানার যোগ্য হয় সেইমত সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের আমলারা ঐ২ অপরাধের নিমিত্তে শাস্তি ও জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের তগীরের বিষয়ি হুকুমের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সদর আমীনের তগীরের বিষয়ের চলিত হুকুম শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে সকল বিষয়ে অযোগ্যতার সম্পূর্ণ ও বিহিত প্রমাণের আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যখন জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের বিবেচনায় এমত বোধ হইবেক যে আপন এলাকার প্রধান সদর আমীন কিম্বা সদর আমীন গাফিলী ও অক্ষমতা কি প্রকাশরূপে ঘুষলওন কিম্বা অন্য বড় মন্দাচরণকরণপ্রযুক্ত কর্ম্মেতে অযোগ্য বটে তখন তিনি সেই এলাকার রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আপন মতের হেতু জানাইবেন আর যদি ঐ কমিস্যনরসাহেব জজসাহেবের মতে ঐক্য হন্ তবে তাঁহারা একত্র হইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিবেচনা ও হুকুমের নিমিত্তে জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর দ্বারা ইহার কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন এবং শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা আছে যে যদি তাঁহারদের মতের হেতু

বিলক্ষণ বোধ হয় তবে এমত প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনের তগীরের হুকুম শীঘ্র দেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাব্যতিরেকে কর্ম্মহইতে তগীর হইবেন না ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যে সকল মুনসেফ এই আইনক্রমে মোকরর হইবেক তাহারদিগের প্রতি উপরের লিখিত হুকুমসকল খাটিবেক ইহাব্যতিরেকে মুনসেফের তগীরের বিষয়ের কোন রিপোর্ট করিতে হইলে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এবং উপরের লিখিত প্রকরণানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের বিষয়ে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মুনসেফের বিষয়ে পাইলেন ইতি।

মুনসেফের তগীরের বিষয়ি হুকুমের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এবং জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব অত্যাবশ্যক বুঝিলে সেই এলাকার কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আগামি কোন কৈফিয়ৎ না পাঠাইয়া আপন এলাকার কোন প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন কিম্বা মুনসেফকে সস্পেণ্ড করিতে পারিবেন আর যে বিষয়ে ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেব ঐ প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির তগীরের যাথার্থ্যের নিমিত্তে যদি জজসাহেবের সহিত অনৈক্য হন তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তিনি ঐ বিষয়ে আপন মতের সহিত কমিস্যনরসাহেবের অসম্মতিপত্রের এক নকল বিষয় বুঝিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিয়া পাঠান ইতি।

জজসাহেব সেই এলাকার কমিস্যনরসাহেবের অসম্মতিতে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন কি মুনসেফকে সস্পেণ্ড করিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— এবং রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব ঐ বিষয়ের হেতু লিখিয়া মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের তগীরের নিমিত্তে অনুরোধ করিতে পারিবেন কিন্তু প্রত্যেক এমত অনুরোধ জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের মারফৎ পূর্ব্বে পাঠাইবেন এবং ঐ জজসাহেবের সম্মতি কি অসম্মতি ঐ অনুরোধের সহিত বিষয় বুঝিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান যাইবেক ইতি।

কমিস্যনরসাহেব জজসাহেবের অসম্মতিতে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন কি মুনসেফের তগীরের নিমিত্তে অনুরোধ করিতে পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—প্রধান সদর আমীনেরা আপন২ ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণেতে ঘুষ লইলে কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লইলে কিম্বা অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে ফৌজদারী আদালতে নালিশের যোগ্য হইবেন আর দায়েরসায়েরী আদালতে তাঁহারদের অপরাধ প্রমাণ হইলে মোকদ্দমার ভাব ও প্রকার বুঝিয়া জরীমানা ও কয়েদের হুকুম হইতে পারিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন প্রধান সদর আমীনহইতে কর্ম্মের নির্ব্বাহ কি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কেবল সিরিশ্তায় হওয়াতে কোন কসুর হয় কিম্বা তাহাতে কিছু চুকভুল

প্রধান সদর আমীন ঘুষ লইলে কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লইলে তাঁহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

চুকভুল হয় তবে আদালতে তাহার ধরাধর ও আপত্তি হইতে পারিবেক না বরং প্রধান সদর আমীনদিগের নামে ঘুষ লওনের কিম্বা জবরদস্তী করিয়া কিছু লওনের কিম্বা আপনারদিগের পাওয়া ক্ষমতা দৌরাত্ম্যক্রমে কি হুকুমের অন্য মতে করণের নালিশ হইলে যাবৎ সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের ঐ নালিশ সত্য অনুভব না হয় তাবৎ তাহারদিগ্‌কে আদালতে তলব ও হাজির করিতে পারিবেন না ইতি।

২৭ ধারা।

যে স্থানে এ আইন জারী হইবেক সেখানে প্রবিন্স্যল কোর্টের অধিকার স্থগিত হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে জিলা কি শহরে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই আইনের ২ ধারানুসারের ক্ষমতাপ্রযুক্ত এই আইনের হুকুমসকল জারী করিতে উচিত বুঝিবেন যে তারিখ এই আইন প্রথম জারী করিতে নিরূপিত হইবেক সেই তারিখঅবধি প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলের সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে ঐ জিলা কি শহরের সম্পর্কীয় প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য না করেন্ এবং আপীল না শুনেন্ এবং ঐ তারিখঅবধি ঐ জিলা ও শহরসম্পর্কীয় যে কোন কর্ম্ম কি মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক তাহাতে আপন ক্ষমতা জারী না করেন্ ইতি।

কিন্তু প্রবিন্স্যল কোর্টে ঐ তারিখপর্য্যন্ত যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার নিষ্পত্তি করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল মোকদ্দমা ও আপীল সামান্য কি সরাসরী কিম্বা খাস আপীল সেই জিলা কি শহরহইতে উপরের লিখিত তারিখপর্য্যন্ত প্রবিন্স্যল কোর্টে উপস্থিত হইয়া থাকে প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের দ্বারা ঐ সকল মোকদ্দমাপ্রভৃতির বিচার ও নিষ্পত্তি এবং চূড়ান্ত হুকুম হইবেক যেমত এই আইন সেখানে জারী না হইলে হইত ইতি।

৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমাসকল জিলার জজসাহেবেরা প্রথমতঃ শুনিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে জিলা কিম্বা শহরে এই আইনের হুকুম জারী হইবেক সেই জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে উপরের লিখিত তারিখের পর সংখ্যা কি মূল্যের যে কোন দাওয়ার মোট ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় তাহা প্রথমত উপস্থিত হইবেক চলিত আইনের লিখিত কোন হুকুম তাহার বিপরীত হইলেও তাহাতে নিষেধ হইবেক না ইতি।

২৮ ধারা।

সদর আমীন কি মুনসেফের করা মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে জিলা কি শহরের জজসাহেবেরদের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— মুনসেফ কি সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর আপীল হইলে জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক চলিত আইনের লিখিত কোন হুকুম তাহার বিপরীত হইলেও তাহাতে নিষেধ হইবেক না ইতি।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রধান সদর আমীনের দ্বারা হয় তাহার আপীল জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিকটে হইবেক এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল চলিত আইনের লিখিত যে হুকুম এই বিষয়ে খাটে তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর আপীল জজসাহেবের নিকটে ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রথমতঃ জজসাহেব করেন তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

২৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ আইনের ২ ধারার ও তদনুযায়ি অন্য যে২ হুকুমানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের সমীপে দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দ হইতে পারে ঐ সকল হুকুম এই প্রকরণক্রমে রদ হইল এবং যে সকল স্থানে এই আইন জারী হইবেক সেই সকল স্থানের জজসাহেবের উচিত যে রেজিষ্টরসাহেবের সিরিশ্‌তায় যত মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা উঠাইয়া লইয়া দাওয়ার সংখ্যা ও মূল্য বুঝিয়া যে সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীন এই আইনের হুকুমানুসারে নিযুক্ত হইয়াছে কি হইবেক ঐ সদর আমীন কিম্বা প্রধান সদর আমীনের নিকটে বিচারের নিমিত্তে পাঠান ইতি।

যে সকল হুকুমক্রমে রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে দেওয়ানী মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইতে পারে তাহা রদ হইবার এবং জজসাহেবেরা রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকল তলব করিয়া টাকার সংখ্যামত সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের বিচারের নিমিত্তে পাঠাইবার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল জিলায় এই আইন শীঘ্র জারী করিতে সরকারের মনস্থ নহে সেই সকল জিলায় এই আইন জারীহওনের তারিখে রেজিষ্টরসাহেবের সিরিশ্‌তায় যত মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে এই আইনের লেখা কোন হুকুম রেজিষ্টরসাহেবের প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে হিন্দু ও মুসলমানভিন্ন অন্য কোন লোককে ওকালতী কর্ম্মে বাচনী করিয়া লইতে ও নিযুক্ত করিতে সকল আদালতের জজসাহেবেরা পারিবেন না তাহা এই ধারাক্রমে রদ হইল উত্তর কালে এদেশীয় সমস্ত লোক যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক সকলেই ঐ ওকালতী কর্ম্মের যোগ্য হইবেক ইতি।

এদেশীয় সকল লোক ওকালতী কর্ম্মের যোগ্য হইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সাল ৭ সপ্তম আইন।

উচিত বোধ হইলে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের প্রতি মাজিষ্ট্রেট্ না হইলে তাঁহারদিগের আপনং এলাকার মধ্যে মাসেং জেলখানা খালীকরণের ক্ষমতার্পণের দ্বারা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের ক্লেশ নিবারণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা থাকিবার এবং যে জজসাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব কমিস্যনর না হইয়া জেলখানা খালীকরণের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া যেপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম করিবেন সেপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের প্রতি যে ক্ষমতা ও যে কর্ম্মের ভার থাকিবেক তাহা বিবরণ করিয়া জানাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের তারিখ ১ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ১৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ১১ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ১৮ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১২ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ২৫ জমাদীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগকে রাজস্বসম্পর্কীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যথেষ্ট সময় দিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের লিখিত হুকুমসকল শুধরা যাওয়া এবং অপরাধি ব্যক্তিদিগের মোকদ্দমার বিচার যে প্রকারে শীঘ্র হইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্টকরা আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের কার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত উচিত বোধ হইলে সশন অর্থাৎ জেলখানা খালীকরণের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জিলা ও শহ

রের জজসাহেবদিগকে স শনের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ঐ২ এলাকার জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে দিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

দায়েরসায়ের জজসাহেবের কারণ যে শপথ নিরূপণ আছে সশন জজসাহেবেরা সেই শপথ করিবার এবং যে সকল হুকুম দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের উপর খাটে তদনুসারে উপদেশ গ্রহণ করিবার কথা।

যে সশন জজসাহেবেরা ঐ প্রকারে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা দায়েরসায়েরীর জজসাহেবের কারণ যে শপথ নিরূপণ আছে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সাহেবের সমীপে শপথ করিতে হুকুম করিবেন তাঁহার সমক্ষে সেই শপথ করিবেন এবং যে সকল হুকুম এক্ষণে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের উপর খাটিতেছে এবং যাহা নীচের লিখনানুসারে শুধরা যাইবেক সেই সকল হুকুমমতে ঐ সাহেবেরা উপদেশ পাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবেন সশন জজসাহেবেরা তাহার বিচার করিবার এবং মাসে২ জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম করিবার কথা।

যে সকল অপরাধি ব্যক্তিদিগের মোকদ্দমা স্বীয়২ এলাকার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা সোপর্দ্দ করিবেন তাহা সোপর্দ্দ করিবার পর যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার নিষ্পত্তি সশন জজসাহেবেরা করিবেন এবং প্রতিজিলায় জেলখানা খালীকরণ কর্ম্ম প্রতিমাসে নিদানে একবার হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

মোকদ্দমার বিচার করিতে সশন জজসাহেবেরা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা পাইবার কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উপর কোন হুকুম করিতে ও পোলীসের বিষয়ে হাত দিতে না পারিবার কথা।

সাক্ষিরদিগকে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী করিয়া লওয়া যাইবার বিষয়ের এবং নিজামৎ আদালতে না পাঠাইয়া অপরাধী কি নিরপরাধী করিবার বিষয়ের হুকুম দিবার যে সকল ক্ষমতা এপর্য্যন্ত দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকল ক্ষমতা ঐ প্রকারের নিযুক্ত সশন জজসাহেবেরা পাইবেন কিন্তু ঐ সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে কোন হুকুম করিতে কিম্বা পোলীসের বিষয়ে হাত দিতে পারিবেন না ইতি।

৬ ধারা।

বিচার সমাপ্তি হইলে সশন জজসাহেবেরা হুকুম জারী করিবার কি ঐ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দিবার কথা।

বিচার সমাপ্তি হইলে সশন জজসাহেবেরা অপরাধী কি নিরপরাধী করিবার হুকুম দিবেন কিম্বা কোন মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার যোগ্য হইলে চলিত আইনের যে সকল হুকুম দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের প্রতি এ বিষয়ে খাটিতেছে প্রয়োজন হইলে তদনুসারে তাহা নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

অপরাধ ও নিরপরাধের যে সকল কৈফিয়ৎ এক্ষণে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া থাকেন সশন জজসাহেবেরা ঐ২ কৈফিয়ৎ মাস২ নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দিবেন তদতিরিক্ত অন্য কোন কৈফিয়ৎ ঐ আদালতে পাঠাইতে হইবেক না সময়ের২ রিপোর্ট ও অন্য সকল কৈফিয়ৎ জেলখানার বিষয়ের কি অন্য কোন বিষয়েরি হউক যাহা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের প্রতি চলিত আইন কিম্বা সরকিউলর আডর অর্থাৎ সামান্য হুকুমানুসারে পাঠাইবার আবশ্যক তাহা পোলীসের ও সামান্য বিষয়ের ও ছয়মাসীয়া রিপোর্টসমেত ঐ কমিস্যনরসাহেবই পাঠাইবেন এবং সকল কমিস্যনরসাহেবের প্রতি এই আইনক্রমে পূর্ব্বমত হুকুম আছে যে আপন২ এলাকার মধ্যের সকল জিলার সদর স্থানে সময়ে২ নিদানে বৎসরের মধ্যে দুইবার যাইবেন কিন্তু গমনের তারিখহইতে তিন মাস গত না হইলে পুনরায় যাইবেন না ইতি।

সশন জজসাহেবেরা অপরাধ কি নিরপরাধের কৈফিয়ৎ মাস২ পাঠাইয়া দিবার কিন্তু অন্য সকল কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট কমিস্যনরসাহেবেরা পূর্ব্বমত পাঠাইবার কথা।

৮ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের করা হুকুমসকলের উপর হওয়া আপীল পূর্ব্বমত কমিস্যনরসাহেবের নিকটে করা যাইবেক জিলা কিম্বা শহরের যে জজসাহেবের প্রতি সশনের কর্ম্ম অর্পণ হইবেক ঐ জজসাহেব নিতান্ত ঐ কর্ম্মেতেই নির্দ্দিষ্ট থাকিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের করা হুকুমের উপর আপীল দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের নিকটে হইবার কথা।

৯ ধারা।

কিন্তু উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার যথার্থরূপে বিচারের বিষয়ে আবশ্যকমতে ঐ প্রকারে নিযুক্ত সশন জজসাহেব মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের প্রতি হুকুম করিলে যদি সেই হুকুমমতাচরণ করিতে ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ত্রুটি করেন্ তবে জজসাহেবের প্রতি ক্ষমতা আছে যে অপরাধ কি নিরপরাধের বিবরণপত্রের বেওরা লিখিবার স্থলে কিম্বা স্বতন্ত্র পত্রে পূর্ব্বের বৃত্তান্ত লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠান্ ইতি।

সশন জজসাহেবের করা হুকুমমতাচরণ করিতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ত্রুটি করিলে তাহার বৃত্তান্ত নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

১০ ধারা।

ঐ মত যদি কোন মোকদ্দমার বিচারকরণেতে সশন জজসাহেবের এমত বোধ হয় যে কোন দারোগা কিম্বা পোলীসের পেটাও অন্য কোন আমলা মন্দাচরণ করিয়াছে তবে তাঁহার প্রতি ক্ষমতা আছে যে সেই এলাকার কমিস্যনরসাহেবকে তাঁহার আবশ্যক হুকুমের নিমিত্তে ঐ বিষয় জানান্ এবং তাঁহাকে জানাইবার সম্বাদ নিজামৎ আদালতে পাঠান্ যাহাতে ঐ নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা উচিত বুঝিলে ঐ জ্ঞাপনের বিষয়ে

সশন জজসাহেবেরা পোলীসের পেটাও আমলার মন্দাচরণের বিষয় কমিস্যনরসাহেবকে জানাইবার এবং ঐ সম্বাদ নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

কমিস্যনরসাহেব যাহা করিয়াছেন তাহার রিপোর্ট তাঁহার স্থানে চাহিয়া পাঠাইতে পারেন্ এবং মোকদ্দমার গতিকে আবশ্যক হইলে ঐ বিষয়ের বিশেষ এক রিপোর্ট শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে করেন্ ইতি।

১১ ধারা।

জজভিন্ন সশনের কর্ম্ম করিতে বিশেষরূপে নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারকসাহেবদিগের উপর উপরের লিখিত হুকুমসকল খাটিবার কথা।

যদি কোন এলাকার মধ্যে জিলার জজসাহেবভিন্ন অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব সেই এলাকার কমিস্যনর না হইয়া মোকদ্দমার বিচার করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হন্ তবে তিনি যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন ঐ২ মোকদ্দমার উপর উপরের লিখিত হুকুমসকল খাটিবেক ইতি।

১২ ধারা।

সশন জজের এলাকার মধ্যের নিবাসি কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমাসকল বিচারের নিমিত্তে সদর মোকামের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা ঐ জজসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইনের ২ ধারার লিখিত ক্ষমতাসকল কোন জিলা কি শহরের জজসাহেবের প্রতি অর্পণ হইলে কোন মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যদি ঐ জজসাহেবের এলাকার মধ্যের কোন স্থানে বাস করিয়া থাকেন্ এবং তাঁহার অধিকার সেই জিলায় কি অন্য জিলায় থাকে তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা দায়েরসায়েরী আদালতে বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দকরা সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইবার পর যত শীঘ্র হইতে পারে সদর স্থানের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা জজসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং এই আইনানুসারে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সদর স্থানের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা পাঠান গেলে যেমত তাহার বিচার হইত সেইমত এমত সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

বিশেষ বিধির কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি দূরপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত আবশ্যক বোধ হয় যে যে সকল মোকদ্দমার হেতু জজসাহেবের আপন জিলার সীমার মধ্যে হইয়া থাকে সেই সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণে জজসাহেবের ক্ষমতা ধার্য্য করা যায় কিম্বা উপরের লিখিত মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা পাঠান সকল মোকদ্দমা ঐ জজসাহেবের এলাকাহইতে বাহির করা যায় এবং অন্য জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে বিচারের নিমিত্তে পাঠান যায় কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বাসস্থানে ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেবের উপর নিষ্পত্তির ভার দেওয়া যায় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহার হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

১৩ ধারা।

যে দায়েরসায়েরীর ক

১ প্রথম প্রকরণ।— যে কমিস্যনরসাহেবের প্রতি তাঁহার সচরাচর বাসস্থানের কোন জিলা

জিলা কিম্বা শহরের সদর স্থানের সশনের কর্ম্ম করিবার ভার থাকে তাঁহার প্রতি ক্ষমতা আছে যে সোপর্দ্দকরা সকল মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে সদর মোকামে যেমত সময়ে উচিত বুঝেন্ তাঁহার নিকটে পাঠাইতে সেই জিলা কি শহরের সীমার মধ্যে স্থায়ি মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে হুকুম করেন্ ইতি।

মিস্যনরসাহেবের প্রতি স শনের কর্ম্মের ভার থাকে ঐ সাহেব সোপর্দ্দকরা স কল মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে যেমত সময়ে উ চিত বুঝেন্ মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কে সদর মোকামে পাঠা ইতে হুকুম করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— অবর্ত্তমানতা কিম্বা পীড়া কি অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত সশনের কর্ম্মে নিযুক্ত জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব এক মাসের অধিক কাল মিয়াদে ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে কি এমত জজসাহেব মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ হই য়া মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিয়া থাকিলে ঐ হেতু কি অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে তাঁহাকে নিষেধ থাকিলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আই নের হুকুমানুসারে নিযুক্ত দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বে সর কারের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অনুমতি প্রার্থনা না করিয়া তাঁহারদের এলাকার মধ্যের এমত কোন জিলার জেলখানা খালীকরণ কর্ম্ম যথাসাধ্য বার২ করেন্ ইতি।

সশন জজসাহেব মাসে২ জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম করিতে না পারিলে কিম্বা আপনার দ্বারা সো পর্দ্দকরণপ্রযুক্ত মোকদ্দমা র বিচার করিতে তাঁহাকে নিষেধ থাকিলে দায়েরসা য়েরীর কমিস্যনরসাহেব আপন এলাকার কোন জি লার জেলখানা খালীকরণ কর্ম্ম অনুমতি ব্যতিরেকে করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি কমিস্যনরসাহেবের এলাকার মধ্যের সকল জিলায় না হই য়া এক কি ততোধিক জিলায় এই আইনের হুকুম জারী হয় তবে কমিস্যনরসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে২ জিলার সশনের ভার তাঁহার প্রতি থাকে অন্য২ কর্ম্মের ব্যাঘাত করণব্য তিরেকে ঐ২ জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমাসকল সোপর্দ্দ হইবার পর যত শীঘ্র হইতে পারে নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

যদি কমিস্যনরসাহে বের এলাকার মধ্যের সক ল জিলায় না হইয়া এক কি ততোধিক জিলায় এ আইন জারী হয় তবে যে২ জিলার সশনের ভার তাঁ হার প্রতি থাকে ঐ২ জি লার সোপর্দ্দকরা মোকদ্দ মাসকল যত শীঘ্র হয় নি ষ্পত্তি করিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সাল ৮ অষ্টম আইন।

মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া সরাসরী নালিশ ও দাওয়ার বিচারকরণবিষয়ি চলিত আইনের হুকুমসকল শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের তারিখ ১ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ১৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ১১ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ১৮ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১২ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ২৫ জমাদীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ি নালিশ ও দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে প্রকৃতরূপে হুকুম জারী করিতে আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে সকল হুকুমানুসারে জজসাহেবদিগের সরাসরী নালিশের বিচার করিবার ক্ষমতা আছে তাহা রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইন ও ১৮০০ সালের ৫ আইন ও ১৮০৩ সালের ১৮ আইন ও ১৮১২ সালের ৫ আইন ও ১৮১৩ সালের ৭ আইন ও ১৮১৭ সালের ১৯ আইন ও ১৮২৪ সালের ১৪ আইনের কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের যেং স্থলের হুকুমানুসারে মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ি সরাসরী নালিশ কিম্বা দাওয়া শুনিতে এবং সেই সকল মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবকে বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিতে জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতা আছে ঐ সকল এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

জাবেতামতে নালিশ না

এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কোন জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক না যে

 ইঙ্গরেজী

হইলে উপরের লিখিত প্রকারের কোন দাওয়া গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা জজসাহেবদিগের না থাকিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইন ও তদনুরূপ অন্য কোন আইনানুসারে জাবেতা মতে নালিশ না হইলে উপরের লিখিত প্রকারের কোন দাওয়া গ্রাহ্য করেন্ ইতি।

৪ ধারা।

মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা সরাসরী মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবার এবং জাবেতামতে হওয়া নালিশভিন্ন অন্য নালিশে তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে যেহেতুক আপীল হইতে পারিবেক তাহার এবং তাহাতে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় দাওয়ার সরাসরী নালিশ প্রথমতঃ মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং এমত সকল বিষয়ে তাঁহারদের করা নিষ্পত্তি জাবেতামতে হওয়া নালিশভিন্ন চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু এই হেতুপ্রযুক্ত যে আপীল হইবেক যে ঐ মোকদ্দমাতে আইন খাটিবেক না কেবল সেই হেতুপ্রযুক্ত সেই এলাকার রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের প্রতি ক্ষমতা আছে যে সরাসরী ফয়সলার তারিখঅবধি এক মাসের মধ্যে আপীল হইলে তাহা গ্রাহ্য করেন্ এবং রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবেরা আপীল গ্রাহ্য করিলে এবং ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব করিলে পর আইন না খাটিবার লিখিত হেতু প্রমাণ না হইলে ঐ মোকদ্দমা খরচার সহিত ডিস্‌মিস্ করিবেন কিন্তু যদি এমত বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা সরাসরী নালিশের মত এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে শুনিবার যোগ্য নহে তবে রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবের সরাসরী ফয়সলার অন্যথা করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া চলিত আইনের হুকুমানুসারে যেমত আবশ্যক ও উচিত বুঝিবেন সেইমত হুকুম করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি উপরের লিখিত প্রকারের যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতসকলে উপস্থিত হইয়া থাকিবেক ঐ সকল মোকদ্দমা জিলাসকলের কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ পাঠান যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে নালিশ ঐ সাহেবের করা ফয়সলার তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে গ্রাহ্য হইবার কথা।

যেহেতুক মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়ক্রমে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে নালিশ উপস্থিত হইলে চলিত আইনসকলে এমত কোন মিয়াদ নির্দ্ধারিত নাহি যে ঐ মিয়াদ গত হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না সেইহেতুক এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এমত সকল বিষয়ে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে হওয়া নালিশ মঞ্জুর করিতে কালেক্টরসাহেবের ফয়সলা যাহার উপর হইয়া থাকে তাহাকে ঐ ফয়সলা দিবার কিম্বা দিতে চাহিবার তারিখহইতে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্ধারিত হইল ইতি।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

এই আইনের ৪ ধারার লিখনানুসারে উপরের লেখামত যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক ঐ সকল মোকদ্দমার আরজী ঐ মোকদ্দমার নালিশ জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে হইলে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইত তাহার সিকি মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদী যথার্থরূপে নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য দিতে না পারে কিম্বা যদি কালেক্টরসাহেব অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা মাফ করা উচিত বুঝেন্ তবে কোন মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি রাইয়তের নালিশের আরজী ৷৷০ আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে গ্রাহ্য করিতে তাঁহার প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া সরাসরী নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

৮ ধারা।

যে ব্যক্তিরা মালগুজারীর বাকীর উপর দাওয়া রাখে তাহারদিগ্‌কে জাবেতামতে নালিশ করিতে আশ্বাস দিবার নিমিত্তে এই হুকুম হইল যে এই প্রকার দাওয়ার নালিশ চলিত আইনানুসারে সরাসরীমতে হইতে পারিবার যোগ্য হইলেও তাহা জাবেতামতে উপস্থিত হইলে তাহার আরজী চলিত আইনের নিরূপিত মূল্যের সিকি মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি পূর্ব্বের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের মনস্থে নালিশ হইয়া থাকে তবে তাহাতে এ হুকুম খাটিবেক না কিন্তু ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য দিবার নিমিত্তে যে সকল আইন চলন আছে সেই সকল আইন ঐ মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইতি।

মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে সরাসরীমতে নালিশ হইতে পারিবার যোগ্য হইলেও তাহা জাবেতামতে উপস্থিত হইলে তাহার আরজী নিরূপিত মূল্যের সিকি মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন সরাসরী নালিশের আরজী এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক তাঁহার ক্ষমতা আছে যে সেই আরজীর পিঠে নামঞ্জুরকরণের হুকুম পারসী ভাষায় লিখিয়া ও জাবেতামতে নালিশ করিতে হুকুম করিয়া আরজীদেওনিয়াকে তাহা ফিরিয়া দেন্ এবং আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আরজী জাবেতামতে প্রথমতঃ নালিশ করিলে যেমত গ্রহণ করিতেন সেইমত গ্রাহ্য করেন্ ইতি।

সরাসরী নালিশের আরজীর পিঠে নামঞ্জুরের হুকুম পারসী ভাষায় লিখিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার এবং ঐ আরজী জাবেতামতে হওয়া নালিশের আরজীমত গ্রহণ করিতে আদালতের কার্য্যকারকের প্রতি ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানা কর্ত্তব্য যে রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে কালেক্টরসাহেবের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল উপস্থিত হইলে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে এমত নালিশসকল গ্রাহ্য করিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম করেন্ এবং তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যকরণসম্পর্কীয় স্থানহেতুক কি অন্য কোন হেতুক তাঁহার বিবেচনায় উচিত বোধ হইলে তাঁহাকে অন্য কোন হুকুম দেন্ ইতি।

বিশেষ বিধির কথা।

 ১০ ধারা।

১০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা এইপর্য্যন্ত খাটিবে যেমালগুজারীর দাওয়া উপস্থিত হইলে গত বৎসরে যে মালগুজারী দিয়া থাকে তাহার নিরিখমতে ঐ দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার এবং কোন একরারনামা না থাকিলে বেশীর উপর দাওয়া নামঞ্জুর করিবার কথা।

সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ি চলিত হুকুম শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে সরাসরীমতে কালেক্টরসাহেবেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে সকল ক্ষমতা পাইয়াছেন ঐ সকল ক্ষমতা এইপর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখিবেক যে মালগুজারীর দাওয়া উপস্থিত হইলে গত বৎসর সকলে যে মালগুজারী দিয়া থাকে তাহার নিরিখমত ঐ দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু বেশীর নিমিত্তে লেখা কোন প্রকৃত একরারের দ্বারা তাহা প্রমাণ না হইলে ঐ বেশীর উপর কোন দাওয়া গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মুনসেফ নিযুক্ত হইবেক তাহারা অন্যায়েতে হওয়া ক্রোকের বিষয়ে ক্ষতির দাওয়ার নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা। মুনসেফের দ্বারা ক্ষতির মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে যে সকল নিষেধ আছে তাহা এমত নালিশে না খাটিবার কথা।

মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যেং নালিশ জাবেতামতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যে ক্ষমতা মুনসেফেরা এক্ষণে রাখে তাহার অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মুনসেফ কোনং জিলায় নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ক্ষমতা আছে যে পেটাও রাইয়ত কি অন্য ব্যক্তিরা আপনারদিগের মালের ক্রোক্ এবং কয়েদ নিবারণের ইচ্ছা করিয়া নালিশ করিলে কিম্বা ঐ ক্রোক্ ও কয়েদের নিমিত্তে ক্ষতির দাওয়া করিলে ঐমত দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারায় কিম্বা অন্য কোন আইনে মুনসেফের প্রতি ক্ষতির মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে নিষেধ আছে তাহা এমত নালিশে খাটিবেক না ইতি।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারা শুধরিবার কথা

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার লিখনানুসারে হুকুম হইয়াছে যে যে সকল লোকের মালামাল মালগুজারীর নিমিত্তে ক্রোক্ হইয়া সেই মালগুজারীর দাওয়ার উপর আপত্তি করিতে নালিশ করিবার জন্যে মালজামিন দিবেক তাহা শুধরিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি সমুদয় দাওয়ার উপর আপত্তি না করিয়া কেবল কতক অংশের উপর আপত্তি হয় তবে যাহারদিগের মালামাল ক্রোক্ হইয়া থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই কতক অংশের দাওয়া দিয়া এবং অবশিষ্ট আপত্তির নিমিত্তে মালজামিন দিয়া ক্রোক খালাস করে ইতি।

১৩ ধারা।

সরাসরী মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করি

মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় নালিশের অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত ইহা কর্ত্তব্য বোধ হইলে সকল কালেক্টর

সাহেবের

সাহেবের প্রতি এই আইনানুসারে হুকুম আছে যে সেই এলাকার কমিস্যনরসাহেবের অনুমতি পাইয়া এমত কোন দাওয়া সেই জিলার মধ্যে তহসীলদারের নিকটে এই মন স্থে পাঠাইবেন যে তাহা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করে এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৪ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যে সকল হুকুম এপ্রকার মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ হইলে তাহার উপর খাটিয়াছে সেই সকল হুকুমমতে সকল তহসীলদারেরা আপনং কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবেক ইতি।

বার নিমিত্তে তহসীলদারের নিকটে পাঠাইতে রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের অনুমতিক্রমে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার এবং তহসীলদারেরা ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৪ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল হুকুম কালেক্টরসাহেবের উপর খাটিয়াছে ঐ সকল হুকুমানুসারে উপদেশ পাইবার কথা।

১৪ ধারা।

এক বিষয়সম্পর্কীয় দুই কিম্বা ততোধিক নালিশ ভিন্নং আদালতে হওনপ্রযুক্ত কষ্ট বোধ হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি জজসাহেবের কর্ণগোচর হয় যে এই আইনানুসারে যে কোন বিষয় বিচার্য্য হয় তাহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা আপনার আদালতে কিম্বা আপনার তাবে কোন আদালতে উপস্থিত আছে আর সেই বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবের নিকটে হইয়াছে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার হুকুম দেন্ এবং কালেক্টরসাহেবের উচিত যে দুই নালিশের নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

এই আইনানুসারে গ্রাহ্য এক বিষয়সম্পর্কীয় দুই কি ততোধিক নালিশ হইলে যেং হুকুমমতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৫ ধারা।

ঐ মত যদি কালেক্টরসাহেবের কর্ণগোচর হয় যে যে বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ আপনার নিকটে উপস্থিত আছে সেই বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ পূর্ব্বে জাবেতামতে জজসাহেবের আদালতে হইয়াছে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া জজসাহেবের নিকটে নথী পাঠান্ এবং ঐ জজসাহেব দুই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আপনি করিবেন কিম্বা আপনার তাবে কোন কাছারীতে বিচারের নিমিত্তে পাঠাইবেন ইতি।

যদি কালেক্টরসাহেবের এমত বোধ হয় যে এই আইনানুসারে যে বিষয়ের নালিশ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আছে ঐ বিষয়ের নালিশ জাবেতামতে পূর্ব্বে জজসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া জজসাহেবের নিকটে নথী পাঠাইবার কথা।

১৬ ধারা।

জানান যাইতেছে যে জজসাহেবের এবং তাঁহার অধীন আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে হইতে পারিলে এই আইনানুসারে বিচার্য্য এক বিষয়ের সকল নালিশের মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক কাছারীতে পাঠান্ আর অধীন আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে যদি মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের মোকদ্দমা আপনার আদালতে উপস্থিত হইয়া আছে এবং তাহারা জ্ঞাত হয় যে সেই বিষয়সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা অন্য আদালতে উপস্থিত আছে কি

আদালতের কার্য্যকারকেরা এই আইনানুসারে বিচার্য্য এক বিষয়ের সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তির কারণ এক কাছারীতে পাঠাইতে চেষ্টা করিবার কথা।

কি কালেক্টরসাহেবের নিকটে সরাসরীমতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া নথী জজসাহেবের নিকটে পাঠায় ইতি।

১৭ ধারা।

আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিষয়ে নিষ্পত্তিহওয়া অন্য২ মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে সেই সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ দাখিল হইয়া পড়া যাইবার এবং আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে যে ফয়সলা হইবেক সেই ফয়সলা অন্য সকল মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা। বিশেষ বিধির কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে বিষয়ের মোকদ্দমা এই আইনানুসারে বিচার্য্য হয় তাহার উপর আপীল হইলে যদি জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঐ বিষয়সম্পর্কীয় অন্য কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে তবে সেই সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব হইয়া পড়া যাইবেক এবং আপীলের মোকদ্দমার যে ফয়সলা জারী হইবেক সেই ফয়সলা আপীল না হওয়া অন্য সকল মোকদ্দমাতেও খাটিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত সকল বিষয়েতে যথার্থ সম্বাদ উভয় পক্ষকে দেওয়া যাইবেক যে তাহারা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া প্রত্যেক মোকদ্দমা চালায় ইতি।

১৮ ধারা।

সময়ে২ রিপোর্ট পাঠাইবাতে ও এই আইনমতে অন্য২ কর্ম্মকরণেতে কালেক্টরসাহেবেরা রাজস্বের কমিস্যনর ও সদর বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমক্রমে উপদেশ গ্রহণ করিবার কথা।

এই আইনানুসারের নালিশকরা যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া কিম্বা উপস্থিত হইয়া থাকে সময়ে২ তাহার রিপোর্টকরণেতে এবং সামান্যতঃ এই আইনের হুকুমসম্পর্কীয় অন্য সকল কর্ম্মনির্ব্বাহকরণেতে কালেক্টরসাহেবেরা রাজস্বের কমিস্যনরসাহেব কিম্বা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের দ্বারা উপদেশ পাইবেন ইতি।

১৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার হুকুমসকল কালেক্টরসাহেবদিগের এই আইনমতে করা ফয়সলার উপর খাটিবার কথা।

এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে যে সকল ফয়সলা কালেক্টরসাহেবেরা করিবেন তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার লিখিত হুকুমসকল এই ধারাক্রমে খাটিবেক ইতি।

২০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণে ফয়সলা জারী করিতে যে সকল হুকুম আছে তাহা এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবের করা ফয়সলার উপর খাটিবার কথা।

যে২ মোকদ্দমাতে বিশেষ টাকা কিম্বা কোন খরচা দেনার কি ক্ষতিপুরণের বিষয়ে ফয়সলা হয় সেই সকল ফয়সলা জারীকরণে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের যে২ স্থল সম্পর্ক রাখে তাহা এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের করা ফয়সলাতে সমানরূপে খাটিবেক ইতি।

২১ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণ শুধরিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম

হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনলর বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে কালেক্টরসাহেবের আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবকে অর্পণকরা ক্ষমতা পাইবেন না বিশেষ ক্ষমতা পাইলে তাঁহারা কালেক্টরসাহেবের পাঠান মোকদ্দমাসকল নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন কিন্তু কালেক্টরসাহেব যেমত উচিত বুঝেন্‌ সেইমত ঐ সকল ফয়সলা সর্ব্বদা পুনর্দ্দৃষ্টি করিবেন কিম্বা শুধরিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার আপীল সর্ব্বশেষে এই আইনের ৪ ধারার লেখা হুকুমমতে রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি।

নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে কালেক্টরসাহেবের আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা এই আইনানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে না পারিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সাল ৯ নবম আইন।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের কর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশীঘ্র ও বিলক্ষণরূপে নির্ব্বাহ পাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের তারিখ ১ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ১৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ১১ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ১৮ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১২ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ২৫ জমাদীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের অধীন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের ফয়সলা ও হুকুমসকলের উপর হওয়া আপীলের বাহুল্যপ্রযুক্ত আবশ্যক বোধ হইল যে ঐ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রত্যেক জজসাহেবকে কোন২ বিষয়ে এই নিমিত্তে অধিক ক্ষমতা দেওয়া যায় যে ঐ আদালতের অধীন আদালতসকলের রোয়দাদ ও হুকুম কিম্বা ফয়সলাসকলে যে কোন বেদাঁড়া কিম্বা চুক দেখা যায় তাহা যে কোন প্রকারে ঐ আদালতের সাহেবদিগের জ্ঞাতসার হইলে ত্বরায় শুধরা যায় আর যেহেতুক ইহাও উচিত বোধ হইল যে কোন২ বিষয়ে উকীলদিগের মেহনতানাসম্পর্কীয় যে সকল হুকুম চলিত আছে তাহাও শুধরা যায় এবং যে আদালতে আপীল গ্রাহ্য হইয়া থাকে সেই আদালতে আপীলী মোকদ্দমাসকলের আসল কাগজপত্র পাঠাইবার বিষয়ে যে সকল হুকুম চলন আছে তাহাও শুধরা যায় এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৬ ও ৮ ধারা এবং অন্য সদর দেওয়ানী আদা

যে

লতের প্রত্যেক জজসাহেব বৈঠক করিয়া হুকুম দিতে কি ফয়সলা করিতে পারিবার কথা।

যে কোন চলিত আইন সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের স্বতন্ত্র২ বৈঠককরণের বিষয়ে এবং ঐ আদালতের প্রত্যেক জজসাহেবের ক্ষমতার বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের গ্রাহ্য সকল বিষয়ে ঐ আদালতের প্রত্যেক জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনি একাকী নিরূপিত বৈঠক করিয়া চলিত আইনানুসারে হুকুম দিতে ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে নীচের বেওরাক্রমের কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আচরণ করেন ইতি।

এবং যে ফয়সলার উপর আপীল হইয়া থাকে তাহা পরিবর্ত্ত করিবার যথেষ্ট হেতু না দেখিলে ঐ ফয়সলা বহাল রাখিতে পারিবার কথা।

অথবা দোষ দেখাইয়া তাহা পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে হুকুম জারী করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কোন অধীন আদালতের ফয়সলা কিম্বা হুকুমের উপর হওয়া আপীলী মোকদ্দমার বিচারে কিম্বা আপীলের কোন আরজী শুননিতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেব এমত বোধ করেন্ যে ঐ ফয়সলা কিম্বা হুকুম যথার্থ ও তাহা পরিবর্ত্ত করিবার যথেষ্ট হেতু দেখা না যায় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে তাহা নম্বর বিলি না করিয়া প্রতিবাদিকে তলবকরণব্যতিরেকে আর বিষয়বিবেচনাতে সমুদয় রোয়দাদ পুনর্দ্দৃষ্টি করিয়া কি না করিয়া তাহা বহাল রাখেন্ কিন্তু যদি এক জন জজসাহেব এমত বুঝেন্ যে যে ফয়সলা কি হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে অযথার্থ কিম্বা কোন চলিত আইনের বিরুদ্ধ কিম্বা হিন্দুর শাস্ত্রের ও মুসলমানের শরার মতের কিম্বা অন্য যে কোন শাস্ত্র ঐ বিষয়ে খাটে তাহার বিরুদ্ধ কিম্বা তাহা উপযুক্ত বিচারকরণব্যতিরেকে জারী হইয়াছে কিম্বা তাহা স্পষ্টরূপে মিথ্যা কল্পনামূলক হয় অথবা ঐ বিরোধি বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না রাখে আর উপরের লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা পরিবর্ত্ত কি শুধরিবার যোগ্য হয় তবে ঐ এক জন জজসাহেবের উচিত যে আপীলীমোকদ্দমার রোয়দাদ কি ফয়সলা কিম্বা হুকুমেতে যে সকল বেদাঁড়া ও অবিধি কিম্বা অন্য কোন স্পষ্ট দোষ থাকে তাহা হুকুমনামাতে লিখিয়া যে আদালতহইতে হুকুম কি ফয়সলা জারী হইয়াছে ঐ আদালতের সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং তাহাতে ঐ সাহেবকে তাহা পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে এবং ঐ মোকদ্দমাতে ন্যায় ও আইন মতাচরণ করিতে হুকুম দেন্ ইতি।

আবশ্যকমতে অধীন আদালতের সমস্ত রোয়দাদ কি তাহার কতক অংশ তলব করিতে এক জন জজের প্রতি ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এই আইনমতে বৈঠককরণিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেব অধীন আদালতসকলের রোয়দাদ কিম্বা আবশ্যকমতে তাহার কতক অংশ তলব করিতে পারিবেন এবং আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হুকুম দিবার পুর্ব্বে কোন বিষয়ের বেওরা জানিবার আবশ্যক হইলে বিবেচনামতে ইঙ্গরেজী কিম্বা পারসী ভাষাতে লিখিয়া পাঠাইবার নিমিত্তে হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

বিশেষ বিধির কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কিন্তু জানান যাইছে যে যে ডিক্রী কি হুকুমের উপর আপীল হইয়া থাকে যদি সেই ডিক্রী কিম্বা হুকুম সম্পূর্ণ বিচারের পর জাবেতামতে করা নালিশ কি

আপীলের

আপীলের উপর জারী হইয়া থাকে এবং ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় চূড়ান্ত হুকুমের কেবল মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কিম্বা সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যসম্পর্কীয় ভিন্ন২ মতের কিম্বা সন্দেহ ও আপত্তিবিশিষ্ট শরা ও শাস্ত্রের মতের কিম্বা চলিত কোন আইনের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর থাকে তবে এক জন জজসাহেব সেই ডিক্রী কি হুকুমের অন্যথা কি পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না কিন্তু এমত বিষয়ে যে হুকুম ও ব্যবহার পূর্ব্বাবধি চলিত আছে তদনুসারে ঐ এক জন জজসাহেব উপদেশ গ্রহণ করিবেন কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা শুধরিবাতে এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা হইল যে যদি ইঙ্গরেজী ১৮২৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম মত কোন হেতু দেখেন তবে ঐ এক জন জজসাহেব আপনি খাস আপীল মঞ্জুর করেন ইতি।

এক জন জজসাহেব আপন ক্ষমতাতে খাস আপীল মঞ্জুর করিতে পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— এবং এক জন সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যেপর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় চূড়ান্ত হুকুম না হইবেক সেপর্য্যন্ত যদি অধীন আদালতের ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন ডিক্রী কি হুকুম স্থগিত রাখিতে উচিত বুঝেন তবে তাহা স্থগিত রাখিতে হুকুম করেন ইতি।

এবং চূড়ান্ত হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত ফয়সলা কি হুকুম জারী করিতে স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— কিন্তু পূর্ব্বের প্রকরণের লিখিত কোন হুকুমক্রমে এমত বোধ না হয় যে কোন কঠিন কি ভারি মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে দুই কিম্বা ততোধিক জজসাহেবের দ্বারা তাহার বিচারহওয়া উচিত বুঝিলে আপনার মত লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অন্য জজসাহেবের নিকটে পাঠাইতে এক জন জজসাহেবের প্রতি বারণ আছে ইতি।

কঠিন কি ভারি মোকদ্দমাসকলে এক জন জজসাহেব দুই কিম্বা ততোধিক জজসাহেবের নিকটে আপন মত লিখিয়া মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া ক্ষমতা যথার্থরূপে জারী করিতে ঐ আদালতের সাহেবদিগকে পরাক্রম দিবার নিমিত্তে সকল অধীন আদালতের প্রতি দৃঢ়রূপে হুকুম হইল যে চলিত আইনের যে২ দাঁড়ানুসারে উভয় পক্ষের বিবাদের মূলীভূত বিষয়সকল লেখা আবশ্যক এবং যে হেতুর উপর তাঁহারদিগের ডিক্রী কি হুকুম জারী হইয়া থাকে তাহা লেখা আবশ্যক তদনুসারে কর্ম্ম করেন ইতি।

অধীন আদালতের সাহেবদিগকে দৃঢ়রূপে হুকুম হইল যে উভয় পক্ষের বিবাদের মূলীভূত বিষয় এবং তাঁহারদের করা ফয়সলার হেতু লিখিবার কথা।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২৪ ধারা শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে অপরাধি লোকের মোকদ্দমাব্যতিরেকে মুৎফরক্কার সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা গ্রাহ্য হইবেক না ঐ প্রকার মুৎফরক্কা সকল মোকদ্দমা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী পদের দ্বারা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের নিকটে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের করা হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক আর ঐ সাহেবের করা ফয়সলা

নিজামৎ আদালতে অপরাধি লোকের মোকদ্দমাভিন্ন অন্য মুৎফরক্কা মোকদ্দমাসকল গ্রাহ্য না হইবার কথা।

দেওয়ানী

বিশেষ বিধির কথা।

দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত করা নালিশব্যতিরেকে পরিবর্ত্ত হইতে পারিবেক না কিন্তু এই ধারার লিখিত কোন হুকুমক্রমে এমত বোধ না হয় যে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে কোন মোকদ্দমা জ্ঞাত হইলে চলিত আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন উচিত হুকুম জারী করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বারণ আছে ইতি।

৪ ধারা।

নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের স্বতন্ত্র বৈঠকের বিষয়ে যে সকল হুকুম চলন আছে তাহা শুধরিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের স্বতন্ত্র বৈঠকের বিষয়ে যে২ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ২৭ ধারায় কিম্বা অন্য যে কোন আইনে লেখা আছে তাহা শুধরিবার নিমিত্তে হুকুমসকল নীচে লেখা যাইতেছে ইতি।

এক জন জজসাহেব অপরাধগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে উপকার হইলে ফৌজদারী মোকদ্দমার হুকুম পরিবর্ত্ত কি অন্যথা করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে কোন অপরাধির মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অধীন আদালতের রোয়দাদ পুনর্দৃষ্টি করিয়া যে হুকুম ঐ মোকদ্দমাতে জারী হইয়া থাকে তাহার অন্যথা কি পরিবর্ত্ত করেন যদি সেই অন্যথা কি পরিবর্ত্তক্রমে অপবাদিত ব্যক্তি উপকার অর্থাৎ খালাস কি শাস্তির ন্যূনতা কি অন্য কোন প্রকারে অনুগ্রহ পায় কিন্তু সেই হুকুমক্রমে যে শাস্তি ঐ অপরাধি ব্যক্তির প্রতি হইয়া থাকে তাহার অধিক হইলে তাহার অন্যথা কি পরিবর্ত্ত হইতে পারিবেক না ইতি।

যে সকল মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের ও তাঁহার আদালতের মৌলবীর মত ভিন্ন২ হইবেক তাহাতে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে আসামী কি আসামীদিগের মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়া থাকে ঐ আসামী কি আসামীদিগের সহিত রোয়দাদের যে২ অংশ সম্পর্করাখে কেবল তাহা পুনর্দৃষ্টি করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের প্রকরণের লিখিত অভিপ্রায়ানুসারে এবং নিজামৎ আদালতের কর্ম্ম সুগম ও শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে আরো এই হুকুম হইল যে যদি কোন অপরাধির মোকদ্দমার অন্তর্গত অনেক আসামী হয় এবং এক কি ততোধিক আসামীর শাস্তির কি খালাসের বিষয়ে আদালতের মৌলবীর এবং দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি সশন জজসাহেবের মত ভিন্ন২ হইলে ঐহেতুক সেই মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ হইবার যোগ্য হয় কিন্তু ঐ মোকদ্দমার অন্য সকল আসামীসম্পর্কীয় শাস্তির কি খালাসের হুকুম চলিত আইনানুসারে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি সশন জজসাহেবের ক্ষমতার অধীন হয় তবে নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের কি সাহেবদিগের কেবল ইহা আবশ্যক হইবেক যে যে আসামী কি আসামীদিগের বিষয়ে ঐ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়া থাকে সেই আসামী কি আসামীদিগের সহিত রোয়দাদের যে২ অংশ সম্পর্ক রাখে কেবল সেই২ অংশ পুনর্দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন অতএব এমত বিষয়ে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি সশন জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে আদালতের মৌলবীর মতে ঐক্য হইয়া যে আসামীদিগকে শাস্তি কি খালাসের যোগ্য বুঝিবেন

এমত সকল বিষয়ে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর

বুঝিবেন তাহারদিগের প্রতি যেং হুকুম আপনং বিবেচনাতে উচিত ও ক্ষমতার অধীন বুঝিবেন সেইং হুকুম দেন্ এবং অন্য সকল আসামীদিগের বিষয়ে নিজামৎ আদালতে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবাতে ঐং সাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে মৌলবীর ফতওয়ার অনৈক্যতার হেতু এবং সেই আসামীদিগের অপরাধ কি নিরপরাধসম্পর্কীয় আপনার মতের হেতু বিশেষ করিয়া লেখেন এবং ইহাও কর্ত্তব্য যে যে আসামীদিগের বিষয়ে ঐ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে তথাকার বিচার ও হুকুমের নিমিত্তে সোপর্দ্দ হইয়া থাকে সেই আসামীদিগের সহিত রোয়দাদের এবং সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যের যেং অংশ সম্পর্ক রাখে তাহা আপন রিপোর্টে লিখিয়া নথীর সহিত পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

সাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যদি অপরাধ প্রমাণ কি খালাসের নিমিত্তে নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেব দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি সশন জজসাহেবের মতের সহিত ঐক্য হন্ তবে ঐ এক জন জজসাহেব নিজামৎ আদালতের মুফ্তীদিগের ফতওয়া যে প্রকারের হউক প্রাণদণ্ডব্যতিরেকে তাহাতে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু সর্ব্বদা প্রাণদণ্ডের বিষয়ে পূর্ব্বাপর মত ঐ আদালতের দুই জন জজসাহেবের একবাক্যতার আবশ্যক হইবেক ইতি।

নিজামৎ আদালতের মুফ্তীদিগের ফতওয়া যে প্রকারের হউক এক জন জজসাহেব কমিস্যনরসাহেবের সহিত ঐক্য হইলে প্রাণদণ্ডের হুকুমব্যতিরেকে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি সশন জজসাহেবের বিবেচনাতে আসামীরা খালাসের কি অন্য কোন প্রকার অনুগ্রহের যোগ্য হয় তবে নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা নাহি যে ঐ কমিস্যনর কি সশন জজসাহেবের মতের বিপরীত সেই আসামীর শাস্তির হুকুম দেন্ ইতি।

কিন্তু কমিস্যনরসাহেবের বিবেচনাতে আসামীরা খালাস কি অন্য কোন প্রকার অনুগ্রহের যোগ্য হইলে নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেব কমিস্যনরসাহেবের মতের বিপরীত সেই আসামীর শাস্তির হুকুম দিতে না পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— উপরের লিখিত মোকদ্দমাসকলে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি সশন জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের চূড়ান্ত হুকুম যেপর্য্যন্ত না পাওয়া যায় সেপর্য্যন্ত আদালতের মৌলবীর সহিত একবাক্য হইয়া যে শাস্তির হুকুম দিয়া থাকেন্ তাহা পূর্ব্বমত জারীকরা স্থগিত রাখেন্ যেহেতুক যথেষ্ট হেতু থাকিলে এই আইনের লেখা কোন ধারা কি প্রকরণক্রমে এমত বোধ না হয় যে ঐং মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ পুনর্দৃষ্টি করিতে নিজামৎ আদালতের জজসাহেবের প্রতি বারণ আছে ইতি।

এই ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ হইবেক তাহাতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের চূড়ান্ত হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত শাস্তির কোন হুকুম জারী স্থগিত রাখিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতার বিষয়ে এই আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণেতে যেং হুকুম লেখা গেল ঐং হুকুম নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের প্রতি অর্পণকরা ক্ষমতাতে সমানরূপে খাটিবেক ইতি।

এই আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত হুকুম নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের প্রতি খাটিবার কথা।

 ৫ ধারা।

৫ ধারা।

কোন২ মোকদ্দমাতে রোয়দাদ তলবকরণব্যতিরেকে নিজামৎ আদালতের সাহেবের প্রতি শাস্তি কমাইতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

এবং হুকুম রদ করিবার ও শাস্ত্রসম্মত নূতন হুকুম জারী করিতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

আরো নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে আসামীরা নিজামৎ আদালতে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ না করা গিয়া শাস্তি পাইয়া থাকে তাহারদিগের ফিরিস্তি সামান্য ইঙ্গরেজী বৈঠকে দৃষ্টি করিলে যদি কমিস্যনরসাহেবের আপন রিপোর্টে ঐ আসামীর শাস্তি স্পষ্টরূপে অবিহিত কিম্বা অতিকঠিন বোধ হয় তবে সেই শাস্তি কমান্ আরো নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা বিশেষ হেতু না দেখিলে তাঁহারদিগের এমত সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ তলবকরা আবশ্যক হইবেক না এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে শাস্তির হুকুম কোন শাস্ত্রের কি চলিত আইনের বিপরীত হইয়া থাকিলে সেই হুকুম রদ করেন্ এবং বিধিপূর্ব্বক নূতন হুকুম জারী করিতে কমিস্যনরসাহেবের প্রতি হুকুম দেন্ ইতি।

৬ ধারা।

উপরের লিখিত হুকুম ক্রমে এক জন জজসাহেবের প্রতি যে২ ক্ষমতার্পণ হইল তাহা এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি উপস্থিতথাকা সকল মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।

উপরের লিখিত হুকুমানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের একজন জজসাহেবের প্রতি যে সকল ক্ষমতার্পণ হইল ঐ সকল ক্ষমতা এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিতথাকা সকল প্রকারের মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইতি।

৭ ধারা।

কোন২ মোকদ্দমাতে উকীলেরা আপন২ মওক্কেলের সহিত মেহনতানা নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণ এবং ৩ ধারার ১১ প্রকরণ এবং ঐ সনের ২৭ আইনের ২৪ ও ৩৪ ও ৩৫ ধারার লিখিত হুকুমসকল শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে খাস ও সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে যে সকল দরখাস্ত দাখিল করা যায় এবং অন্য যে সকল বিষয়ে উকীলের মেহনতানা আদালতে আমানৎ করিতে চলিত আইনে কোন হুকুম নাহি এমত সকল বিষয়ে উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ প্রকার দরখাস্ত দাখিল করিতে এবং তৎসম্পর্কীয় অন্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যে মেহনতানা পাইবেক তাহা আপন ২ মওক্কেলের সহিত পরিষ্কার করিয়া লয় ইতি।

ঐ প্রকার মেহনতানা ও কালৎনামাতে লেখা থাকিবার এবং তাহা কোন বিষয়ে জাবেতামত করা নালিশের মেহনতানার মোটের চতুর্থাংশের অধিক না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইচ্ছাপূর্ব্বক কবুলকরা মেহনতানার মোট ওকালৎনামাতে লেখা থাকিবেক আর কোন বিষয়ে জাবেতামতে নালিশ করিলে উকীলেরা যে মেহনতানা পাইতে পারিত তাহার চতুর্থাংশের অধিক হইবেক না ইতি।

যে আদালতে দরখাস্ত

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে আদালতে দরখাস্ত দাখিল করা যাইবেক ঐ আদালতের সাহেব

সাহেব উপরের লিখিত মেহনতানার মোট অনাবশ্যকরূপে অধিক কি অসঙ্গত বোধ হইলে তাহা কমাইবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

করা যাইবেক ঐ আদালতের সাহেব মেহনতানা কমাইতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— এমত বিষয়সকলে কার্য্যকারক সাহেবদিগের অনাবশ্যকরূপে কালক্ষেপহওনের নিবারণের নিমিত্তে উপরের লিখিত প্রকারের মোকদ্দমাসকলে আদালতের সাহেবদিগের উপরের লেখা হুকুমমতে উকীলদিগের পাওনার মোট উসুল করিবার নিমিত্তে কোন হুকুম কি পরওয়ানা জারী করিতে আবশ্যক হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি আদালতের সাহেবের বিবেচনাতে এমত মোকদ্দমার বিষয়ে যে মেহনতানা উকীল পাইবেক তাহা সমুদয় কি তাহার কতক অংশ পক্ষান্তরহইতে আদায়করা উচিত ও আবশ্যক বোধ হয় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে ডিক্রী জারী করিবার হুকুম মত পক্ষান্তরহইতে উসুল করিবার হুকুম দেন ইতি।

উকীল দিগের মেহনতানা উসুলের বিষয়ের কোন হুকুম জারী করিতে আবশ্যক না হইবার কথা।
বিশেষ বিধির কথা।

৮ ধারা।

আপীলী মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদের নথী পাঠাইবার বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৩ধারা এবং ঐ সনের ৬ আইনের ১১ ধারা শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে জিলা কিম্বা শহরের কি প্রবিন্স্যাল কোর্টের জজসাহেবেরা উপস্থিত বিষয়মতে কেবল আসল সওয়াল জওয়াবের কাগজ ও জোবানবন্দী ও দস্তাবেজ যাহা দাখিল করিয়া থাকে তাহা ফিরিস্তিসমেত পাঠাইবেন আর প্রথমতঃ সাক্ষির হাজির করিবার দরখাস্ত ও পরওয়ানা ও নাজিরের কৈফিয়ৎ ও অন্যং নানা প্রকার কাগজপত্র ও রোয়দাদ যাহা আপীলের বিচারের নিমিত্তে আবশ্যক নহে তাহা পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে আদালতে আপীল করা গিয়া থাকে সেই আদালতের সাহেবেরা সর্ব্বদা এমত নানা প্রকার কাগজ দৃষ্টি করিতে উচিত বোধ হইলে তাহা তলব করিতে কিম্বা তাহার নকল দাখিল করিবার নিমিত্তে উভয় পক্ষকে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

আপীলের মোকদ্দমাসকলের নথী পাঠাইবার হুকুম শুধরিবার কথা।
বিশেষ বিধির কথা।

৯ ধারা।

যখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে চারি জন জজসাহেব উপস্থিত থাকিবেন এবং যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে অনেকের সম্মতির অপেক্ষা থাকে সেই মোকদ্দমাতে দুই দিগের মত সমান অর্থাৎ দুই জন জজসাহেবের মত অন্য দুই জন জজসাহেবের মতের বিপরীত হইলে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবেরা বিষয়মতে পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী কিম্বা নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইতে পারিবেন আর ঐ জজসাহেবের উচিত যে সেই

যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে অনেকের সম্মতির অপেক্ষা থাকে তাহা কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবেরা পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের নিকটে

মোকদ্দমার

সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

মোকদ্দমার উভয় পক্ষকে কি তাহারদিগের উকীলদিগ্‌কে তলব না করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক রোয়দাদ দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া আপন মত লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

১০ ধারা।

পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রতি এই আইনের সমস্ত হুকুম খাটিবার কথা।

এই আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের উপর যে মত খাটিবেক পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের উপর সেই মত খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের আইনের মধ্যগত স্থূলং বিষয়।

দায়েরসায়েরী আদালত।
ফৌজদারী মোকদ্দমা।
তামার মুদ্রা।
সদর আমীন।
শসন জজ।
সরাসরী মোকদ্দমা।
সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত।
সদর বোর্ড রেবিনিউ।
তহসীলদার।

ঐ স্থূল বিষয়ান্তর্গত বিষয়সকল।

আলাহাবাদ।	সদর বোর্ড রেবিনিউর বিষয়ান্তর্গত।
মালগুজারীর বাকী।	সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ান্তর্গত।
সামান্য হুকুম।	সশন জজের বিষয়ান্তর্গত।
মালগুজারীর কালেক্টর।	সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ান্তর্গত।
রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর।	সশন জজের বিষয়ান্তর্গত।
পোলীসের দারোগা।	তহসীলদারের বিষয়ান্তর্গত।
তামার মুদ্রার মূল্য।	তামার মুদ্রার বিষয়ান্তর্গত।
জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্।	ফৌজদারী মোকদ্দমার বিষয়ান্তর্গত।
মুসলমানের শরা।	সদর আমীন এবং সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ান্তর্গত।
মুনসেফ।	ঐ ঐ।
নিজামৎ আদালত।	ফৌজদারী মোকদ্দমার বিষয়ান্তর্গত।
আপীলের দরখাস্ত।	সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের বিষয়ান্তর্গত।
উকীলের রসুম।	ঐ ঐ।
সাময়িক রিপোর্ট।	সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ান্তর্গত।
প্রধান সদর আমীন।	সদর আমীন ও সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ান্তর্গত।
রেজিষ্টর।	ঐ ঐ
খাস আপীল।	সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের বিষয়ান্তর্গত।
জিলা চাটিগাঁ।	সদর আমীন ও সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ান্তর্গত।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি।

যেং আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যে আইনের দ্বারা।		
সন	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৮২৫	১৬	৩	২	রদ।	১	০	০
১৮২৯	১	৩	০	স্পষ্টকরণ।	২	০	০
১৮৩০	৫	১১	০	শুধরণ।	৪	০	০
১৮১৪	২৩	১৩।১৭।৭৮	১	রদ।	৫	০	০
১৮১৭	১৯	১২	০	} রদ।	ঐ	০	০
১৮২১	২	৩।৫	১২।২				
১৮১৪	২৪	৫৭।৫৮।৫৯।৮	০				
১৮২৯	১০	১৮	২।২১	} মতান্তরকরণ।	ঐ	০	০
			৫।৯				
১৮১৭	৩	২	০				
ঐ	৪	২	০	} রদ।	ঐ	০	০
১৭৯৪	৮	২	০				
১৮২৪	২৭	৩	৩				
১৭৯৫	১০	০	০				
ঐ	১৬	০	৪				
১৮০৩	৫।৮	০	০	} রদ।	৬	০	০
১৮০৫	৮	০	০				
১৮২৯	১	০	০	মতান্তরকরণ।	৭	০	০

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও স্থগরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি।

যেং আইন মতান্তরইত্যাদিকরা গেল।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৭৯৯	৭	০	০	রদ ও মতান্তরকরণ।	৮	০	০
১৮০০	৫	০	০				
১৮০৩	১৮	০	০				
১৮১২	৫	০	০				
১৮১৩	৭	০	০				
১৮১৭	১৯	০	০				
১৮২৪	১৪	০	০				
১৮২২	৭	২৬।৩৩	০	বৃদ্ধিকরণ।	ঐ	০	০
১৮১০	১৩	৬।৮	০	মতান্তরকরণ।	ঐ	০	০
১৮০৮	৮	৬	০	মতান্তরকরণ।	৯	০	০
১৮১৪	২৫	১৭।৩	০				
ঐ	২৬	২৪	০				
ঐ	২৭	৩৪।৩৫	০				
১৭৯৩	৫	১৩	০	মতান্তরকরণ।	ঐ	০	০
ঐ	৬	১১	০				
১৮২৯	১	৪	০	ঐ।	১০	০	০
ঐ	ঐ	৯	২				
১৮১৭	২০	৪	০	ঐ।	১১		০
১৮১৩	১৭	৭	০				

ফৌজদারী

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার খোলাসা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিষয়।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
বিধানানুসারে না হওয়া কোনং মোকদ্দমা এই আইনানুসারে বিহিত হইবার কথা।	২	২	০
কমিস্যনরসাহেব জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের থাকা মোকামভিন্ন অন্য কোন মোকামে জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম করিতে অনুমতি পাইলে যেপ্রকার কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।	ঐ	ঐ	১
অনুমতি না পাওয়াপর্য্যন্ত বিচারের কারণ যে আসামীদিগের মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়া থাকে তাহারদিগকে কি রোয়দাদ স্থানান্তর পাঠাইতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্দিগকে নিষেধের কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
কমিস্যনরসাহেব অনুমতিপত্রের দস্তখতী নকল মোকদ্দমার নথীতে দাখিল করিবার কথা।	ঐ	ঐ	২
এই বিষয়ের হুকুম জারী থাকনপর্য্যন্ত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল যে কোন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের জিলার জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম অন্য কোন মোকামে ঐ এলাকার মধ্যে করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।	ঐ	৪	০
তামার মুদ্রার বিষয়।			
কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে চলন হইবার নিমিত্তে কোনং ওজনের তামা অর্থাৎ আধ আনা ও ইঙ্গরেজী এক পাই মূল্যের তামার মুদ্রা প্রস্তুত হইবার কথা।	৩	৪।৫	০
সদর আমীনের বিষয়।			
সদর আমীনের বাচনীকরণ বিষয়ি হুকুম। শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এই আইনের হুকুমসকল কোন জিলায় জারী করিতে পারিবার কথা।	৫	২	০
যে সকল মোকদ্দমা মুনসেফদিগের গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৫	০
যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমায় যে সকল বিশেষ হুকুম খাটিবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	০
জিলা চাটিগাঁর মুনসেফদিগের বিষয়ি বিশেষ হুকুম রদ্দ হইবার কথা।	ঐ	৬	১
হিন্দু ও মুসলমানের দেওয়ানী মোকদ্দমা যথার্থরূপে শাস্ত্র ও শরার মতে নিষ্পত্তি করিবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
স্থাবর ধনের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে যে২ হুকুম খাটিবেক তাহার কথা।	৫	৬	৪
যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে নালিশের আরজীলেখা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৮	২
কোন২ বিষয়ে ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক না হইবার কথা। ..	ঐ	৯	ঐ
মুনসেফেরা মাসে২ মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা।	ঐ	১০	০
মুনসেফদিগের করা ডিক্রী জারী করিবার বিষয়ি হুকুমের কথা।	ঐ	১১	০
মুনসেফেরা ইহার পর রসুম না পাইবার এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল তাহারদের মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।	ঐ	১২	০
সদর আমীন নিযুক্ত হইবার বিষয়ি হুকুমের কথা।	ঐ	১৩	০
আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী আপনং তারোপলক্ষে সদর আমীন না হইবার কিন্তু ঐ কর্ম্মের যোগ্য হইবার কথা।	ঐ	১৪	০
যত টাকা ও যেপ্রকার দাওয়ার মোকদ্দমা সদর আমীনের গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।	ঐ	১৫	২
সদর আমীনের হুকুমসকল যেপ্রকারে জারী হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৪
মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল সদর আমীন কি রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম এপর্য্যন্ত চলন ছিল তাহা মতান্তর করা যাইবার কথা।	ঐ	১৬	১
যখন আপীলী মোকদ্দমা অনেক জজসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে তখন তাহার বিশেষ সংখ্যা লিখিয়া প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠাইতে সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতি পাইবার কথা।	ঐ	১৬	২
জজসাহেব আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩
শ্রীযুত নওয়াবগবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে প্রধান সদর আমীন নিযুক্ত করিতে পারিবার ও তাঁহারদের বেতন যেরূপ নিরূপণ হইবেক তাহার কথা।	ঐ	১৭	১।৩
প্রধান সদর আমীন মুক্তিপত্র লিখিয়া দিবার কথা।	ঐ	ঐ	৪

যেং

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার খোলাসা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তর্জমা হয় তাহার খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
দায়েরসায়েরীর জজসাহেব যে শপথ করিতেন সশন জজসাহেব তাহা করিবার এবং তাঁহারদের উপর যে হুকুম খাটিত সশন জজের উপর সেই হুকুম খাটিবার কথা।	৭	৩	০
মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবেন সশন জজ সাহেব তাহার বিচার করিবার এবং মাসেং জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম করিবার কথা।	ঐ	৪	০
মোকদ্দমার বিচার করিতে সশন জজসাহেবেরা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা পাইবার কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের উপর কোন হুকুম করিতে ও পোলীসের বিষয়ে হাতদিতে না পারিবার কথা।	ঐ	৫	০
বিচার সমাপ্তি হইলে সশন জজসাহেবেরা হুকুম করিবার এবং ঐ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দিবার কথা।	ঐ	৬	০
সশন জজসাহেবেরা অপরাধ কি নিরপরাধের কৈফিয়ৎ মাসং পাঠাইয়া দিবার কিন্তু অন্য সকল কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট কমিস্যনর সাহেবেরা পুর্ব্বমত পাঠাইবার কথা।	৭	৭	০
মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের করা হুকুমের উপর দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আপীল হইবার কথা।	ঐ	৮	০
সশন জজসাহেবের করা হুকুমমতাচরণ করিতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা ত্রুটি করিলে তাহার বৃত্তান্ত নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।	ঐ	৯	০
সশন জজসাহেবেরা পোলীসের পেটাও আমলার মন্দাচরণের বিষয় কমিস্যনরসাহেবকে জানাইবার এবং ঐ সম্বাদ নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।	ঐ	১০	০
জজভিন্ন সশনের কর্ম্ম করিতে বিশেষরূপে নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের উপর উপরের লিখিত হুকুমসকল খাটিবার কথা।	ঐ	১১	০
সশন জজের এলাকার মধ্যের নিবাসি কোন মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমাসকল বিচারের নিমিত্তে সদর মোকামের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের দ্বারা ঐ জজসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।	ঐ	১২	১
দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব সোপর্দ্দকরা সকল মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে যেমত সময়ে উচিত বুঝেন সদর মোকামে পাঠাইতে হুকুম করিবার কথা।	৭	১৩	১

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তর্জমা হয় তাহার খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
যখন সশন জজসাহেব এক মাসের নিমিত্তে জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম করিতে না পারেন্ তখন দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে কোন জিলার জেলখানা খালীকরণের কর্ম্ম করিতে পারিবার কথা।	৭	১৩	২
সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়।			
জজসাহেবেরা সরাসরী মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে না পারিবার কথা।	৮	২	০
জাবেতামতে নালিশ না হইলে উপরের লিখিত প্রকারের কোন দাওয়া গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা জজসাহেবদিগের না থাকিবার কথা।	ঐ	৩	০
মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা সরাসরী মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবার এবং জাবেতামতহওয়া নালিশভিন্ন তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।	ঐ	৪	০
রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে যেহেতুক আপীল হইতে পারিবেক তাহার এবং তাহাতে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।	ঐ	ঐ	০
যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।	ঐ	৫	০
মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামত নালিশ ঐ সাহেবের করা ফয়সলার তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে গ্রাহ্য হইবার কথা।	ঐ	৬	০
কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া সরাসরী নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৭	০
মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে সরাসরীমতে নালিশ হইতে পারিবার যোগ্য হইলেও তাহা জাবেতামত উপস্থিত হইলে তাহার আরজী নিরূপিত মূল্যের সিকী মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার কথা।	ঐ	৮	০
সরাসরী নালিশের আরজীর পিঠে না মঞ্জুরের হুকুম পারসী ভাষায় লিখিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার এবং ঐ আরজী জাবেতামত হওয়া নালিশের আরজীমত গ্রহণ করিতে জজসাহেবের প্রতি ক্ষমতা থাকিবার কথা।	ঐ	৯	০
কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা এইপর্য্যন্ত খাটিবেক যে মালগুজারীর দাওয়া উপস্থিত হইলে গত বৎসরে যে মালগুজারী দিয়া থাকে			

তাহার

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
তাহার নিরিখমত ঐ দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার এবং কোন এক রার নামা না থাকিলে বেশীর উপর দাওয়া নামঞ্জুর করিবার কথা।	৮	১০	০
ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মুনসেফ নিযুক্ত হইবেক তাহারা অন্যায়েতে হওয়া ক্রোকের বিষয়ে ক্ষতির দাওয়ার নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।	ঐ	১১	০
সম্পত্তি ক্রোক্ হইলে যদি পাওনা টাকার কিঞ্চিৎ দিয়া অবশিষ্ট বিষয়ের মোকদ্দমাকরণার্থে জামিন দেওয়া যায় তবে ক্রোক্ উঠান যাইবার কথা।	ঐ	১২	০
সরাসরী মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিবার নিমিত্তে তহসীলদারের নিকটে পাঠাইতে রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের অনুমতিক্রমে কালেকটরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার এবং তহসীলদারেরা যে সকল হুকুম কালেক্টরসাহেবের উপর খাটিয়াছে ঐ সকল হুকুমানুসারে উপদেশ পাইবার কথা।	ঐ	১৩	০
এক বিষয়সম্পর্কীয় দুই কি সতোধিক নালিশ হইলে যে২ হুকুম মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	১৪	০
যদি কালেক্টরসাহেবের এমত বোধ হয় যে এই আইনানুসারে যে বিষয়ের নালিশ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আছে ঐ বিষয়ের নালিশ জাবেতামত পুর্ব্বে জজসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া জজসাহেবের নিকটে নথী পাঠাইবার কথা।	ঐ	১৫	০
আদালতের কার্য্যকারকেরা এই আইনানুসারে বিচার্য্য এক বিষয়ের সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তির কারণ এক কাছারীতে পাঠাইতে চেষ্টা করিবার কথা।	ঐ	১৬	০
আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিষয়ে নিষ্পত্তিহওয়া অন্য যে২ মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে সেই সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ দাখিল হইয়া পড়া যাইবার এবং আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে যে ফয়সলা হইবেক সেই ফয়সলা অন্য সকল মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।	ঐ	১৭	০
এই আইনমতে সময়ে২ রিপোর্ট পাঠাইবাতে কালেক্টরসাহেবেরা রাজস্বের কমিস্যনর ও সদর বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমক্রমে উপদেশ গ্রহণ করিবার কথা।	ঐ	১৮	০

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
ফয়সলার বিষয়ে পূর্ব্ব২ আইনে যে২ হুকুম আছে তাহা এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবের উপর খাটিবার কথা।	৮	১৯।২০	০
বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে কালেক্টরসাহেবের আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা এই আইনানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে না পারিবার কথা।	ঐ	২১	০
সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের বিষয়।			
সদর দেওয়ানী আদালতের প্রত্যেক জজসাহেব বৈঠক করিয়া হুকুম দিতে কি ফয়সলা করিতে পারিবার এবং যে ফয়সলার উপর আপীল হইয়া থাকে তাহা পরিবর্ত্ত করিবার যথেষ্ট হেতু না দেখিলে ঐ ফয়সলা বহাল রাখিতে পারিবার অথবা দোষ দেখাইয়া তাহা পুনর্দ্দৃষ্টি করিবার হুকুম জারী করিতে পারিবার কথা।	৯	২	১।২
আবশ্যকমতে অধীন আদালতের সমস্ত রোয়দাদ কি তাহার কতক অংশ তলব করিতে এক জন জজের প্রতি ক্ষমতা থাকিবার কথা।	ঐ	ঐ	৩
এক জন জজসাহেব আপন ক্ষমতাতে খাস আপীল মঞ্জুর করিতে পারিবার এবং চূড়ান্ত হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত ফয়সলা কি হুকুম জারী করিতে স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।	৯	২	৪ ৫
কঠিন কি ভারি মোকদ্দমাসকলে এক জন জজসাহেব দুই কি ততোধিক জজসাহেবের নিকটে আপন মত লিখিয়া মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৬
অধীন আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম হইল যে বিবাদের মূলীভূত বিষয় এবং তাঁহারদের করা ফয়সলার হেতু লিখিবার কথা।	ঐ	ঐ	৭
নিজামৎ আদালতে মুৎফরক্কা মোকদ্দমাসকল গ্রাহ্য না হইবার কথা।	ঐ	৩	০
নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের স্বতন্ত্র বৈঠকের বিষয়ে যে সকল হুকুম চলন আছে তাহা স্থধরিবার কথা।	ঐ	৪	০
যে সকল মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের ও তাঁহার আদালতের মৌলবীর মত ভিন্ন২ হইবেক তাহাতে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা আসামী কি আসামীদিগের সহিত রোয়দাদের যে২ অংশ সম্পর্ক রাখে কেবল তাহা পুনর্দ্দৃষ্টি করিবার কথা।	ঐ	ঐ	০
এমত সকল বিষয়ে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব যাহা করিবেন তাহার এবং নিজামৎ আদালতের মুফ্তীদিগের ফতওয়া যেপ্রকারের হউক এক জন জজসাহেব কমিস্যনরসাহেবের সহিত ঐক্য			

হইলে

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
হইলে প্রাণদণ্ডের হুকুমব্যতিরেকে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবার কিন্তু কমিস্যনরসাহেবের বিবেচনাতে আসামীরা খালাস কি অন্য কোন প্রকার অনুগ্রহের যোগ্য হইলে নিজামৎ আদালতের এক জন জজ সাহেব কমিস্যনরসাহেবের মতের বিপরীত সেই আসামীর শাস্তির হুকুম দিতে না পারিবার কথা।	৯	৪	৩।৪।৫
এই আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত হুকুম নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের প্রতি খাটিবার কথা।	ঐ	ঐ	৭
কোনং মোকদ্দমাতে রোয়দাদ তলবকরণব্যতিরেকে নিজামৎ আদালতের সাহেবের প্রতি শাস্তি কমাইতে ক্ষমতা থাকিবার এবং হুকুম রদ করিবার ও শাস্ত্রসম্মত নূতন হুকুম জারী করিতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।	ঐ	৫	০
উপরের লিখিত হুকুমক্রমে এক জন জজসাহেবের প্রতি যেং ক্ষমতার্পণ হইল তাহা এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি উপস্থিত থাকা সকল মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।	ঐ	৬	০
কোনং মোকদ্দমাতে উকীলেরা আপনং মওক্কেলের সহিত মেহনতানা ধার্য্য করিতে পারিবার এবং ঐ প্রকার মেহনতানা ওকালৎনামাতে লেখা থাকিবার এবং তাহা কোন বিষয়ে জাবেতামত কর্‌্য নালিশের মেহনতানার মোটের চতুর্থাংশের অধিক না হইবার এবং যে আদালতে দরখাস্ত করা যাইবেক ঐ আদালতের সাহেব মেহনতানা কমাইতে পারিবার এবং উকীলদিগের মেহনতানার উসুলের বিষয়ের কোন হুকুম জারী করিতে আবশ্যক না হইবার কথা।	ঐ	৭	০
আপীলের মোকদ্দমাসকলের নথী পাঠাইবার হুকুম শুধরিবার কথা।	ঐ	৮	০
যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে অনেকের সম্মতির অপেক্ষা থাকে তাহা কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবেরা পশ্চিমদেশের সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।	ঐ	৯	০
পশ্চিমদেশের সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রতি এই আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম খাটিবার কথা।	ঐ	১০	০

Index, &c. 1831—12. সমাপ্তঃ।

A True Translation,

G. F. HARVEY,

Acting Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে
ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের যে২ তারিখে যে২ বিষয়ের যে২
আইন জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গ
লা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

---

২ দ্বিতীয় আইন। ১৪ ফেব্রুআরি।

কোনং বিষয়ে ফৌজদারী ও পোলীসের কর্ম্ম সুন্দররূপে চালাইবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১৩ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইনের লিখিত হুকুমসকল বিস্তার করিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ১৩ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ ধারার অর্থ ও অভিপ্রায় স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ৩১ জুলাই।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার নির্ব্বাহকরণে ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরা ভারতবর্ষীয় শিষ্টবিশিষ্ট লোকদিগের সাহায্যাবলম্বনে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার এবং কোনং মোকদ্দমায় মুফ্তীদিগের ফতওয়া মতান্তরকরণের অথবা তাহা না লইয়া কার্য্যকরণের।

৭ সপ্তম আইন। ১৬ অক্তোবর।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের কোনং হুকুম মতান্তর করিবার এবং ঐ আইনের বিষয়ি অন্য কতক হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার।

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

কোন২ বিষয়ে ফৌজদারী ও পোলীসের কর্ম্ম সুন্দররূপে চালাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ১৪ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ৩ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ২৮ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১৩ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ১১ রমজানে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৩ ও ১৫ ধারার ও ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৭ ধারার লিখিত যে সকল হুকুমক্রমে দারোগা ও পোলীসের অন্য২ আমলা সিঁধ কি চুরী হইলে সর্ব্বদা সরেজমীনে যাইয়া তাহার তহকীক করে ঐ সকল হুকুম এবং ঐ আইনের যে২ হুকুমানুসারে ঐ২ আমলার প্রতি কোন২ বিষয়ে অপরাধিদিগকে ধরিবার ক্ষমতার্পণ হইয়াছে ঐ সকল হুকুম শুধরা যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল আর যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৩ ধারাক্রমে বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমাসকলে জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত এবং সদর আমীনদিগকে ক্ষুদ্র২ চুরীকরণের অপরাধিদিগকে পরিশ্রম করিবার হুকুম দিবার ক্ষমতার্পণকরাতে ফৌজদারীর কর্ম্ম তাঁহারদিগের দ্বারা সুন্দররূপে চলিবেক আর যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১৫ ধারার হুকুমানুসারে সদর চৌকীদারী বক্শীদিগের যে মাসিক বেতন এবং নগদ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা চৌকীদারী পোলীসের সিরিশ্তার খরচের নিমিত্তে উপরের লিখিত আইনের হুকুমানুসারে যে মাথোট আদায় করা যায় সেই মাথোটহইতে দেওয়া যাইতে পারিবেক কি না ইহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে এ কারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— পোলীসের আমলার আচরণের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ পোলীসের আমলার

সালের

আচরণের বিষয়ে পূর্ব্বের আইনের যেং হুকুম চলন আছে তাহা শুধরিবার কথা।

সালের ২০ আইনের ১৩ ও ১৫ ধারার ও ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৭ ধারার লিখিত হুকুমসকল নীচের লিখনানুসারে শুধরা যাইতেছে ইতি।

সাদাকাগজে দরখাস্ত দাখিল না হইলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকট হইতে বিশেষ হুকুম না পাইলে শারীরিক হানিহ ওনব্যতিরেকে চুরী কি সিঁধ হইলে দারোগা কি পোলীসের অন্যং আমলা সরেজমীনে যাইয়া তহকীক না করিবার এবং অপরাধের সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে গ্রেফ্তার না করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— শারীরিক হানিহওনব্যতিরেকে চুরী কি সিঁধ হইলে যদি যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে সে ব্যক্তি চোরা জিনিসের অনুসন্ধানকরণের নিমিত্তে কিম্বা অপরাধি কি অপরাধিদিগের দণ্ড করিবার নিমিত্তে দারোগা কি পোলীসের অন্যং আমলার নিকটে সাদা কাগজে দরখাস্ত না করে কি যদি যে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের তাবে ঐ দারোগাপ্রভৃতি থাকে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটহইতে তাহারা ঐ ২ কর্ম্মকরণের নিমিত্তে বিশেষ হুকুম না পায় তবে সেই দারোগা কি পোলীসের অন্যং আমলা ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৩ ও ১৫ ধারার লেখা হুকুমানুসারে সরেজমীনে যাইয়া যে তহকীক্ করিবার আবশ্যক তাহা করিতে এবং ঐ অপরাধকরণের সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে গ্রেফ্তার করিতে পারিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

যেং ব্যক্তির ক্ষুদ্রং চুরীর অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদিগকে শারীরিক শাস্তি ও মিয়াদী কয়েদের অতিরিক্ত পরিশ্রমকরণের দণ্ডের হুকুম দিতে আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৩ ও ৪ ধারার লিখনানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত ও সদর আমীনদিগের প্রতি যেং ক্ষমতার্পণ হইয়াছে এবং ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে প্রধান সদর আমীনদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহা বিস্তার করিবাতে এই হুকুম হইল যে ঐ মৌলবীপ্রভৃতির নিকটে ক্ষুদ্রং চুরীর মোকদ্দমা বিচারের কারণ সোপর্দ্দ হইলে যে ব্যক্তিরদের ঐ অপরাধ প্রমাণ হয় সেই সকল অপরাধিকে উপরের লিখিত আইনক্রমে শারীরিক শাস্তি ও মিয়াদী কয়েদকরণের যে ক্ষমতা আছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমকরণের দণ্ডের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

চৌকীদারী পোলীসের সিরিশ্তার খরচের নিমিত্তে যে মাথোট আদায় হয় তাহাহইতে সদর চৌকীদারী বক্শীদিগের মাসিক বেতন ও নগদ টাকা দেওয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১৫ ধারার বিষয়ে এই নির্দ্ধার্য্য হইল যে সদর চৌকীদারী বক্শীদিগের মাসিক বেতন এবং চৌকীদারী পোলীসের সিরিশ্তার কাগজ লেখাপড়ার সরঞ্জামের খরচের নিমিত্তে যে নগদ টাকা নির্দ্ধারিত আছে তাহা উত্তরকালে ঐং সিরিশ্তার খরচের নিমিত্তে শহর ও নগরহইতে যে মাথোট আদায় হয় তাহাহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইনের লিখিত হুকুমসকল বিস্তার করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ১৩ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ২ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ২৬ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১২ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ৯ শওয়ালে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

ভিন্নাধিকারদেশহইতে দাস ও দাসী আনিতে নিবারণের বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইন জারীহওনের পর ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতার ব্যাপ্য দেশের বাহুল্যহওনপ্রযুক্ত সন্দেহ জন্মিয়াছে যে ঐ আইন জারীহওনের পর সরকারের পাওয়া দেশসকলের কোন দেশহইতে পূর্ব্বের পাওয়া দেশসকলে দাস ও দাসী আনীত হইলে তাহারদের বিষয়ে ঐ আইনের লেখা হুকুম খাটিবেক কি না এই সন্দেহ নিবারণের নিমিত্তে এবং সরকারের শাসিত দেশের এক দেশহইতে অন্য দেশে বাণিজ্যের নিমিত্তে দাস ও দাসী আনয়নের নিতান্ত নিষেধকরণের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইন জারীহওনের পর যে সকল দাস ও দাসী সমুদ্রপথে কি খুশ্‌কীপথে ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের অধীন কোন দেশ কি ভিন্নাধিকারদেশ কি রাজ্যহইতে এক্ষণে যে সকল দেশ কি রাজ্য ফোর্ট উলিয়মের অধিকার হইয়াছে কি পরে হইবেক ঐ সকল দেশে যে তারিখে অধিকার হইয়াছে কি হইবেক ঐ তারিখের পর বাণিজ্যের নিমিত্তে আনীত হইয়াছে কি হইবেক অথবা যাহারা যে সকল দেশ এক্ষণে ফোর্ট উলিয়মের অধিকার হইয়াছে কি পরে হইবেক সেখান

যে সকল দাস ও দাসী বাণিজ্যের কারণ ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের অধীন দেশ কি ভিন্নাধিকারদেশ হইতে ফোর্ট উলিয়মের শাসিত দেশে কি ফোর্ট উলিয়মের শাসিত এক দেশ হইতে অন্য দেশে আনীত

হইতে

হয় তাহারা দাসত্বহইতে মুক্ত হইবার কথা।

হইতে অন্য যে দেশ ফোর্ট উলিয়মের অধিকার এক্ষণে হইয়াছে কি পরে হইবেক ঐ২ দেশে যে তারিখে অধিকার হইয়াছে কি হইবেক ঐ তারিখের পর আনীত হইয়াছে কি হইবেক তাহারা এই আইনক্রমে দাসত্বহইতে মুক্ত হইবেক ইতি।

দাস ও দাসীকরণের নিমিত্তে আনীত পুরুষ ও স্ত্রী কি বালক বিক্রয়করণের শাস্তির কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এ আইন জারী হইলে পর যে সকল লোক কোন পুরুষ ও স্ত্রী কি বালক দাস ও দাসী করিবার কারণ আনিয়াছে এমত জানিয়া তাহারদের ক্রয়বিক্রয় করণের অংশী হইয়াছে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের সমক্ষে ইহা প্রমাণ হইলে তাহারা ৬ ছয় মাসের মিয়াদে কয়েদের এবং তাহারদের সংস্থান ও শক্তি বুঝিয়া ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে আরো ৬ ছয় মাসের মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ ধারার অর্থ ও অভিপ্রায় স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ১৩ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ২ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ২৬ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১২ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ৯ শওয়ালে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ ধারাতে হুকুম আছে যে যদি কেহ এই আইনের ৩৬ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত সরহদ্দসকলের মধ্যে নৌকাপথে কিম্বা খুশ্কীপথে রওয়ানা কিম্বা চালানের অথবা নূতন কিম্বা তবদীলী রওয়ানার কি আৎরাফী রওয়ানার কিম্বা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের নিকট হইতে পাওয়া অন্য বিশেষ রওয়ানার অনুসারে লবণ লইয়া যাইতে উদ্যত হয় ও সেই লবণের পরিমাণ রওয়ানার কি উপরের লিখিত অন্য দস্তাবেজসকলের কোন দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণহইতে বেশী থাকে তবে লবণ ওজন করিয়া যদি বেশী লবণের ওজন রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণের ফিশত মোনে ২।।০ আড়াই মোনের অধিক হয় তবে রওয়ানার লিখিত পরিমাণহইতে যত লবণ বেশী হয় তাহা এবং রওয়ানার লিখিত লবণ বিনাঅনুমতির লবণ জানা যাইয়া ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য হইবেক ও গোমাস্তা কি অন্য যে লোকের হাওয়ালে হইয়া ঐ লবণ যায় সে লোক উপরের লিখিত বিষয় প্রমাণ হইলে যত লবণ রওয়ানার কি উপরের উক্ত অন্য কোন দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণহইতেবেশী হয় তাহার প্রত্যেক মোনের কারণ ১০৲ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক আর যেহেতুক সন্দেহ জন্মিয়াছে যে যদি একহইতে অধিক ভাগে কি নৌকায় লবণ বোঝাই করিয়া লইয়া যায় এবং উপরের উক্ত আইনের ৩৬ ধারার লিখনানুসারে সমুদয় লবণের কারণ যে সামান্য রওয়ানার আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত প্রত্যেক ভাগের কি নৌকার কারণ স্বতন্ত্র২ চালান থাকে এবং যদি রওয়ানার লিখিত পরিমাণহইতে ফিশত মোনে ২৷৷০ আড়াই মোনের অধিক লবণ হেতুবাদ।

পাওয়া

পাওয়া যায় তবে ঐ সমুদয় লবণ কি যে ভাগ কি নৌকার লবণ চালানের লিখিত পরিমাণ হইতে অধিক হয় কেবল তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক এ বিষয়ের সন্দেহ নিবারণকরা আবশ্যক হইল অতএব উপরের লিখিত আইনের ধারার অর্থ ও অভিপ্রায় স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি।

২ ধারা।

মূলের লিখিত বিশেষ বিষয় এবং রওয়ানা নূতন কি তবদীলী অথবা আৎরাফী রওয়ানা কি বিশেষ রওয়ানাভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজক্রমে লবণ লইয়া যাওনের দণ্ডের ক্ষমা না হইবার কথা।

অতএব লবণ জব্দ কি অন্য কোন শাস্তি চালান কি সাহায্যকারি অন্য কোন দস্তাবেজে দৃষ্টি না করিয়া কেবল রওয়ানা প্রভৃতিতে দৃষ্টি করিয়া ধার্য্য হইবার কথা।

লবণ লইয়া যাওনিয়া জাবেতামত চালান লইবার ও তাহা না লইলে তাহার কি অন্য কোন অবিহিত কর্ম্মের কারণ যে শাস্তি নিরূপিত আছে তাহা পাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ ধারার লিখিত কথাসকলের ব্যাখ্যা করিবাতে এই হুকুম হইল যে সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নির্দ্ধারিত চৌকীসকলের সরহদ্দের মধ্যে যে কেহ লবণ লইয়া যায় এবং ঐ লবণের সঙ্গে রওয়ানা নূতন কি তবদীলী রওয়ানা অথবা আৎরাফী রওয়ানা কিম্বা পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটহইতে পাওয়া বিশেষ রওয়ানা থাকে তবে ঐ রওয়ানাপ্রভৃতিক্রমে বিনা অনুমতির লবণ লইয়া যাওনের নিমিত্তে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার ক্ষমা হয় ইহা ভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজক্রমে হয় না কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩৬ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণের লিখিত হুকুমমত ছাড়চিঠীর অনুসারে ১০০ একশত মোনের অধিক না হয় এমত অল্প পরিমাণের লবণ লইয়া যাইতে দণ্ডের যোগ্য হয় না অতএব লবণ জব্দ কি অন্য কোন দণ্ডকরা জাবেতামত চালান কি সাহায্যকারি অন্য যে কোন দস্তাবেজ রাখিতে ও দেখাইতে আবশ্যক তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া কেবল পূর্ব্বের লিখিত দস্তাবেজ অর্থাৎ রওয়ানাইত্যাদিতে দৃষ্টি করিয়া ধার্য্য হইবেক আর যদি ওজন করিয়া লবণ বেশী পাওয়া যাওনহেতুক উপরের লিখিত আইনের ৪১ ধারার লেখা হুকুমানুসারে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক কি না এমত সন্দেহ জন্মে তবে ঐ সমুদয় লবণ রওয়ানা নূতন কিম্বা তবদীলী রওয়ানা অথবা আৎরাফী রওয়ানা কি বিশেষ রওয়ানার লেখা পরিমাণের সমুদয় লবণের সহিত মিলান যাইয়া ঐ সমুদয় লবণ জব্দ হইবেক কিম্বা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু এই আইনের লিখিত কোন হুকুমক্রমে এমত বোধ না হয় যে লবণ লইয়া যাওনিয়ার জাবেতামত চালান লইতে কি তাহা না লওনের কিম্বা অন্য কোন অবিহিত কর্ম্মকরণের নিমিত্তে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা হইতে বারণ আছে ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার নির্ব্বাহকরণে ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরা ভারতবর্ষীয় শিষ্টবিশিষ্ট লোকদিগের সাহায্যাবলম্বনে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার এবং কোন২ মোকদ্দমায় মুফ্তীদিগের ফতওয়া মতান্তরকরণের অথবা তাহা না লইয়া কার্য্যকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ৩১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের ১৭ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ১৯ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ১৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৯ সালের ৪ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ২ রবীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরা তাঁহারদের সম্মুখে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিচারকরণের অর্থে এদেশীয় মান্য লোকদিগের সহায়তা লইয়া কার্য্য করিতে উচিত বোধ হইল এবং কলিকাতা রাজধানীর অন্তঃপাতী যে২ লোক মুসলমানের মতাবলম্বী নহেন্ তাঁহারদের মধ্যে অনেকের মনে এ বিষয়ে খেদ হয় যে মুসলমানের শরার মতে তাঁহারদের মোকদ্দমা চলিতেছে ও শাস্তির হুকুম হইতেছে মধ্যে২ সরকারের যে সকল আইন জারী হইয়াছে তাহাতে এপ্রকার লোকদিগের মোকদ্দমার এরূপে বিচারকরা অনাবশ্যক অতএব ঐরূপ বিচারের মতান্তর হওয়া বড় উপযুক্ত বোধ হইল এবং নিজামৎ আদালতের এক২ জন জজসাহেবের সমক্ষে যে২ ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে মুফ্তীদিগের ফতওয়া অন্যথা করিতে ঐ২ সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে ঐ ক্ষমতাক্রমে ঐ রূপ সমস্ত মোকদ্দমায় ফতওয়ালওনের যে আবশ্যক ছিল তাহা রহিত হইয়াছে এবং তৎসংখ্যক মুফ্তীকে বেতন দিয়া রাখণের যে প্রয়োজন ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

এই আইনানুসারে হুকুম হইল যে এ আইনের ইহার পরের ধারার লিখিত ক্ষমতা এই আইনের পরের

দেওয়ানী

ধারার লিখিত ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে অর্পণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

এবং অর্পণকরা ঐরূপ ক্ষমতা রহিত করিতে উচিত বুঝিলে করিতে পারিবার কথা।

দেওয়ানী আদালতের ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে অর্পণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করিলে তাহা দিতে পারিবেন এবং ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ ক্ষমতানুসারে কোন বিশেষ জিলার কোন বিশেষ মোকদ্দমায় অথবা সামান্যতঃ ঐ কার্য্যকারক সাহেবের সম্মুখে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় এবং তিনি দেশের মধ্যে যে কোন স্থানে নিযুক্ত থাকেন্ সেই স্থানে কার্য্য করিতে পারিবেন কিন্তু জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ রূপ ক্ষমতা রহিত করিতে উচিত বুঝিলে করিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারক সাহেব এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে এদেশীয় মান্য লোকদিগের সহায়তা লইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— প্রথমতঃ উপস্থিত কি আপীলহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করণে উপরের উক্তমত ক্ষমতাপন্ন ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে নীচের লিখিতব্য তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে এদেশীয় মান্য লোকদিগের সহায়তা লইতে পারেন্ ইতি।

পঞ্চাইতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— প্রথমতঃ ঐ সাহেব পঞ্চাইতমতে নির্দ্ধারিত ব্যক্তিদিগকে ঐ মোকদ্দমা অথবা তদ্ঘটিত কোন বিশেষ বিষয়ের বিবেচনার ভার অর্পণ করিতে পারেন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আদালতহইতে স্বতন্ত্র হইয়া তাহা তদন্ত করিয়া তাহার রিপোর্ট করেন্ পঞ্চাইতের লোকদিগের স্থানে যাহা অর্পণ হইবেক তাহা ও তাহার উত্তর লিখিয়া দিতে হইবেক এবং তাহা মোকদ্দমার কাগজের নথীতে গাঁথিয়া রাখিতে হইবেক ইতি।

আসেসরের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— দ্বিতীয়তঃ ঐ সাহেব দুই অথবা ততোধিক লোককে আসেসর অর্থাৎ সহকারী এতাবতা আদালতের মেম্বর নিযুক্ত করিতে পারিবেন তাঁহারদিগকে নিযুক্তকরণের অভিপ্রায় এই যে তাঁহারদের বিবেচনাক্রমে বিশেষতঃ সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লওয়াতে উপকার হইবেক প্রত্যেক আসেসর আপনং মত স্বতন্ত্রং কহিলে পর তাহার বিচার হইবেক এবং কোন আসেসর অথবা ঐ সাহেব ইচ্ছা করিলে আসেসরেরদের বিবেচনার কথা লেখা গিয়া মোকদ্দমার কাগজের নথীতে গাঁথা যাইবেক ইতি।

জুরীর কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— তৃতীয়তঃ কার্য্যকারক সাহেব জুরীর ন্যায় তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ঐ রূপ হইলে তাঁহারা মোকদ্দমার বিচারের সময়ে উপস্থিত থাকিবেন এবং

মোকদ্দমা

মোকদ্দমাহওনসময়ে যে বিষয় তাঁহারদের জিজ্ঞাস্য বোধ হয় তাহা জানাইবেন এবং তাহাতে যদি কোন আপত্তি বোধ না হয় তবে ঐ সাহেব যথাসাধ্য তাঁহারদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সম্বাদপাওনের উদ্যোগ করিবেন এবং বিবেচনাকরণের পর তাঁহারা আপনারদের মত জানাইবেন জুরীর ব্যক্তিরা যেরূপে বাচনী করা যাইবেক এবং কত জন তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহারা যেরূপে আপনারদের মত জানাইবেন এ সকল ঐ আদালতের সাহেব নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— কিন্তু ইহাও স্পষ্টরূপে জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত তিন প্রকরণের লিখিত যে কোন মতে কার্য্যসম্পাদন হউক চূড়ান্ত হুকুমের ভার আদালতের কর্তৃত্বকারি সাহেবের প্রতিই থাকিল ইতি।

এইরূপ হইলেও চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার কর্তৃত্বকারি সাহেবের উপরেই থাকিবার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে সকল ফৌজদারী আদালতে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব অথবা সশন জজসাহেব বৈঠক করেন সেই আদালতে পূর্ব্বোক্ত ধারার হুকুম সকল খাটিবেক কিন্তু সরকারহইতে এ বিষয়ের কোন বিশেষ ক্ষমতা পাওনের আবশ্যক নাই এই আইনের হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক সে সকল মোকদ্দমায় মৌলবীর ফতওয়া লইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু আদালতের সাহেবের ইচ্ছানুসারে ফতওয়া লওয়া কি না লওয়া যাইবেক এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত কোন হুকুম তাহার বিরুদ্ধ থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ফতওয়া না লওয়া গিয়া যে২ মোকদ্দমার বিচার হয় এবং অপরাধির যে অপরাধ সাব্যস্ত হয় যদি সেই অপরাধের শাস্তিকরণের ক্ষমতা বিশেষরূপে আইনানুসারে ঐ২ সাহেবেরে না দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ সাহেব শাস্তির হুকুম না দিয়া নিজামৎ আদালতের বিবেচনাকরণের নিমিত্তে তাহা অর্পণ করিবেন এবং বাহুল্যরূপে আপন রোয়দাদে যে অপরাধ প্রমাণ হইল তাহার নাম ও যে প্রকার ও যেপর্য্যন্ত শাস্তিকরা উচিত এ বিষয়ে পঞ্চাইতের কি আসেসরের অথবা জুরীর এবং আপনার মত লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

উপরের উক্ত হুকুম ফৌজদারী আদালতে খাটিবার কিন্তু সরকারহইতে তদ্বিষয়ি কোন বিশেষ ক্ষমতাপাওনের আবশ্যকতা না হইবার কথা।

এরূপে যে২ মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে মৌলবীর ফতওয়া লওনের আবশ্যক না হইবার কথা।

ফতওয়া না লওয়া গিয়া থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ফৌজদারী মোকদ্দমার বিষয়ে ইহা জানা কর্ত্তব্য যে এ আইনক্রমে যে সকলমতে কার্য্য করিতে হয় তাহার কোন এক মতে কার্য্য হইলে চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার ঐ আদালতের কর্তৃত্বকারি সাহেবের প্রতিই থাকিল কিন্তু ইহাও আবশ্যক যে যদি যে শাস্তির হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে চলিত আইনানুসারে সেই শাস্তির হুকুম দেওনের ক্ষমতা ঐ সাহেবের প্রতি থাকে ইতি।

কর্তৃত্বকারি সাহেবের প্রতি শাস্তির হুকুম করিতে ক্ষমতা থাকিলে ফৌজদারী মোকদ্দমারো চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার তাঁহার প্রতিই থাকিবার কথা।

৫ ধারা।

৫ ধারা।

মুসলমানের মতাবলম্বি ভিন্নেরা মুসলমানের শরার মতে তাঁহারদের মোকদ্দমার বিচার না হওনের জন্যে দাওয়া করিতে পারিবার কথা।

এইং স্থানে জজসাহেব এ আইনের ৪ ধারার লিখিত তিন মতের কোন এক মতানুসারে মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইন ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনে অথবা ঐরূপ যে কোন আইনে নিজামৎ আদালত এবং দায়েরসায়েরী আদালতে ফতওয়াদেওনের হুকুম আছে এবং ঐং আদালতে শাস্তির হুকুম মুসলমানের শরার মতে দেওনের হুকুম আছে তাহা মতান্তর হইবাতে এই হুকুম হইল যে মুসলমানের মতাবলম্বিভিন্ন যে কোন ব্যক্তির সামান্য আইনানুসারে বিচার্য্য কোন অপরাধের মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়া উপস্থিত থাকে সে ব্যক্তি মুসলমানের শরার ফতওয়াক্রমে বিচার না হওনের জন্যে দাওয়া করিতে পারিবেক এবং তাহা হইলে যে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব অথবা যে সশন জজসাহেব ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে বৈঠক করেন্ ঐ সাহেব ঐ আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া এই আইনের ৪ ধারার লিখিত তিন মতের কোন এক মতানুসারে মোকদ্দমার বিচার করিবেন এবং মৌলবীর ফতওয়া ঐ মোকদ্দমায় লইবেন না ইতি।

৬ ধারা।

নিজামৎ আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে ফতওয়া লইতে বা না লইতে পারিবার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৭৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ১২ ধারা ও ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ৭ ধারা ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮৩১ সালের ৬ আইনের ৪ ধারা এবং চলিত অন্য যে কোন আইনে নিজামৎ আদালতের কাজীওলকুজ্জাত অথবা মুফ্তীরদের সংখ্যা ও কর্ম্ম লিখিত আছে তাহা শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে উত্তর কালে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ঐং আদালতের কার্য্যের বাহুল্য অথবা অল্পতা দেখিয়া যত জন মুফ্তী নিযুক্ত করিতে উচিত বুঝিবেন তত জনকে নিযুক্ত করিবেন এবং যে সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের চূড়ান্ত হুকুমের নিমিত্তে অর্পণ হইবেক সেই সকল মোকদ্দমার প্রত্যেক মোকদ্দমায় মুফ্তীর ফতওয়া লওনের আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যে জজ অথবা জজসাহেবদিগের নিকটে এই আইনের ৫ ধারানুসারে যে মোকদ্দমাতে ফতওয়া লইতে নিষেধ আছে তাহাভিন্ন অন্য যে মোকদ্দমা রুবকার হইয়া থাকে তাহাতে ঐ সাহেব কি সাহেবেরা আপনারদিগের বিবেচনানুসারে উচিত ও আবশ্যক বুঝিলে ফতওয়া লইতে বা না লইতে পারিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের কোন২ হুকুম মতান্তর করিবার এবং ঐ আইনের বিষয়ি অন্য কতক হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ১৬ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৯ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ২১ জমাদীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সফলকরণের অর্থে আবশ্যক হইল যে ঐ আইনের লেখা হুকুমক্রমে যে২ রূপে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা যথাসাধ্য প্রকৃতরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং এমত বোধ হইল যে ঐ আইনের লেখা কোন২ হুকুম মতান্তর করিলে উপকার দর্শিবেক এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে অর্পণকরা ক্ষমতাক্রমে যে২ জিলা বা শহরে ঐ শ্রীযুত ঐ আইনের হুকুম চলন করিতে হুকুম দিয়াছেন কি উত্তর কালে দিবেন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারায় প্রবিন্স্যল আদালতের সাহেবদিগের করা ফয়সলার উপর আপীলকরণের যে মিয়াদ অর্থাৎ যে তিন মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে ঐ২ জিলা বা শহরের জজসাহেবের করা ফয়সলার উপর আপীল কি খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিবার অর্থে সেই মিয়াদ নিরূপিত থাকিল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে জিলা আদালতের করা ফয়সলার উপর আপীল তিন মাসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ২ মতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১২ ধারায় জিলা বা শহরের আদালতের জজসাহেবের করা ফয়সলার উপর প্রবিন্স্যল আদালতে আপীলকরণের অর্থে যে তিন মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে প্রধান সদর আমীনের করা ফয়সলার প্রধান সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর আপীল তিন মাসের মধ্যে জজসাহেবের নিকটে করিতে হইবার কথা।

ফয়সলার উপর ঐ মিয়াদের মধ্যে জিলা বা শহরের জজসাহেবের নিকটে আপীল করিতে হইবেক ইতি।

মুনসেফ ও সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর আপীল ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে করিতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— সদর আমীন কি মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলকরণের মিয়াদ পূর্ব্বের মত ৩০ ত্রিশ দিন নিরূপিত থাকিল এই প্রকরণের আপীলকরণের মিয়াদ ও পূর্ব্বের লিখিত দুই প্রকরণের আপীলকরণের নিরূপিত মিয়াদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের লেখা হুকুমানুসারে হিসাব করা যাইবেক ইতি।

পরব মধ্যে পড়িলে উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথা না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে আপীলকরণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মুসলমানের কি হিন্দুর কোন পরব অথবা নির্দিষ্ট বিশ্রামের দিন পড়িলে পূর্ব্বের লিখিত মিয়াদের ন্যূনতা হইবেক না কিন্তু কোন পরব কি বিশ্রামপ্রযুক্ত আদালত বন্দ হইলে যদি সেই দিন পূর্ব্বোক্ত মিয়াদের শেষ দিন হয় তবে পুনরায় আদালত আরম্ভ হইবামাত্র আপেলাণ্ট দরখাস্ত করিলে তাহার কোন অপরাধ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনক্রমে জিলা ও শহরের জজসাহেবের আদালতের সওয়ালজওয়াব ৪৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের *B* চিহ্নিত তফসীলে যে হুকুম আছে যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের আদালতের সওয়ালজওয়াব ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ১০০০৲ এক হাজার টাকার অনধিক সংখ্যা বা মূল্যের দাওয়ার বিষয়ি প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এবং সদর আমীন ও মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলহওয়া মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াবব্যতিরেকে যে২ জিলা বা শহরে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কি উত্তর কালে হইবেক সেই২ জিলা বা শহরের জজসাহেবের আদালতের সমস্ত সওয়ালজওয়াব ৪৲ চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক উপরের বিশেষ করিয়া লেখা দুই প্রকার মোকদ্দমার সমস্ত সওয়ালজওয়াব পূর্ব্বের মত কেবল ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

বিশেষ বিধির কথা।

৪ ধারা।

প্রধান সদর আমীন দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের ভারের যোগ্য হইবার কথা।

দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণবিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৪ আইনের লিখিত হুকুম মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের জজসাহেব উচিত বুঝিলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি পাইয়া দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের ভার সদর মোকামনিবাসি প্রধান সদর আমীনের হাতে দিতে পারিবেন এবং ঐ কার্য্যনির্ব্বাহের অর্থে যে সকল হুকুম এক্ষণে চলন আছে তাহা ঐ প্রধান সদর আমীনের উপর খাটিবেক ও ঐ প্রধান সদর আমীন যত কাল ঐ কর্ম্ম করিতে থাকেন

থাকেন্ তত কাল ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের অর্থে যত রসুম আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পাইবেন ইতি।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৯ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে সাক্ষিরদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে তলবচিঠী জারীকরণের কারণ কোন রসুম দাওয়া করিতে কি লইতে মুনসেফদিগকে নিষেধ আছে এবং ঐ ধারার ৪ প্রকরণক্রমে উভয় বিবাদির মধ্যে কোন ব্যক্তি অথবা তাহার উকীল নিজে তলবচিঠী জারী করিবেক এমত হুকুম আছে কিন্তু ঠিক ঐ হুকুমমতাচরণ করিলে ক্লেশ হইতে পারে এবং সম্প্রতি মুনসেফেরা যে ভারি মোকদ্দমা শুনিতে ক্ষমতা পাইয়াছে ঐ মোকদ্দমাতে বিশেষ ক্লেশ হইতে পারে এপ্রযুক্ত এক্ষণে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ঐ তলবচিঠী বাহির হয় সে ব্যক্তি তাহা নিজে কি অন্য ব্যক্তির দ্বারা জারী না করিয়া যদি এক জন পেয়াদার মারফতে জারী করিতে চাহে তবে মুনসেফের ক্ষমতা আছে যে ঐ বিষয়ের তলবানা লয় ইতি।

যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে হুকুমনামা বাহির হয় তাহার ইচ্ছানুসারে হুকুম জারীকরণের নিমিত্তে মুনসেফেরা তলবানা লইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যে জিলা বা শহরের এলাকার মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কি হইবেক ঐ জিলা কি শহরের জজসাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার মধ্যের মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা দেওয়ানীবিষয়ের হুকুমনামা জারী করিবার নিমিত্তে যেং পেয়াদা নিযুক্ত করিতে চাহেন্ তাহারদের ইসমনবীসী মুনসেফপ্রভৃতির স্থানে তলব করিবেন এবং যত পেয়াদার দরকার তাহা তহকীক করিয়া যেং ব্যক্তিকে এ কর্ম্মকরণের নিমিত্তে উপযুক্ত জানেন্ তাহারদিগকে বাচনী করিয়া তাহারদের নাম ও তাহারদের পিতার নাম ও তাহারদের বয়ঃক্রম ও বাসস্থান ও চেহারা ইসমনবীসীর বহীতে লিখিতে হুকুম করিবেন ইতি।

হুকুমনামা জারীকরণের অর্থে যেং পেয়াদা নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ইসমনবীসী প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এই ধারার হুকুমক্রমে যেং গতিকে উভয় বিবাদির মধ্যে কোন ব্যক্তির দ্বারা হুকুমনামা জারী না হইয়া আদালতের কোন পেয়াদার মারফতে জারী হয় সেইং গতিকে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনদিগকে নিষেধ হইল যে জজসাহেবের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে তাঁহারা উপরের লিখনমতে রেজিষ্টরীকরা পেয়াদাভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না ইতি।

উপরের লিখিত রেজিষ্টরীকরা পেয়াদাভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনদিগকে নিষেধের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— উপরের লিখিত হুকুমক্রমে যেং পেয়াদা নিযুক্ত হইবেক তাহারদের উপর ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৪। ৫। ৬। ৭ প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক ঐং প্রকরণের হুকুমেতে জজসাহেবের আদালতের নাজিরের

ঐং গতিকের তলবানা বিষয়ি হুকুমের কথা।

যেং

যেং কর্ম্ম করিতে হয় তাহা মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা নিজে করিবেক কিন্তু ঐং গতিকে যেঁ তলবানা লওয়া যাইবেক তাহা জজসাহেবের আদালতসম্পর্কীয় তলবানার চারি হিস্যার তিন হিস্যা হইবেক ও ঐ তলবানার কোন হিস্যা মুনসেফেরা নিজে লই বেক না ইতি।

প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা আপনং সিরিশ্তায় নাজির রাখি বার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা আপনং সিরিশ্তার মধ্যে নাজিরনামে খ্যাত আমলা রাখিবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের হুকুম ঐ নাজিরের উপর খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ৪ ধারা রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ৪ ধারায় মুনসেফের নিক টে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা রাজীনামাক্রমে রফা হইলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের ইষ্টাম্পের রসুম ফিরিয়া দিতে নিষেধ আছে তাহা সম্প্রতি রহিত হইল ইতি।

মুনসেফের সমক্ষে রাজীনামাক্রমে মোকদ্দমার রফা হইলে কোনং গতিকে রসুম ফিরিয়া দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে মুনসেফের আদালতে রাজীনামা হইয়া যে মোকদ্দমার রফা হয় তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার ২। ৩ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক ইতি।

৭ ধারা।

সদর আমীন ও মুনসেফেরা আপনং ডিক্রী জারী করিতে ক্ষমতাপন্ন হই বার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারা রদ হইল ও ঐ সালের ৫ আইনের ২২ ধারায় প্রধান সদর আমীনদিগকে আপনারদিগের করা ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐ হুকুম ঐ আইনানুসারে নিযুক্ত মুনসেফ ও সদর আমীনের উপরও খাটিবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে দেওয়ানীবিষয়ি কোন হুকুমনামা জারী করণের অর্থে ঐ কার্য্যকারকেরা উক্ত হুকুমক্রমে আপনং ক্ষমতায় কোন আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারিবেন না ঐ প্রকার কয়েদকরণের হুকুমদেওনের আব শ্যক হইলে যে কার্য্যকারকের দ্বারা আসামী গ্রেপ্তার হইয়া থাকে ঐ কার্য্যকারক তাহা কে কয়েদরাখণের নিমিত্তে যে খোরাকী আমানৎ হইয়া থাকে তাহাসমেত জিলা বা শহরের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জিলা বা শহরের জজসাহেব তাহাকে কয়েদ না করিবার কোন হেতু দেখা যাওনব্যতিরেকে আপন আমলার দ্বারা তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিবার হুকুম দিবেন ঐং গতিকে মুনসেফ বা সদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা বা শহরের জজসাহেব যে হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

মুনসেফ ও সদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জজসাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা।

৮ ধারা।

৮ ধারা।

বারাণসদেশের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ে এক ধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া জাতিভেদ থাকে সে মোকদ্দমায় আসামীর জাতিধর্ম্মানুসারে আর মুসলমান ও হিন্দু উভয় জাতির মোকদ্দমাছাড়া কোন বিলায়ত্তী কি বর্ণান্তরের মোকদ্দমা হইলে তাহাতে ফরিয়াদীর জাতিধর্ম্মক্রমে ফতওয়া কি ব্যবস্থা লন্ তাহা এক্ষণে রদ হইল এবং হক্দারী কি ওয়ারিসী কিম্বা পুণ্যক্রিয়ার সম্পর্কীয় কিম্বা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদিঘটিত যেং মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মধ্যেং উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারার হুকুম এবং তদনুরূপ ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইবার কথা।

যেং গতিকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমের অভিপ্রায় এই যে যে সময়ে ধর্ম্মসম্পর্কীয় যে কোন বিধিক্রমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় সেই সময়ে যে ব্যক্তি ঐ প্রকার ধর্ম্মের মতাবলম্বী নিতান্ত ছিল সেই প্রকার লোকভিন্ন অন্য কাহারু সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না যেহেতুক ঐং লোকদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐং হুকুম দেওয়া যায় এবং অন্যং লোকের স্বত্বহানির নিমিত্তে নহে অতএব দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষেরা ভিন্নং মতাবলম্বী হইলে অর্থাৎ এক পক্ষে হিন্দু হইলে ও অন্য পক্ষে মুসলমান হইলে অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে এক কি ততোধিক পক্ষীয় লোক না হিন্দু না মুসলমান হইলে ঐং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিব্যতিরেকে ঐং লোকের যেং স্বত্ব হইত ঐং স্বত্বের হানি ঐং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিতে হইবেক না এ প্রকার সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে হইবেক কিন্তু স্পষ্ট জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের হুকুমের তাৎপর্য্য এমত নহে যে তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় কি অন্যং দেশীয় ব্যবস্থা চালান যায় অথবা উপরের উক্ত ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে যে কোন হুকুম না হইতে পারে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।

যেং ব্যক্তির উপর উপরের লিখিত আইনের হুকুম খাটিবেক তাহার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী ভিন্নমতালম্বী হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের নিমিত্তে জাবেতামত মোকদ্দমা মূল্য বুঝিয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক ইতি।

ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের অর্থে জাবেতামত যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা শুনিতে পারিবার কথা।

১১ ধারা।

১১ ধারা।

উকীল ও মোখ্তারের রসুমবিষয়ি এবং ঐ রসুম উসুলকরণবিষয়ি হুকুমের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণ মতান্তর হইল এবং মুনসেফের আদালতে যে উকীল ও মোখ্তার সওয়ালজওয়াবকরণের কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগকে দাওয়ার সংখ্যা বা মূল্য বুঝিয়া শতকরা ৫৲ টাকা রসুমের অধিক দিতে এবং আপনং করা ডিক্রীর মধ্যে যেং রসুম লেখা থাকে তাহাভিন্ন অন্য কোন রসুম উসুল করিবার হুকুমনামা জারী করিতে মুনসেফদিগকে নিষেধ হইল ইতি।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলায় চলন হইলে রেজিষ্টরসাহেবের করা ডিক্রীর উপর যেং আপীল হয় তাহার নিষ্পত্তি যে রূপে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলায় চলনহওনের পর অবধি করিয়া ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ১ প্রকরণের লেখা হুকুম বিশেষ ক্ষমতা না পাওয়া রেজিষ্টরসাহেবেরা যে ডিক্রী করিবেন তাহার আপীলের উপর খাটিবেক ইতি।

বিশেষ ক্ষমতাপন্ন রেজিষ্টরসাহেবের করা ফয়সলার উপর যেং স্থানে আপীল হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলা বা শহরে চলন হওনের পরঅবধি করিয়া বিশেষ ক্ষমতাপন্ন রেজিষ্টরসাহেবদিগের করা ফয়সলার উপর জিলা বা শহরের জজসাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক এবং ঐং মোকদ্দমাতে যেং আইন খাটে সেই আইনের হুকুমক্রমে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

জিলার জজসাহেবের করা ফয়সলার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল করিতে হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২৬ ধারা এবং ঐ আইনের ৩০ ধারার ১২ প্রকরণ মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ঐ আইনের নিরূপিত জিলার জজসাহেবেরদের করা ফয়সলার উপর ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন চলনহওনের পরঅবধি করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল করিতে হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকাসম্পর্কীয় সমস্ত মোক

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৬ আইনের ৮ ধারার লিখিত হুকুম মতান্তর হইবাতে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যের নানা জিলার সম্পর্কীয় যে সকল

 আপীল

আপীল কি খাস আপীল উপস্থিত হইয়া থাকে সে সকল আপীল আপেলাণ্টেরদিগের ইচ্ছা হউক কি না হউক পশ্চিমদেশের সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং ঐ পশ্চিমদেশের সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যের যে সকল ডিক্রী এবং হুকুম পূর্ব্বের লিখিত আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বা পরে হইয়াছে সে সকল ডিক্রী ও হুকুম জারীকরণের ভার ঐ আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ করিবেন ইতি।

দমা ঐ আদালতে অর্পণ করিতে হইবার কথা।

১৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার হুকুম স্পষ্ট করা যাইবাতে জানান যাইতেছে যে প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেব ঐ আইনের ঐ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমাভিন্ন জাবেতামত বা মুৎফরক্কা সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারায় সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতার বিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহা স্পষ্ট করা যাইবার কথা।

১৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের এবং ১৮২০ সালের ১ আইনের যেং ভাগে লেখা আছে যে পত্তনী তালুক অথবা বিক্রয়যোগ্য অন্যং অধিকার রেজিষ্টরসাহেব অথবা আকটিঙ্গ রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা অথবা তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ বা মাজিস্ট্রেটসাহেবের দ্বারা নীলাম হইবেক এবং ঐ আইনের যেং ভাগে হুকুম আছে যে ঐ তালুক অথবা বিক্রয়যোগ্য অন্য কোন অধিকার নীলামের পূর্ব্বে যাহাং করিতে হইবেক তাহা এবং ঐ নীলামসম্পর্কীয় অন্যং কর্ম্ম জজসাহেব করিবেন তাহা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে উত্তর কালে সেই সকল নীলাম এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যং কার্য্য মালগুজারীর কালেকটর অথবা ডেপুটী কালেকটরসাহেবের দ্বারা কি কালেকটর বা ডেপুটী কালেকটরসাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্টসাহেবের দ্বারা হইবেক এবং অন্যং সরাসরী মোকদ্দমার উপর ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৪ ধারার হুকুমানুসারে আইন না খাটনহেতুক যেমত রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে সেইমত আইন না খাটনহেতুক এ মোকদ্দমারো উপর ঐ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮২০ সালের ১ আইনানুসারে রেজিষ্টরসাহেব ও জজসাহেবদিগের দ্বারা যেং কার্য্য হইত তাহা রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে এই ধারানুসারে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা যাহা করিবেন তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার হুকুম খাটিবেক ইতি।

এই ধারানুসারের করা কার্য্যের উপর ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার হুকুম খাটিবার কথা।

৩ তৃতীয়

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জজসাহেবেরা যাহা২ করিয়াছেন তাহার অন্যথা না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারীহওনের পরঅবধি করিয়া ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণে যে সরাসরী বিচারকরণের হুকুম আছে জিলা বা শহরের জজসাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক কি না এ বিষয়ের সন্দেহহওয়াতে পুনরায় হুকুম হইতেছে যে এ আইন জারীহওনের পূর্ব্বেও পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণের হুকুমানুসারে জজসাহেবেরা যে সরাসরী বিচার ও হুকুম করিয়াছেন তাহা শেষোক্ত আইনের হুকুমক্রমে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের দ্বারা তাহার বিচার বা নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল বলিয়া অন্যথা হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ধারা ও ১৮২৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের হুকুম জিলা আদালতের মোকামভিন্ন অন্য কোন স্থানে থাকা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের উপর খাটিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ধারা এবং ১৮২৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ২, ও ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুম জিলা বা শহরের আদালতের মোকামভিন্ন অন্য কোন স্থানে থাকা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের অথবা কোন মাজিষ্ট্রেটী বা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটী বা কালেক্টরী অথবা ডেপুটী কালেক্টরী সরহদ্দের এলাকার মধ্যের প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের উপর খাটিবেক ইতি।

১৮ ধারা।

ভারতবর্ষজাত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলায় চলনহওনের পূর্ব্বে সদর আমীনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তি তৎকর্ম্মে বহাল থাকিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারার লিখিত কোন কথাক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের প্রতি ঐ ১৮৩১ সালের ৫ আইন চলন হওনসময়ে ভারতবর্ষজাত ব্যক্তিভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তি সদর আমীনের পদে নিযুক্ত ছিলেন সেই ব্যক্তিকে ঐ আইন চলনহওনের পরও ঐ সদর আমীনের পদে বহাল রাখিতে নিষেধ নাহি এবং ঐ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বা পরে ঐ প্রকার ব্যক্তিরা আদালতসম্পর্কীয় যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা মঞ্জুর ও বলবৎ থাকিবেক ইতি।

VOL. VIII. 284.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৪ আইন রদ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসী ডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবিকে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ১২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৯ সালের ১৩ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ২৬ জমাদীয়ঃ সানীতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক আগামিতে কলিকাতা শহরের হাওয়ালী জিলা ও চব্বিশপরগনা জিলার এলাকা স্বতন্ত্রং থাকা অনুচিত বোধ হইল এবং ঐ দুই জিলা স্বতন্ত্রং থাকাতে যে উপকার হইতেছিল তাহা অন্যপ্রকারে সুন্দররূপে হইতে পারিবেক এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐং হুকুম অতিত্বরায় জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৪ আইন এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৪ আইন রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

চিৎপুর ও মাণিকতলা ও তাজিরাট ও নওহাজারী ও শালিখিয়ার থানা চব্বিশপরগনা জিলার শামিল হইয়া যে সমুদয় এলাকা এই প্রকারে নিরূপিত হইবেক তাহা চব্বিশপরগনা জিলানামে খ্যাত হইবেক ইতি। চিৎপুর ও মাণিকতলা ও তাজিরাট ও নওহাজারী ও শালিখিয়ার থানা চব্বিশপরগনা জিলার শামিল হইয়া ঐ সমুদয় এলাকা চব্বিশপরগনা জিলানামে খ্যাত হইবার কথা।

৪ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি উপরের লিখিত জিলার কিম্বা তাহার নিকটের অন্য কোন জিলার সীমাসরহদ্দের ফেরফার কোন প্রকারেতে করা উচিত বোধ হয় তবে শ্রীযুত উচিত বোধ হইলে মতনের লেখা জিলার সরহ

দের ফেরফার করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমতং বিষয়েতে যে ক্ষমতাক্রমে আচরণ করিয়া থাকেন্ এক্ষণে এ বিষয়েতে তাহা করিতে সেমত ক্ষমতা রাখেন্ না ইহা এই আইনের লিখিত কোন কথাক্রমে বুঝা না যায় ইতি।

Vol. VIII. 286.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের আইনের মধ্যগত স্থূল২ বিষয়।

পোলীসের দারোগা।
দান।
নিমক।
এদেশীয় জুরী ব্যক্তি।
সদর আমীন।
চব্বিশ পরগনা জিলা।

ঐ স্থূল বিষয়ান্তর্গত বিষয়সকল।

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি।

যেং আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৮০৯	৫	০	০	বৃদ্ধিকরণ।	১	০	০
১৮১৩	৮	০	০				
১৮২৩	৫	৬	০				
১৮২৯	৮	০	০				
১৮১৭	২০	১৩।১৫	০	মতান্তরকরণ।	২	০	০
১৮১৮	১২	৭	০				
১৮১১	১০	০	০	বৃদ্ধিকরণ।	৩	০	০
১৮১৯	১০	৪১	০	স্পষ্টকরণ ও শুধরণ।	৪	০	০
১৮০৩	৭।৮	০	০	মতান্তরকরণ।	৬	০	০
১৭৯৩	৯	৭৭	০				
১৮০৮	৮	৭	০				
১৮১৭	৭	৩	০				
১৮৩১	৬	৪	০				
১৮৩১	৫	২	০	মতান্তরকরণ।	৭	০	০
১৮২৯	১০	B চিহ্নিত তফসীল	০				
১৮২৪	৪	০	০	বৃদ্ধিকরণ।			
ঐ	১৩	৩	০				
১৮১৭	৩	৪	০	রদ।			

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও স্তম্ভরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি।

যেং আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৮৩১	৫	১১	০	রদ।			
১৭৯৫	৮	৩	০	ঐ			
১৮৩১	৮	১৯	০				
১৮১৪	২৩	১৫	১২				
১৮১৯	২	৩০	০		৭	০	০
১৮৩১	৬	৮	০	মতান্তরকরণ।			
১৮১৯	৮	০	০				
১৮২০	১	০	০				
১৮১৪	১৪	০	০	রদ।	৮	০	০

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার খোলাসা।

পোলীসের দারোগার বিষয়।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
পোলীসের দারোগার ক্ষমতার হুকুম শুধরা যাইবার এবং সাদা কাগজে দরখাস্ত দাখিল না হইলে কি মাজিস্ট্রেট্ কিম্বা জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটহইতে বিশেষ হুকুম না পাইলে শারীরিক হানি হওনব্যতিরেকে চুরী কি সিঁধ হইলে দারোগা কি পোলীসের অন্য আমলা সরেজমীনে যাইয়া তহকীক না করিবার এবং অপরাধের সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে গ্রেস্তার না করিবার কথা।	২	২	০
যে২ ব্যক্তির প্রতি ক্ষুদ্র২ চুরীর অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদিগকে শারীরিক শাস্তি ও মিয়াদী কয়েদের অতিরিক্ত পরিশ্রমকরণের শাস্তিরহুকুম দিতে আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা পারিবার কথা।	ঐ	৩	০
চৌকীদারী পোলীসের নিরশ্‌তার খরচের নিমিত্তে যে মাথোট আদায় হয় তাহাহইতে সদর চৌকীদারী বক্‌শীদিগের মাসিক বেতন ও নগদ টাকা দেওয়া যাইবার কথা।	ঐ	৪	০
দাসের বিষয়।			
যে সকল দাস ও দাসী বাণিজ্যের কারণ ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের অধীন দেশ কি ভিন্নাধিকারদেশহইতে ফোর্ট উলিয়মের শাসিত দেশে কি ফোর্ট উলিয়মের শাসিত এক দেশহইতে অন্য দেশে আনীত হয় তাহারা দাসত্বহইতে মুক্ত হইবার কথা।	৩	২	১
দাস ও দাসীকরণের নিমিত্তে আনীত পুরুষ ও স্ত্রী কি বালক বিক্রয় করণের শাস্তির কথা।	ঐ	ঐ	২
নিমকের বিষয়।			
মূলের লিখিত বিশেষ বিষয় এবং রওয়ানা নূতন কি তবদীলী অথবা আৎরাফী রওয়ানা কি বিশেষ রওয়ানাভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজক্রমে লবণ লইয়া যাওনের দণ্ডের কথা।	৪	২	০
অতএব লবণ জব্দ কি অন্য কোন দণ্ড চালান কি সাহায্যকারি অন্য কোন দস্তাবেজে দৃষ্টিনাকরিয়া কেবল রওয়ানাপ্রভৃতিতে দৃষ্টি করিয়া ধার্য্য হইবার কথা	ঐ	ঐ	০
লবণ লইয়া যাওনিয়া জাবেতামত চালান লইবার ও তাহা না লইলে তাহার কি অন্য কোন অবিহিত কর্ম্মের কারণ যে শাস্তি নিরূপণ আছে তাহা পাইবার কথা।	ঐ	ঐ	০

এদেশীয় জুরী ব্যক্তির বিষয়।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
দেওয়ানী আদালতের ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে নীচের লিখিতব্যমত ক্ষমতার্পণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর ক্ষমতা রাখিবার এবং অর্পণকরা ঐরূপ ক্ষমতা রহিত করিতে উচিত বুঝিলে রহিত করিতে পারিবার কথা।	৬	২	০
দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারক সাহেবেরা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে এদেশীয় মান্য লোকদিগের পঞ্চাইতের ন্যায় বা আসেসরের ন্যায় বা জুরীর ন্যায় সহায়তা লইতে পারিবার কিন্তু এরূপ হইলেও চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের উপরেই থাকিবার কথা।	ঐ	৩	০
উপরের লিখিত হুকুম ফৌজদারী আদালতে খাটিবার কিন্তু সরকা রহইতে ঐ বিষয়ের কোন বিশেষ ক্ষমতা পাওনের আবশ্যকতা না হইবার এবং এরূপে যেং মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে বিশেষ গতিকে মৌলবীর ফতওয়া লইবার আবশ্যকতা না হইবার কিন্তু কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের প্রতিই চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার থাকিবার কথা।	ঐ	৪	০
মুসলমানের মতাবলম্বিভিন্নেরা মুসলমানের শরার মতে তাহারদের মোকদ্দমার বিচার না হওনের জন্যে দাওয়া করিতে পারিবার এবং ঐং গতিকে জজসাহেব যে রূপে মোকদ্দমার বিচার করিবেন তাহার কথা।..	ঐ	৫	০
নিজামৎ আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে ফতওয়া লইতে বা না লইতে পারিবার কথা।	ঐ	৬	০
সদর আমীনপ্রভৃতির বিষয়।			
জিলা আদালতের করা ফয়সলার উপর ৩ তিন মাসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে হইবার এবং প্রধান সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর ৩ তিন মাসের মধ্যে জজসাহেবের নিকটে আপীল করিতে হইবার এবং মুনসেফ ও সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর ৩০ ত্রিশদিনের মধ্যে আপীল করিতে হইবার কথা।	৭	২	১।২।৩
পরব মধ্যে পড়িলে উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথা না হইবার কথা।	ঐ	ঐ	৪
জিলা ও শহরের জজসাহেবের আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া			

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
বিশেষ ক্ষমতাপন্ন রেজিষ্টরসাহেবের করা ফয়সলার উপর যেং স্থানে আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা।	৭	১২	২
জিলার জজসাহেবের করা ফয়সলার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে খাসআপীল করিতে হইবার কথা।	ঐ	১৩	০
পশ্চিমদেশের সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকাসম্পর্কীয় সমস্ত মোকদ্দমা ঐ আদালতে অর্পণ করিতে হইবার কথা।	ঐ	১৪	০
সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতার বিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহা স্পষ্ট করা যাইবার কথা।	ঐ	১৫	০
ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮২০ সালের ১ আইনানুসারে রেজিষ্টরসাহেব ও জজসাহেবদিগের দ্বারা যেং কার্য্য হইত তাহা রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা।	ঐ	১৬	১
ভারতবর্ষজাত ব্যক্তিভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলায় চলন হওনের পূর্ব্বে সদর আমীনের পদে নিযুক্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি তৎকর্ম্মে বহাল থাকিতে পারিবার কথা।	ঐ	১৮	০
চব্বিশপরগনা জিলার বিষয়।			
কলিকাতা শহরতলীর ৫ পাঁচ থানা চব্বিশপরগনা জিলার শামিল হইবার কথা।..	৮	৩	০
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ জিলা সরহদ্দের ফেরফার করিতে পারিবার কথা।	ঐ	৪	০

Index, &c. 1832—7. সমাপ্তঃ।

A True Translation,

G. F. HARVEY,

Acting Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে
ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের যে২ তারিখে যে২ বিষয়ের যে২
আইন জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা
তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ৫ ফেব্রুআরি।

আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর এলাকার মধ্যে যেং দেশ আছে ঐ দেশের পরমিট ও শহরের মামুলের কর্তৃত্ব ঐ বোর্ডে অর্পণ করিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ১৫ মার্চ।

প্রবিন্স্যাল আপীল আদালত উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে অর্পণ করিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ৩ মাই।

যে বন্দুয়ানেরদিগের প্রতি পরিশ্রমকরণের দণ্ডাজ্ঞা হইয়া রাস্তাতে অথবা সরকারী এমারতে সরকারের নিযুক্তকরা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের অথবা তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবেরদের অধীনে কার্য্য করিতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারদিগকে অতিদৃঢ়রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার এবং তত্ত্বাবধারক সাহেবেরা ঐ বন্দুয়ান ও তাহারদের তৈনাতী সৈন্যেরদিগকে উপযুক্তরূপে শাসন করিতে পারিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ১৩ মাই।

ঢাকা শহরের এলাকা ও ঢাকা জলালপুর জিলা লইয়া এক জিলা করিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ৩ জুন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের কতকং রদ করিবার এবং সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়ে অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৭ সপ্তম আইন। ১৩ জুলাই।

ফরুরোখাবাদী টাকার ওজন পরিবর্ত্ত করিয়া মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর তাবে দেশের চলিত টাকার সঙ্গে ঐ টাকার সমতা করিবার এবং কলিকাতার সিক্কা টাকার ওজন নিরূপণ করিবার এবং সমস্ত হিন্দুস্থানে ব্যবহারহওনার্থে যাহা অন্য সকল ওজনের মূল হইবেক এমত এক ওজন নিরূপণ করিবার।

৮ অষ্টম

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

৮ অষ্টম আইন। ২৬আগস্ত।

জিলা ও শহরের আদালতে যে এক জন জজ নিযুক্ত আছেন তাঁহার অতিরিক্ত এক কি তাহাহইতে অধিক জজ মধ্যে২ নিযুক্ত করিবার।

৯ নবম আইন। ৯ সেপ্তেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন এবং ১৮২৮ সালের ৪ আইনের কতক২ মতান্তর করিবার এবং উপরের লিখিত ২ দুই আইনের হুকুমক্রমে রেবিনিউর যে কার্য্যকারক সাহেবেরা বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন তাঁহারদের বিবেচনায় নানা বিষয় খাতিরজমারূপে অতিত্বরায় নিষ্পত্তি পাইবার এবং গ্রামের হিসাব অবশ্য দাখিল করিবার এবং রেবিনিউসম্পর্কীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দিবার এবং মালিকানার দাওয়ার বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার প্রকৃতার্থ জানাইবার।

১২ দ্বাদশ আইন। ৪ নবেম্বর।

আদালতের উকীলদিগকে বাচনীকরণ ও নিযুক্তকরণ ও মেহনতানাদেওনের বিষয়ি চলিত আইনের কতক২ হুকুম মতান্তর করিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ২ দিসেম্বর।

রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া দিবার এবং এক্ষণে রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কএক প্রদেশের তত্ত্বাবধারণকরণের বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

G. F. HARVEY,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ১ প্রথম আইন।

আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর এলাকার মধ্যে যেং দেশ আছে ঐং দেশের পরিমিট ও শহরের মাসুলের কর্তৃত্ব ঐ বোর্ডে অর্পণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৫ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের ২৫ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ১ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২৬ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৯ সালের ১ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ১৪ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক উচিত বোধ হইল যে পরিমিট ও শহরের মাসুলের বিষয়ে যে পরাক্রম ও ক্ষমতা কলিকাতার পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগেরে অর্পণ হইয়াছে আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর তাবে যেং দেশ হইয়াছে ঐং দেশসম্পর্কীয় পরিমিট ও শহরের মাসুলের বিষয়ে আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে সেই ক্ষমতা অর্পণ করা যায় এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐং হুকুম জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯। ১০ আইনের কতক ভাগ ও ১৮২৬ সালের ৯ আইন ও অন্যং আইন মতান্তর করা যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ১০ আইন ও ১৮৩২ সালের ৫ আইনানুসারে যেং দেশ রেবিনিউসম্পর্কীয় আলাহাবাদের সদর বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছে ঐং দেশসম্পর্কীয় পরিমিট ও শহরের মাসুলের কর্তৃত্ব পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগেরে অর্পণ করিবার বিষয়ে যেং হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ ও ১০ আইন এবং ১৮২৬ সালের ৯ আইন ও চলিত অন্য যেং আইনে লেখা আছে ঐং হুকুম নীচের লিখনক্রমে মতান্তর করা গেল ইতি।

৩ ধারা।

যেং দেশ রাজস্বসম্পর্কীয়

সুবে বারাণসদেশ ও দত্ত ও জয়করা দেশে এবং যে দেশ ইহার পূর্ব্বে দিল্লীর প্রধান

আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছে ঐ২ দেশের পরিমিট ও শহরের মামুলের কর্ত্তৃত্ব ঐ বোর্ডে অর্পণ হইবার ও ঐ২ দেশের পরিমিট ও শহরের মামুলের বিষয়ে কলিকাতার পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের আর কোন ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

কমিস্যনরসাহেবের তাবে ছিল ঐ দেশে এবং কুমাউ ও সাগর ও নর্ম্মদা দেশে এ আইন জারীহওনের তারিখহইতে আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি ঐ২ দেশসম্পর্কীয় পরিমিট ও শহরের মামুলের বিষয়ি সাধারণ কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণের ক্ষমতা হইবেক এবং রাজস্বের ঐ২ দেশসম্পর্কীয় মামুল তহসীলের নিমিত্তে যে সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন এবং উপরের লেখা ঐ সকল দেশের মধ্যের পরিমিট ও শহরের মামুলের বিষয়ে কলিকাতার পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের আর কোন ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

প্রবিন্স্যাল আপীল আদালত উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে অর্পণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ১৫ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ৪ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৯ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ২২ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে ঐ আইনের হুকুম যে জিলা বা শহরে চলন হইয়াছে ঐ জিলা কি শহরের আদালতের ফয়সলার উপর আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে প্রবিন্স্যাল আদালতের সাহেবদিগকে নিষেধ হইয়াছে অতএব কোন এলাকার সমস্ত জিলায় পূর্ব্বের লেখা আইন চলন হইলে ঐ এলাকার প্রবিন্স্যাল আদালতরাখণের এইমাত্র আবশ্যক যে ঐ আদালতে মুলতবী থাকা মোকদ্দমাঘটিত বিষয়সকলের নিষ্পত্তি ঐ আদালতের দ্বারা হয় কিন্তু বর্ত্তমান অন্য২ আদালতের দ্বারা মুলতবীথাকা ঐ২ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবার অর্থে এবং প্রবিন্স্যাল আদালত থাকিবাতে সরকারের যে খরচ হইতেছে তাহা রহিত করিবার অর্থে প্রবিন্স্যাল আদালত উঠাইয়া দিতে এবং ঐ২ প্রত্যেক আদালতের সমক্ষে উপস্থিত হওয়া মুলতবী কার্য্যের নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে সুনিয়ম ধার্য্য করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের প্রতি ক্ষমতার্পণবিষয়ি নীচের লিখিতব্য হুকুম জারী হইল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ নীচের লিখনক্রমে মতান্তর হইল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ মতান্তর হইবার কথা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোন প্রবিন্স্যাল আদালতে যে সকল মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়া প্রবিন্স্যাল আদালতে স

হইয়া আছে এবং আপীলব্যতিরেকে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাঘটিত যেং মুৎফরক্কা কার্য্য ঐ আদালতে উপস্থিত হইয়া আছে এবং প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণে ঐ আদালতের ক্ষমতাঘটিত সামান্যতঃ যেং কার্য্য ঐ আদালতে উপস্থিত হইয়া আছে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৮ ধারার হুকুমানুসারে যে জিলা বা শহরের আদালতে মোকদ্দমাসকলের শুননি হইত সেই জিলা বা শহরের আদালতে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইলে উপরের লেখা ঐ মোকদ্দমাসকলের তজবীজের ভার অর্পণ হইবেক এবং এই প্রকরণানুসারে যে জিলা বা শহরের আদালতে যে কোন মোকদ্দমা অর্পণ হইবেক সেই আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৭ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যেমত প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন সেইমত এ মোকদ্দমারো নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা বা বিষয়সম্পর্কীয় যেং প্রিসেপ্ট অথবা হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে প্রবিন্স্যল আদালতের নামে পাঠান গিয়াছে যে জিলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দমা কি বিষয়ের সম্পর্ক থাকে প্রবিন্স্যল আদালতহইতে ঐ জিলা বা শহরের আদালতে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হউক কি না হউক ঐ প্রিসেপ্ট বা হুকুমনামা অর্পণ করা যাইবেক এবং যে আদালতের সাহেব ঐ প্রিসেপ্ট কি হুকুমনামা পাইবেন ঐ সাহেব তাঁহার নামে তাহা লেখা গেলে যেমত তাহা জারী করিতেন সেই মত এপ্রকার প্রিসেপ্ট কি হুকুমনামাও জারী করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম প্রবিন্স্যল আদালতের এলাকার তাবে সমস্ত জিলায় চলন হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে দাঁড়ামত জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীসাহেবের দস্তখৎকরা হুকুমক্রমে ঐ প্রবিন্স্যল আদালত উঠাইয়া দিতে পারিবেন এবং উঠাইয়া দেওনের এস্তেহারনামা ঐ এলাকার সমস্ত মুনসেফের এবং জিলা বা শহরের কাছারীতে লট্‌কাইয়া রাখিতে হইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতে তাহা জানান যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

প্রবিন্স্যল আপীল আদালত উঠাইয়া দেওনের তারিখে যে সকল সামান্য কিম্বা খাস অথবা সরাসরী আপীল এবং খাস আপীল গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে অথবা পুনর্ব্বিচারকরণের বিষয়ে যে সকল দরখাস্ত এবং আপীল আদালতউপলক্ষে তাহার এলাকাঘটিত যেং মুৎফরক্কা কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে সেইং আপীল ও কার্য্য সদর দেওয়ানী আদালতে

স্মৃতি যেং মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়া আছে এবং প্রথমত উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতাঘটিত যে সকল কার্য্য ঐ আদালতে উপস্থিত হইয়া আছে যদি ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম কোন জিলা বা শহরে চলন হয় তবে ঐ জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপরের লেখা সমস্ত বিষয় অর্পণ হইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যেং প্রিসেপ্ট বা হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালত হইতে প্রবিন্স্যল আদালতের সাহেবদিগের নামে পাঠান গিয়াছে সমস্ত জিলা আদালতে, ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হউক কি না হউক তথায় ঐ সকল হুকুমনামা জারীহওনের অর্থে অর্পণ হইবার কথা।

কোন প্রবিন্স্যল আদালতের এলাকার তাবে সমস্ত জিলায় ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ প্রবিন্স্যল আদালত উঠাইয়া দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা।

কোন প্রবিন্স্যল আদালত উঠাইয়া দেওনের সময়ে যেং আপীল এবং আপীল আদালতউপলক্ষে তাহার এলাকাঘটিত যেং বিষয় ঐ আদালতে উপ

আদালতে অর্পণ করা যাইবেক এবং ঐ আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদের প্রতি যে সামান্য ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে মোকদ্দমা তাঁহারদের নিকটে শুনানি হইলে এবং তাঁহারদের হাতে অর্পণ হইলে কি তাঁহারদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইলে যেমত তাহার নিষ্পত্তি করিতেন সেই মত অর্পণকরা এই২ মোকদ্দমারো নিষ্পত্তি করিবেন এবং প্রবিন্স্যাল আদালত উঠাইয়া দেওনের তারিখে যে কোন মূল্যের আপীলী মোকদ্দমা ঐ আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার মূল্য এবং তাহা যে সাহেবের স্থানহইতে অর্পণ হইয়াছে তাহা বিবেচনা না করিয়া ঐ সকল আপীলের শুনানি সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক এক্ষণকার চলিত আইনে তাহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

স্থিত হইয়া থাকে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইবার এবং ঐ আদালতের জজসাহেবেরা ঐ২ বিষয় নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা ও হুকুম পাইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

যে বন্দুয়ানেরদিগের প্রতি পরিশ্রমকরণের দণ্ডাজ্ঞা হইয়া রাস্তাতে অথবা সরকারী এমারতে সরকারের নিযুক্তকরা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের অথবা তাঁহারদের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের অধীনে কার্য্য করিতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারদিগ্‌কে অতিদৃঢ়রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার এবং তত্ত্বাবধারক সাহেবেরা ঐ বন্দুয়ান ও তাহারদের তৈনাতী সৈন্যেরদিগ্‌কে উপযুক্তরূপে শাসন করিতে পারিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৩ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ২২ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ২৯ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২৩ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ১২ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

রাস্তা এবং সরকারী এমারতের কার্য্যের যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের অথবা তাঁহারদের যে আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের অধীনে বন্দুয়ানেরা কার্য্য করিয়া থাকে তাঁহারদিগ্‌কে কোন২ গতিকে বন্দুয়ানদিগের এবং তাহারদের নিকটে নিযুক্তথাকা সৈন্যের দিগের প্রতি যথোচিত শাসনকরণের অর্থে উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুম জারী হইল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

রাস্তা এবং সরকারী অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত বন্দুয়ানেরদের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও তাঁহারদের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগ্‌কে উপরের লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহার্থে যে২ ক্ষমতা দেওয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করেন্ সেই২ ক্ষমতা তাঁহারদিগ্‌কে দিতে পারিবেন ইতি।

রাস্তা ও সরকারী অন্য২ কার্য্যে নিযুক্ত বন্দুয়ানদিগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও তাঁহারদের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগেরে বন্দুয়ান ও তাহারদের তৈনাতী সৈন্যেরদিগ্‌কে শাসন করিবার অর্থে যে ক্ষমতা দেওয়া উচিত বোধ হয় শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহা দিতে পারিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ঢাকা শহরের এলাকা ও ঢাকা জলালপুর জিলা লইয়া এক জিলা করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ১৩ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ২২ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

ঢাকা শহরের এলাকা ও ঢাকা জলালপুর জিলা লইয়া এক জিলা করিতে উচিত বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুম জারী হইল এবং ঐ হুকুম অবিলম্বেই জারী হইবেক ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ ও ৯ আইন এবং ১৭৯৭ সালের ৭ আইনে ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার এলাকা স্বতন্ত্র২ করণের বিষয়ে যে২ হুকুম আছে ঐ২ হুকুম রদ হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ ও ৯ আইন ও ১৭৯৭ সালের ৭ আইনে ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার এলাকা স্বতন্ত্র২ করণের বিষয়ে যে২ হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

এক্ষণে ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার অন্তঃপাতি যে২ স্থান আছে তাহা লইয়া এক জিলা হইবেক এবং তাহা ঢাকা জিলানামে খ্যাত হইবেক ইতি।

ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার অন্তঃপাতি যে২ স্থান আছে তাহা এক জিলা হইয়া ঢাকা জিলানামে খ্যাত হইবার কথা।

৪ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি উপরের লিখিত জিলার কিম্বা তাহার নিকটের অন্য কোন জিলার সীমাসরহদ্দের ফেরফার কোন প্রকারে করা উচিত বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব

উচিত বোধ হইলে মতনের লেখা জিলার সরহদ্দের ফেরফার করিতে

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত২ বিষয়েতে যে ক্ষমতাক্রমে আচরণ করিয়া থাকেন্ এক্ষণে এ বিষয়েতে তাহা করিতে সেমত ক্ষমতা রাখেন্ না ইহা এই আইনের লিখিত কোন কথাক্রমে বুঝা না যায় ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের কতক২ রদ করিবার এবং সমুদ্রপথে আম দানীহওয়া জিনিসের বিষয়ে অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নও য়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৩ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২৩ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ১৩ মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জিনিসের মূল্য কম লেখা গিয়াছে বোধ হইলে যদি মাসুলের কার্য্যকা রক ঐ জিনিস সরকারের নিমিত্তে লন্ তবে আমদানীকরণিয়া ব্যক্তিকে তাহার ঐ জিনি সের লিখিত মূল্য এবং তাহার অতিরিক্ত শতকরা ১০৲ দশ টাকা করিয়া বেশী দিবেন তাহাতে সরকারের ক্ষতি হইয়াছে এমত বোধ হইল এবং যেহেতুক যে জিনিসের মূল্য কম লেখা যায় ঐ জিনিস সরকারের নিমিত্তে লওয়া গেলে যে মূল্যে ঐ জিনিস সরকা রের নিমিত্তে লওয়া যায় সেই মূল্য ধরিয়া আমদানীর মাসুল নির্দ্দিষ্টকরা উচিত বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল মহামহিম শ্রীযুত কোর্ট ডাইরেক্টর্স সা হেবদিগের হুকুমপ্রযুক্ত এবং হিন্দুস্থানের কার্য্যের নিমিত্তে স্থাপিত বোর্ড কমিস্যনরের সম্মতিপ্রযুক্ত নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের ২ ধারাব্যতিরেকে ঐ আইন রদ হইল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইন ২ ধারা ভিন্ন রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৫ আইনের শেষের লিখিত তফসীল অনুসারে

অনুসারে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিস এবং বাণিজ্যদ্রব্যের উপর যেপ্রকারে মাসুল ধার্য্যকরা কর্ত্তব্য তাহা ঐ আইন কিম্বা অন্য কোন আইনেতে বিশেষরূপে অন্য কোন প্রকার লেখা না থাকিলে আড বালোরেমের অর্থাৎ যে স্থানে ও যে কালে আমদানী হয় ঐ স্থান ও কালের বাজারভাওঅনুসারে নিরূপণ করা যাইবেক এবং ঐ জিনিসের আমদানীকরণিয়া কি ঐ জিনিস যাহার নিকটে পাঠান যায় সে জন কিম্বা ঐ২ জিনিসের মালিক কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তা কি মোখ্তারকার ঐ বিষয়ের দরখাস্ত করিবার সময়ে মাসুলের কাছারীহইতে ঐ২ জিনিস খালাস করিবার নিমিত্তে ঐ আরজীতে ঐ২ প্রকার সকল জিনিস ও বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্যবোধক শব্দ লিখিবেক এবং সেই ২ জন ঐ আরজীর শেষে নীচের লিখিতব্য প্রকারে সত্যতাজ্ঞাপক কথা লিখিবেক ইতি।

জিনিস খালাস করিবার আরজীতে ঐ জিনিসের মূল্যবোধক কথা লেখা যাইবার কথা।

জিনিসের

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

জিনিসের পাস করিবার দরখাস্তের প্রকার।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুলের কালেক্টরসাহেব মহাশয়।

কলিকাতা শহরে যাইতে অমুক কাপ্তানের অমুক দেশহইতে আগত অমুক নিশানযুক্ত অমুক জাহাজহইতে উবরাকরা নীচের লিখিতব্য জিনিসের ছাড়চিঠী অনুগ্রহ করিয়া দিতে আজ্ঞা হয় ইতি।

বস্তাইত্যাদির সংখ্যা ও প্রকার	বস্তাইত্যাদির উপর নিশানী ও নম্বর	প্রত্যেক বস্তাতে যে২ জিনিস থাকে তাহার বেওরা	জিনিসের মোট সংখ্যা	সিক্কা টাকাতে প্রত্যেক প্রকার জিনিসের মূল্যের হার	সিক্কা টাকাতে প্রত্যেক প্রকার মোট মূল্য	যাহার স্থানে ঐ জিনিস পাঠান যায় তাহার নাম
সংখ্যাবোধক কথা লিখিতে হইবেক		বিশেষ করিয়া				

আমি অমুক এই লিখনের দ্বারা জানাইতেছি যে উপরের লিখিত সকল জিনিস অমুক দেশের উৎপন্ন অথবা প্রস্তুতকরা এবং আমি ঐ সকল জিনিসের সমুদয় মূল্য এত টাকা এই আরজীতে লিখিতেছি। অমুক তারিখ

মূল্য সিক্কা এত টাকা
আমার দ্বারা মঞ্জুর হইল
অমুক

মালিকের কি যাহার নিকটে ঐ জিনিস পাঠান যায় তাহার কি তাহার মোখ্তারকারের দস্তখৎ।

যাচনদার

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।

আমদানীকরণিয়ার কি তাহার মোখ্তারকারের দস্তখৎ আরজীতে হইবার কথা॥

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত আরজীতে জিনিসের মালিকের কি আমদানীকরণিয়ার কি যাহার নিকটে ঐ জিনিস পাঠান যায় তাহার কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তার কিম্বা মোখ্তারকারের দস্তখৎ করা যাইবেক এবং যদি ঐ২ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্যের তদারক কি যাচাইয়ের দ্বারা হাসিলের কার্য্যকারকদিগের এমত বোধ হয় যে ঐ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য কি তাহার কোন অংশের কিম্বা মাসুলের ধার্য্যকরণের নিমিত্তে যে কোন জিনিসের মূল্য উপরের লিখিতমতে নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার মূল্য ঐ আরজীকরণসময়ে কলিকাতার বাজারের নিরিখমতে লেখা যায় নাহি তবে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা ঐ কর্ম্মকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য আটক করেন্ এবং বোর্ড কষ্টম কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবদিগের হুকুম যেপর্য্যন্ত না পাওয়া যায় সেপর্য্যন্ত ঐ২ জিনিস সরকারী গুদামে অথবা অন্য কোন স্থানে রাখেন্ এবং ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোম্পানি বাহাদুরের লাভ ও হিতের নিমিত্তে ঐ আমদানীকরণিয়ার কি জিনিসের মালিকের লিখিত আরজীর তারিখের পর ৮ আট দিনের মধ্যে কোন সময়ে ঐ সকল জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য লইতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম করেন্ তাহা হইলে কালেক্টরসাহেব কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেব ঐ তারিখঅবধি ১৫ পনের দিনের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের নিমিত্তে আটককরা জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্যের মালিককে কি আমদানীকরণিয়াকে কি ঐ২ জিনিস যাহার নিকটে পাঠান যায় তাহাকে কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তাকে কি তাহার মোখ্তারকারকে ঐ আরজীর লিখিত জিনিসের মূল্য দিবেন ইতি।

কম মূল্যের লিখিত জিনিস কার্য্যকারকের দ্বারা আটক হইতে পারিবার কথা।

তাহা বোর্ড কষ্টমের সাহেবদিগের নিকটে আরজীকরণাধীন হইবার কথা।

বোর্ড কষ্টমের সাহেবেরা কোম্পানির নিমিত্তে তাহা লইয়া বিক্রয় করাইতে পারিবার কথা।

লিখিত মূল্য আমদানীকরণিয়ারে দিতে হইবার কথা।

ঐ প্রকারে জিনিস সরকারের নিমিত্তে লইয়া বিক্রয় করা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ঐ২ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ঐ আমদানীকরণিয়া কি মালিককে দেওয়া যাওনের সময়ে তাহা ঐ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য সামান্য বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তর করা গেলে যেপ্রকারে ঐ২ জিনিসের সম্পূর্ণ মূল্যস্বরূপ দেওয়া যাইত সেই প্রকারে দেওয়া যাইবেক এবং কালেক্টরসাহেব বোর্ড কষ্টমের হুকুমানুসারে সরকারের হিতের নিমিত্তে ঐ সকল জিনিস ও বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয় করাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

জিনিসের মালিক কি ঐ জিনিস যাহার নিকটে পাঠান যায় তাহার স্থানে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

যখন কোন জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য সরকারের দ্বারা কি সরকারের নিমিত্তে লওয়া ও ক্রয় করা যায় তখন তাহার উপর যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহা আমদানীর আরজীতে লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যানুসারে ঐ জিনিসের মালিক কি আমদানীকরণিয়ার স্থানে অথবা যাহার নিকটে ঐ২ জিনিস পাঠান যায় তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ফর্‌রোখাবাদী টাকার ওজন পরিবর্ত্ত করিয়া মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর তাবে দেশের চলিত টাকার সঙ্গে ঐ টাকার সমতা করিবার এবং কলিকাতার সিক্কা টাকার ওজন নিরূপণ করিবার এবং সমস্ত হিন্দুস্থানে ব্যবহারহওনার্থে যাহা অন্য সকল ওজনের মুল হইবেক এমত এক ওজন নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ১৩ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ৩১ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ১২ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ৩২ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১১ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ২৪ সফরে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিলেন যে যে ফর্‌রোখাবাদী টাকা প্রস্তুত হইবেক তাহার ওজন ১৮০ গ্রেন হইবেক অর্থাৎ খাটী ১৬৫ গ্রেন খাদি ১৫ গ্রেন এবং ঐ টাকা সাগর ও নর্ম্মদা দেশে চলন হইবার হুকুম করিলেন এক্ষণে ১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারায় যে পরখ ও ওজন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার পরিবর্ত্তে সাগরের টাক্‌শালে প্রস্তুতহওয়া ফর্‌রোখাবাদী টাকার ন্যায় কলিকাতার টাক্‌শালে প্রস্তুতহওয়া টাকার উপরের লিখিত পরখ ও ওজন ব্যবহারকরা উচিত বোধ হইল (উভয়ের বৈলক্ষণ্য যৎকিঞ্চিৎ) এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর তাবে দেশের চলন নূতন টাকার ওজন ও মূল্যের সহিত ফর্‌রোখাবাদী টাকার সমতাকরা উচিত বোধ হইল এবং ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কলিকাতার সিক্কা টাকার ওজনের যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যকরা উচিত বোধ হইল এবং উচিত বোধ হইল যে সমস্ত হিন্দুস্থানে সরকারের সম্পর্কীয় কার্য্যে ব্যবহারহওনের নিমিত্তে অন্য সকল ওজনের মূল ফর্‌রোখাবাদী টাকার ওজন হইয়া তাহার নাম এদেশীয় সকলে সুজ্ঞাত তোলা হইবেক এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

২ ধারা।

পূর্ব্বের আইনের কতক২ রদ হইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে উনিশ সন সিক্কা টাকার ওজন ও পরখের নিরূপণের বিষয়ে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে লেখা আছে এবং ফরুরোখাবাদী টাকার ওজন ও পরখের নিরূপণের বিষয়ে যে হুকুম ১৮১৯ সালের ১১ আইনে লেখা আছে এই ধারাক্রমে তাহা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

কলিকাতার সিক্কা টাকা ও ফরুরোখাবাদী টাকা ও তাহার রেজকীর পরখ ও ওজন নিরূপণ হইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিতব্য বেওরাক্রমে কলিকাতার সিক্কা টাকা ও তাহার অংশ ক্ষুদ্র মুদ্রা অর্থাৎ রেজকী ও ফরুরোখাবাদী টাকা ও তাহার রেজকীর ওজন ও পরখ এই রূপে নিরূপণ করা যাইবেক।

	ওজন	খাটী	খাদি
কলিকাতার সিক্কা টাকার	গ্রেন	গ্রেন	গ্রেন
	১৯২	১৭৬	১৬
তাহার আধুলি	৯৬	৮৮	৮
তাহার সিকী	৪৮	৪৪	৪
ফরুরোখাবাদী টাকা	১৮০	১৬৫	১৫

এবং তাহার ক্ষুদ্রতর অংশ ঐ হিসাবমতে হইবেক অর্থাৎ বারো অংশের এগার অংশ খাটী ও এক অংশ খাদি ইতি।

৪ ধারা।

এক্ষণকার চলন সিক্কার ওজনের ব্যবহার সরকারের টাকশালে রহিত হইবার কথা।

টাকশালে রূপা দাখিলকরণের সময়ে ১৭৯ গ্রেন ৬৬৬ ডেসিমল যে সিক্কার ওজন আজিপর্য্যন্ত ব্যবহার হইতেছে তাহা ফলতঃ পুরাতন পরখের যে মুরশিদাবাদী সিক্কা টাকা কোম্পানি বাহাদুরের সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার চলন টাকার ন্যায় নিরূপিত হইয়াছিল তাহারি ওজন এক্ষণে তাহা ব্যবহারকরা রহিত হইবেক এবং তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিতব্য ইউনেট অর্থাৎ অন্য সকল ওজনের মূল তোলানামে বিখ্যাত হইয়া ব্যবহার হইবেক। পশ্চিম দেশের চলন টাকার সঙ্গে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর তাবে দেশের টাকার সমতাহওয়াপ্রযুক্ত তাহা অনায়াসে অতিশীঘ্র সমস্ত ব্রিটনীয় অধিকারের মধ্যে ব্যবহার হইবেক।

এবং ১৭৯ গ্রেন ৬৬ ডেসিমল সিক্কার ওজনের ইউনেটের পরিবর্ত্তে ১৮০ গ্রেন ট্রয়ের তোলা ব্যবহার হইবার কথা।

তোলা অর্থাৎ সিক্কার ওজন ১৮০ গ্রেন ট্রয়ের তুল্য ওজন হইবেক এবং নীচের লিখিতব্য হিসাবমতে ওজনের অন্য২ প্রকার ঐ ইউনেটের অনুসারে হইবেক।

৮ আট রতিতে এক মাষা অর্থাৎ ১৫ গ্রেন ট্রয় ১২ মাষাতে এক তোলা অর্থাৎ ১৮০ গ্রেন ট্রয় ৮০ তোলা অর্থাৎ সিক্কার ওজনেতে /১ এক সের অর্থাৎ ২॥ পৌণ্ড ট্রয়।

এই নিয়মানুসারে ওজনের নিরূপণ হইবার কথা।

৪০ সেরে ১/ এক মোন অর্থাৎ বাজারের মোন অর্থাৎ ১০০ পৌণ্ড ট্রয়।

৫ ধারা।

সাগর ও কলিকাতার টাকৃশালে যত রূপায় যত টাকা হইবেক তাহার হিসাব পূর্ব্বের লিখিত নিয়মানুসারে করা যাইবেক এবং টাকৃশালের আইনে শতকরা যে ২৲ দুই টাকা সরকারী মামুল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাও দিতে হইবেক কিন্তু যদি ঐ রূপা ডালরের পরখ হইতে মন্দ হয় অথবা যদি ছয় পেনীওয়েটের অনধিক মন্দ হয় তবে পরখসহীকরণের অর্থে টাকৃশালে যে খরচখরচা লাগে তাহা পোষাইবার নিমিত্তে আরো কিছু দিতে হইবেক কিন্তু রূপার মালিক আপন ইচ্ছামতে টাকৃশালব্যতিরেক অন্যত্র তাহা পরখসহী করিতে পারে অথবা পরখসহীকরণের অর্থে যে মামুল নিরূপণ আছে তাহা দিতে পারে যত রূপায় যত টাকা হইবেক তাহার এক নকৃশা তোলার ওজনের হারানুসারে এবং এই আইনের লিখনক্রমে যে বৈলক্ষণ্য হইবেক তাহার অনুসারে এই আইনের শেষে লেখা যাইতেছে ইতি।

টাকৃশালে যত রূপায় যত টাকা হইবেক তাহার হিসাবের কথা।

সরকারী মামুল দিতে হইবার কথা।

পরখসহীহইতে মন্দ হইলে পরখসহীকরণের নিমিত্তে অন্য খরচা লওয়া যাইবার কথা।

রূপার মালিক টাকৃশালের বাহিরে আপনার ইচ্ছামত রূপা পরখসহী করিতে পারিবার অথবা রূপা পরখসহীকরণের নিমিত্তে যে খরচা আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দিতে পারিবার কথা।

যত রূপাতে যত টাকা হইবেক তাহার নকৃশা এই আইনের শেষে লেখা যাইবার কথা।

৬ ধারা।

সরকারী বা অন্য কোন সামান্য কার্য্যের নিমিত্তে যত বাট্‌খারা কলিকাতা ও সাগরের টাকৃশালে বা পরখাইয়ের দফ্তরে তজবীজ ও নির্ণয়হওনার্থে পাঠান যাইবেক তাহার তজবীজ ও নির্ণয় ৪ ধারার লিখিত ওজনের নিয়মানুসারে করা যাইবেক ইতি।

সরকারী অথবা অন্য সামান্য কার্য্যের নিমিত্তে বাট্‌খারা এই আইনের ৪ ধারার নির্দ্ধারিত নূতন নিয়মানুসারে তজবীজ ও নির্ণয় হইবার কথা।

এই

এই আইন জারীহওনের পর কলিকাতা ও সাগরের টাক্শালে ব্যবহারহওনার্থে রূপার পরখাই হইয়া যত ফরুরোখাবাদী ও কলিকাতার টাকা হইবেক তাহার হিসাবের নকশা।

তোলা অর্থাৎ নূতন সিক্কার ওজন মত রূপার ওজন।	পরখাইয়ের রিপোর্ট	এক শত অংশের মধ্যে যত খাঁটী রূপা তাহা।	ফরুরোখাবাদী অথবা সোণাৎ টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	কলিকাতা অর্থাৎ সিক্কা টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ।
১০০	২০ পেনীওয়েট বেশী	১০০।০০০	১০৯।০৯১	১০২।২৭৩
ঐ	১৯॥ ঐ ঐ	৯৯।৭৯২	১০৮।৮৬৪	১০২।০৬০
ঐ	১৯ ঐ ঐ	৯৯।৫৮৩	১০৮।৬৩৬	১০১।৮৪৬
ঐ	১৮॥ ঐ ঐ	৯৯।৩৭৫	১০৮।৪০৯	১০১।৬৩৩
ঐ	১৮ ঐ ঐ	৯৯।১৬৭	১০৮।১৮২	১০১।৪২১
ঐ	১৭॥ ঐ ঐ	৯৮।৯৫৮	১০৭।৯৫৫	১০১।১২১
ঐ	১৭ ঐ ঐ	৯৮।৭৫০	১০৭।৭২৭	১০০।৯৯৪
ঐ	১৬॥ ঐ ঐ	৯৮।৫৪২	১০৭।৫০০	১০০।৭৮১
ঐ	১৬ ঐ ঐ	৯৮।৩৩৩	১০৭।২৭৩	১০০।৫৬৮
ঐ	১৫॥ ঐ ঐ	৯৮।১২৫	১০৭।০৪৫	১০০।৩৫৫
ঐ	১৫ ঐ ঐ	৯৭।৯১৭	১০৬।৮১৮	১০০।১৪২
ঐ	১৪॥ ঐ ঐ	৯৭।৭০৮	১০৬।৫৯১	৯৯।৯২৯
ঐ	১৪ ঐ ঐ	৯৭।৫০০	১০৬।৩৬৪	৯৯।৭১৬
ঐ	১৩॥ ঐ ঐ	৯৭।২৯২	১০৬।১৩৬	৯৯।৫০২
ঐ	১৩ ঐ ঐ	৯৭।০৮৩	১০৫।৯০৯	৯৯।২৯০
ঐ	১২॥ ঐ ঐ	৯৬।৮৭৫	১০৫।৬৮২	৯৯।০৭৭
ঐ	১২ ঐ ঐ	৯৬।৬৬৭	১০৫।৪৫৫	৯৮।৮৬৪
ঐ	১১॥ ঐ ঐ	৯৬।৪৫৮	১০৫।২৭৭	৯৮।৬৯৭
ঐ	১১ ঐ ঐ	৯৬।২৫০	১০৫।০০০	৯৮।৪৩৭
ঐ	১০॥ ঐ ঐ	৯৬।০৪২	১০৪।৭৭৩	৯৮।২২৫
ঐ	১০ ঐ ঐ	৯৫।৮৩৩	১০৪।৫৪৫	৯৮।০১১
ঐ	৯॥ ঐ ঐ	৯৫।৬২৫	১০৪।৩১৮	৯৭।৭৯৮
ঐ	৯ ঐ ঐ	৯৫।৪১৭	১০৪।০৯১	৯৭।৫৮৫
ঐ	৮॥ ঐ ঐ	৯৫।২০৮	১০৩।৮৬৪	৯৭।৩৭২
ঐ	৮ ঐ ঐ	৯৫।০০০	১০৩।৬৩৬	৯৭।১৫৯
ঐ	৭॥ ঐ ঐ	৯৪।৭৯২	১০৩।৪০৯	৯৬।৯৪৬

তোলা অর্থাৎ নূতন সিক্কার ওজন মতে রূপার ওজন।	পরখাইয়ের রিপোর্ট	এক শত অংশের মধ্যে যত খাঁটী রূপা তাহা।	ফরুরোখাবাদী অথবা সোনাৎ টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	কলিকাতা অর্থাৎ সিক্কা টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ।
১০০	৭ পেনীওয়েট বেশী	৯৪।৫৮৩	১০৩।১৮২	৯৬।৭৩৩
ঐ	৬॥ ঐ ঐ	৯৪।৩৭৫	১০২।৯৫৫	৯৬।৫২০
ঐ	৬ ঐ ঐ	৯৪।১৬৭৹	১০২।৭২৭	৯৬।৩০৬
ঐ	৫॥ ঐ ঐ	৯৩।৯৫৮	১০২।৫০০	৯৬।০৯৪
ঐ	৫ ঐ ঐ	৯৩।৭৫০	১০২।২৭৩	৯৫।৮৮১
ঐ	৪॥ ঐ ঐ	৯৩।৫৪২	১০২।০৪৫	৯৫।৬৬৭
ঐ	৪ ঐ ঐ	৯৩।৩৩৩	১০১।৮১৮	৯৫।৪৫৪
ঐ	৩॥ ঐ ঐ	৯৩।১২৫	১০১।৫৯১	৯৫।২৪১
ঐ	৩ ঐ ঐ	৯২।৯১৭	১০১।৩৬৪	৯৫।০২৯
ঐ	২॥ ঐ ঐ	৯২।৭০৮	১০১।১৩৬	৯৪।৮১৫
ঐ	২ ঐ ঐ	৯২।৫০০	১০০।৯০৯	৯৪।৬০২
ঐ	১॥ ঐ ঐ	৯২।২৯২	১০০।৬৮২	৯৪।৩৮৯
ঐ	১ ঐ ঐ	৯২।০৮৩	১০০।৪৫৫	৯৪।১৭৬
ঐ	॥ ঐ ঐ	৯১।৮৭৫	১০০।২২৭	৯৩।৯৬৩
ঐ	পরখসহী	৯১।৬৬৭	১০০।০০০	৯৩।৭২৫
ঐ	॥ পেনীওয়েট কম	৯১।৪৫৮	৯৯।৭৭৩	৯৩।৫৩৭
ঐ	১ ঐ ঐ	৯১।২৫০	৯৯।৫৪৫	৯৩।৩২৩
ঐ	১॥ ঐ ঐ	৯১।০৪২	৯৯।৩১৮	৯৩।১১১
ঐ	২ ঐ ঐ	৯০।৮৩৩	৯৯।০৯১	৯২।৯৮৮
ঐ	২॥ ঐ ঐ	৯০।৬২৫	৯৮।৮৬৪	৯২।৬৮৫
ঐ	৩ ঐ ঐ	৯০।৪১৭	৯৮।৬৩৬	৯২।৪৭১
ঐ	৩॥ ঐ ঐ	৯০।২০৮	৯৮।৪০৯	৯২।২৫৮
ঐ	৪ ঐ ঐ	৯০।০০০	৯৮।১৮২	৯২।০৪৬
ঐ	৪॥ ঐ ঐ	৮৯।৭৯২	৯৭।৯৫৫	৯১।৮৩৩
ঐ	৫ ঐ ঐ	৮৯।৫৮৩	৯৭।৭২৭	৯১।৬১৯
ঐ	৫॥ ঐ ঐ	৮৯।৩৭৫	৯৭।৫০০	৯১।৪০৬
ঐ	৬ ঐ ঐ	৮৯।১৬৭	৯৭।২৭৩	৯১।১৯৩
ঐ	৬॥ ঐ ঐ	৮৮।৯৫৮	৯৭।০৪৫	৯০।৯৮০
ঐ	৭ ঐ ঐ	৮৮।৭৫০	৯৬।৮১৮	৯০।৭৬৭

তোলা অর্থাৎ মু ত্ন সিক্কার ওজন মতে রূপার ওজন।	পরখাইয়ের রিপোর্ট	এক শত অংশের মধ্যে যত খাঁটী রূপা তাহা।	ফরুরোখাবাদী অ থবা সোণাৎ টাকা যত হইবেক তা হার পরিমাণ।	কলিকাতা অর্থাৎ সিক্কা টাকা যত হ ইবেক তাহার প রিমাণ।
১০০	৭॥ পেনীওয়েট কম	৮৮।৫৪২	৯৬।৫৯১	৯০।৫৫৪
ঐ	৮ ঐ ঐ	৮৮।৩৩৩	৯৬।৩৬৪	৯০।৩৪১
ঐ	৮॥ ঐ ঐ	৮৮।১২৫	৯৬।১৩৬	৯০।১২৭
ঐ	৯ ঐ ঐ	৮৭।৯১৭	৯৫।৯০৯	৮৯।৯১৫
ঐ	৯॥ ঐ ঐ	৮৭।৭০৮	৯৫।৬৮২	৮৯।৭০২
ঐ	১০ ঐ ঐ	৮৭।৫০০	৯৫।৪৫৫	৮৯।৪৮৯
ঐ	১০॥ ঐ ঐ	৮৭।২৯২	৯৫।২৭৭	৮৯।২৭৫
ঐ	১১ ঐ ঐ	৮৭।০৮৪	৯৫।০০০	৮৯।০৬২
ঐ	১১॥ ঐ ঐ	৮৬।৮৭৫	৯৪।৭৭৩	৮৮।৮৫০
ঐ	১২ ঐ ঐ	৮৬।৬৬৭	৯৪।৫৪৫	৮৮।৬৩৬
ঐ	১২॥ ঐ ঐ	৮৬।৪৫৮	৯৪।৩১৮	৮৮।৪২৩
ঐ	১৩ ঐ ঐ	৮৬।২৫০	৯৪।০৯১	৮৮।২১০
ঐ	১৩॥ ঐ ঐ	৮৬।০৪২	৯৩।৮৬৪	৮৭।৯৯৮
ঐ	১৪ ঐ ঐ	৮৫।৮৩৪	৯৩।৬৩৬	৮৭।৭৮৪
ঐ	১৪॥ ঐ ঐ	৮৫।৬২৫	৯৩।৪০৯	৮৭।৫৭১
ঐ	১৫ ঐ ঐ	৮৫।৪১৭	৯৩।১৮২	৮৭।৩৫৮
ঐ	১৫॥ ঐ ঐ	৮৫।২০৮	৯২।৯৫৫	৮৭।১৪৫
ঐ	১৬ ঐ ঐ	৮৫।০০০	৯২।৭২৭	৮৬।৯৩২
ঐ	১৬॥ ঐ ঐ	৮৪।৭৯২	৯২।৫০০	৮৬।৭১৯
ঐ	১৭ ঐ ঐ	৮৪।৫৮৩	৯২।২৭৩	৮৬।৫০৬
ঐ	১৭॥ ঐ ঐ	৮৪।৩৭৫	৯২।০৪৫	৮৬।২৯২
ঐ	১৮ ঐ ঐ	৮৪।১৬৭	৯১।৮১৮	৮৬।০৭৯
ঐ	১৮॥ ঐ ঐ	৮৩।৯৫৮	৯১।৫৯১	৮৫।৮৬৭
ঐ	১৯ ঐ ঐ	৮৩।৭৫০	৯১।৩৬৪	৮৫।৬৫৪
ঐ	১৯॥ ঐ ঐ	৮৩।৫৪২	৯১।১৩৬	৮৫।৪৪০
ঐ	২০ ঐ ঐ	৮৩।৩৩৩	৯০।৯০৯	৮৫।২২৭

এবং এইরূপেও মন্দ রূপার হিসাব করা যাইবেক ইতি।

যত

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৭ সপ্তম আইন।

যত রূপা বা অন্য দেশে জরবহওয়া টাকা জরবহওনার্থে টাকশালে দাখিল হয় তাহার উপর শতকরা ২৲ দুই টাকা সরকারী মামুল লওয়া যায় কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকশালে জরবহওয়া টাকা পুনর্ব্বার জরবহওনার্থে দাখিল হইলে তাহার উপর কেবল শতকরা ১৲ এক টাকা মামুল লওয়া যায় ইতি।

মিলাইবার নিমিত্তে টাকশালে ঐ রূপার আবশ্যক না হইলে পরখহইতে মন্দ যত রূপা দাখিল হয় তাহা টাকার তুল্য পরখসহীকরণের খরচা পোষাইবার নিমিত্তে নীচের লিখনমত খরচা লওয়া যাইবেক পরখসহীহইতে ১ পেনীওয়েট কম হইলে প্রত্যেক হাজার তোলায় ৪ চারি তোলা লওয়া যাইবেক ১২৷৷ সাড়েবারো পেনীওয়েট কম হইলে তাহার পরখসহীকরণের খরচা এই প্রকারে নিরূপণ হইবেক।

এক হাজার তোলায় ৫০ অর্থাৎ শতকরা আধ তোলা।
২০ পেনীওয়েট কম হইলে প্রত্যেক হাজারে ৮০ আশী তোলা।

এবং তদনুসারে অন্য২ প্রকার রূপার নীচের লিখিতব্য নকশাঅনুসারে খরচা লাগিবেক।

 রূপার

রূপার পরখসহীকরণের খরচার নকশা।

পরখাই।		পরখাইয়ের খরচা শত করা।	পরখাই।		পরখাইয়ের খরচা শত করা।	পরখাই।		পরখাইয়ের খরচা শত করা।
০॥	কম	০।০২	৬॥	কম	০।২৬	১২॥	কম	০।৫০
১	ঐ	০।০৪	৭	ঐ	০।২৮	১৩	ঐ	০।৫২
১॥	ঐ	০।০৬	৭॥	ঐ	০।৩০	১৩॥	ঐ	০।৫৪
২	ঐ	০।০৮	৮	ঐ	০।৩২	১৪	ঐ	০৫৬
২॥	ঐ	০।১০	৮॥	ঐ	০।৩৪	১৪॥	ঐ	০।৫৮
৩	ঐ	০।১২	৯	ঐ	০।৩৬	১৫	ঐ	০।৬০.
৩॥	ঐ	০।১৪	৯॥	ঐ	০।৩৮	১৫॥	ঐ	০।৬২
৪	ঐ	০।১৬	১০	ঐ	০।৪০	১৬	ঐ	০।৬৪
৪॥	ঐ	০।১৮	১০॥	ঐ	০।৪২	১৬॥	ঐ	০।৬৬
৫	ঐ	০।২০	১১	ঐ	০।৪৪	১৭	ঐ	০।৬৮
৫॥	ঐ	০।২২	১১॥	ঐ	০।৪৬	১৭॥	ঐ	০।৭০
৬	ঐ	০।২৪	১২	ঐ	০।৪৮	১৮	ঐ	০।৭২

মন্তব্য কলিকাতার টাকশালে এই ব্যবহার আছে যে ছয় পেনীওয়েটের অনধিক কম হইলে পরখসহীকরণের কিছু খরচা লওয়া যায় না কিন্তু সাগরের টাকশালে পরখসহীহইতে সর্ব্ব প্রকার মন্দ রূপার উপর খরচা লওয়া যায় ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৮ অষ্টম আইন।

জিলা ও শহরের আদালতে যে এক জন জজ নিযুক্ত আছেন তাঁহার অতিরিক্ত এক কি তাহাহইতে অধিক জজ মধ্যে২ নিযুক্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ২৬ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ১১ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ২৬ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ১২ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১২ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ৯ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

কোন২ জিলা বা শহরের জজসাহেবের সমক্ষে মুল্তবী দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার এমত বৃদ্ধি হইয়াছে যে শীঘ্র নিষ্পত্তিহওনের কোন উপায় না করিলে ঐ২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের অধিক বিলম্ব হইবেক এবং তাহার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে অন্য যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক তাহারো বিচার ও নিষ্পত্তির অতিবিলম্ব হইবেক এবং ঐ সকল মোকদ্দমার এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি দৈবায়ত্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান আদালতের এলাকার চিরকাল কোন রূপান্তর না করিয়া যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী রহিয়াছে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কিছু কালের জন্যে কোন সুনিয়ম করিলে সমস্ত বিষয় শুধরা যাইতে পারে অতএব উপরের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত যদি কোন জিলার জজসাহেবদিগের সমক্ষে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির সহায়তাকরণের অর্থে অতিরিক্ত জজের নিযুক্তহওনের আবশ্যক হয় কি উত্তর কালে হইবেক তবে সেই২ জিলায় মধ্যে২ এক কি তাহাহইতে অধিক জজ নিযুক্তহওনের নিয়মকরণের আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আবশ্যক মতে অতিরিক্ত জজ নিযুক্তহওনের হুকুমের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যখন কোন জিলা বা শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে এত দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে যে শীঘ্র২ তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অধিক জজসাহেবের সহায়তা ও নিযুক্তহওনের আবশ্যক হয় তখন শ্রীযুত

নওয়াব

নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সদর দেওয়ানী আদালতের জজসা হেবদিগের পরামর্শক্রমে অথবা ঐ শ্রীযুতের বিবেচনাতে উচিত বোধ হইলে তাঁহারদিগের পরামর্শ না লইয়া আবশ্যকমতে কোন জিলা বা শহরের আদালতে এক কি তাহা হইতে অধিক জজসাহেব নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ সাহেবদিগের নাম ঐ জিলা বা শহরের আদালতের আডিসন্যাল অর্থাৎ অতিরিক্ত জজ হইবেক এবং জিলা বা শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের যেপ্রকার শপথ ও দস্তখৎ করিতে হুকুম আছে ঐ জজসাহেবেরা স্ব২ পদের কার্য্যে নিযুক্তহওনের পূর্ব্বে ঐ প্রকার শপথ ও দস্তখৎ করিবেন ইতি।

অতিরিক্ত জজসাহেবদিগের কার্য্য ও ক্ষমতার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে অতিরিক্ত জজসাহেবেরা এইরূপে নিযুক্ত হন্ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জিলা বা শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের যে সকল কার্য্য ঐ অতিরিক্ত জজসাহেবদিগের প্রতি সমর্পণ করিবেন তাঁহারা জিলা বা শহরের জজসাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে ঐ ক্ষমতানুসারে সর্ব্বপ্রকারে ঐ সকল কার্য্য নিষ্পত্তি করিবেন এবং জিলা বা শহরের জজসাহেবদিগের উপদেশের নিমিত্তে যে সকল হুকুম কি আইন আছে সেই সকল হুকুম বা আইন ঐ অতিরিক্ত জজসাহেবদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

C. G. UDNY,

Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৯ নবম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন এবং ১৮২৮ সালের ৪ আইনের কতকং মতান্তর করিবার এবং উপরের লিখিত ২দুই আইনের হুকুমক্রমে রেবিনিউর যে কার্য্যকারক সাহেবেরা বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন্ তাঁহারদিগের বিবেচনীয় নানা বিষয় খাতিরজমারূপে অতিত্বরায় নিষ্পত্তি পাইবার এবং গ্রামের হিসাব অবশ্য দাখিল করিবার এবং রেবিনিউসম্পর্কীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দিবার এবং মালিকানার দাওয়ার বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার প্রকৃতার্থ জানাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ২৫ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ১০ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২৬ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১০ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪.৯ সালের ২৩ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৮ সালের ৪ আইনের কতকং হুকুম মতান্তরকরণের এবং ঐ আইনক্রমে রেবিনিউসম্পর্কীয় কার্য্যকারক সাহেবদিগের বিবেচনীয় নানা বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা খাতিরজমারূপে অতিত্বরায় নিষ্পত্তিপাইবার উপায় করণের এবং মালিকানার বিষয়ি ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার হুকুমের অর্থ স্পষ্টরূপে জানাইবার অত্যাবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক গ্রামের হিসাব নিতান্ত দাখিলকরণের অর্থে এবং ঐ হিসাব যাহারদের দেখিবার আবশ্যক হয় তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহা দেখিতে পায় এমত কোন উপায় স্থিরকরণের আবশ্যক হইল এবং যেহেতুক রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্বসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যে ভারতবর্ষীয় বিশিষ্ট ভদ্র লোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর কার্য্যে নিযুক্তকরণের আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐং হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের যেং ভাগে হুকুম আছে অথবা অর্থকরণের দ্বারা লোকদিগের বোধ হইয়াছে যে যে কোন মহালের উপর যে জমা দাওয়া করা যায় কোন মহালের উপর যে জমা দাওয়া করা যাই

তাহা

বেক তাহা ধার্য্য করিবার প্রকারের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনে যেং হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা।

তাহা ঐ মহালের উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা ও মূল্য নির্ণয় করিয়া অথবা উৎপন্নকরণের খরচা ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সংখ্যা খতাইয়া ধার্য্য করা যাইবেক তাহা রদ হইল ইতি।

যে সময়ে সরকারের জমা নির্ণয় করিতে হয় সেই সময়ে প্রজাদিগের বিরোধি বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবেক ইহার বিষয়ে উপরের লিখিত আইনে যেং হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা।

ইহার পর উক্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি যেক্রমে হইবেক শ্রীযুত তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৩ ধারা।

উপরের লিখিত আইনের যে ভাগে হুকুম আছে অথবা অর্থকরণের দ্বারা লোকদিগের বোধ হইয়াছে যে প্রজারদের যে কোন বিরোধি নিজবিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা সরকারী রাজস্বের দাওয়ার নির্ণয় ও নিষ্পত্তিকরণের সঙ্গেই কর্ত্তব্য তাহা রদ হইল ইহার পর উপরের উক্ত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি যে ক্রমে হইবেক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৪ আইনের কতকং রদ হইবার কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৪ আইনের ২ ধারার ১।২।৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৩ ধারার অতিরিক্ত এক্ষণে হুকুম হইতেছে যে ঐ আইনের হুকুমক্রমে যে কালেকুটর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হওয়া কোন বিষয় সালিসের হাতে সোপর্দ্দ করিয়া কর্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমতে উভয় বিবাদি ঐ সালিসের করা নিষ্পত্তি দাখিল করিবার মিয়াদ নিরূপণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৩ ধারার অতিরিক্ত এক্ষণে হুকুম হইতেছে যে ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুমক্রমে যে কালেকুটরসাহেব অথবা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন্ তাঁহারদের সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকিলে যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে ইহার নিষ্পত্তি সালিসদিগের দ্বারা যথার্থ হইবেক তবে ঐ কালেক্টরপ্রভৃতি সাহেব কর্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমক্রমে যত দিবসের মধ্যে সালিসদিগের করা নিষ্পত্তি উভয় বিবাদির দাখিল করিতে হইবেক এমত এক মিয়াদ নিরূপণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন ইতি।

উভয় বিবাদী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সালিসের

৬ ধারা।

তাহা হইলে যদি উভয় বিবাদী ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সালিসের করা নিষ্পত্তি দাখিল করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে তবে কালেকুটর বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ

বিবাদের

বিবাদের নিষ্পত্তিকরণের অর্থে তিন বা পাঁচ অপক্ষপাতি এবং উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে পঞ্চাইতরূপে আহ্বান করিয়া তাঁহারদের হাতে ঐ বিষয় সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

ফয়সলা দাখিলকরণে অ স্বীকার বা ত্রুটি করিলে কা লেক্টর বা অন্য কার্য্যকা রক সাহেব ঐ বিষয়ের তজবীজ করিবার অর্থে পঞ্চাইত আহ্বান করি বার এবং যে প্রকার লোক পঞ্চাইত ধার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

৭ ধারা।

উভয় বিবাদির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া অথবা উভয় বিবাদির মধ্যে কোন এক জন সা ক্ষ্যইত্যাদি না দিয়া গরহাজির থাকিলে কেবল হাজিরথাকা ব্যক্তির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া পঞ্চাইত আপনারদিগের মত জানাইবেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তির করা মতা নুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা সময়ক্রমে এই কার্য্যে নিযুক্তহওয়া কর্ম্মকারক অথবা পঞ্চাইত যেরূপে কার্য্য নিষ্পত্তি করিবেন তাহার হুকুম তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।

এইমতে ধার্য্যকরা প ঞ্চাইত যে প্রকারে তজ বীজ ও ফয়সলা করিবেন তাহার কথা।

কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা কার্য্যকারক বা পঞ্চাইত যেরূপে কার্য্য ক রিবেন তাহার বিষয়ি হু কুম তাঁহারদের উপদেশে র নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করি বার কথা।

৮ ধারা।

এই প্রকারে নিষ্পত্তিহওয়া বিষয়ের উপর কোন আপীল হইলে তাহা শুনা যাইবেক না এবং ঐ নিষ্পত্তি তৎক্ষণাৎ জারী হইয়া বহাল থাকিবেক কিন্তু কমিস্যনরসাহেব বি শেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ বিষয় অন্য পঞ্চাইতের হাতে বিবেচনার্থে সোপর্দ্দ করা উচিত বোধ করিলে ঐ নিষ্পত্তি জারী হইবেক না যদি সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ বিষয়ের হুকুম দেন ইতি।

এই প্রকারে ধার্য্যকরা পঞ্চাইতের করা ফয়স লার উপর যে আপীল হ ইতে পারিবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

উপরের উক্ত হুকুমানুসারে যাহার নিষ্পত্তি হয় তাহা অন্যথাকরণার্থে যদি কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা নন্সুট হইবেক ইতি।

উপরের উক্ত হুকুম মতে করা ফয়সলার অন্য থাকরণের অর্থে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাস মেত তাহা নন্সুট হইবা র কথা।

১০ ধারা।

ঐ প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হুকুমক্রমে যে সালিসেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের ফয়সলার দৃষ্টে ডিক্রীর দ্বারা ক্ষতিহওয়া সম্পত্তি পুনরায় পাইবার নিমিত্তে তাঁহারদিগের নামে স্বতন্ত্র অথবা একত্র কোন আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা নন্সুট হইবেক ইতি।

ঐ মত সালিসের করা ফয়সলার দৃষ্টে ক্ষতিহও য়া সম্পত্তি পুনরায় পাই বার অর্থে নালিশ উপ স্থিত হইলে খরচাসমেত তাহা নন্সুট হইবার কথা।

১১ ধারা।

১১ ধারা।

মালিকানার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারায় যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায়ের কথা।

এক্ষণে জানান যাইতেছে যে মালিকানার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার যে হুকুম আছে তাহা ঐ হুকুম জারীহওনের তারিখের পর হওয়া বিষয়ের উপর এবং কেবল ঐ আইনানুসারে হওয়া বন্দোবস্তের উপর এবং ঐ বন্দোবস্ত সমাপ্তির পর যাহারা পলায়ন করে কেবল তাহারদের উপর খাটিবেক এমত অভিপ্রায় ছিল ইতি।

১২ ধারা।

গ্রামের হিসাব যেপ্রকারে রাখা যাইবেক তাহার এবং তাহার কত নকল প্রস্তুত করা যাইবেক তাহার কথা।

পুনশ্চ হুকুম করা যাইতেছে যে গ্রামের যে হিসাব ইহার পূর্ব্বের দাঁড়ানুসারে রাখিবার হুকুম হইয়াছিল অথবা উত্তর কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নির্দ্দিষ্টকরা দাঁড়ানুসারে রাখিবার হুকুম হইবেক তাহার দুই নকল প্রস্তুত করা যাইবেক এক নকল পাটওয়ারীরদের কাছারীতে থাকিবেক দ্বিতীয় নকল জমীদারী বা ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার কালেক্‌টরসাহেবের কাছারীতে থাকিবেক এবং যেং স্থানে কানুনগো নিযুক্ত আছেন সেইং স্থানে তাহার তৃতীয় নকল করিয়া ঐ কাছারীতে থাকিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

উপরের লিখিত হিসাব দাখিলকরণের অর্থে পরগনা ও জিলার রেবিনিউর কাছারীতে যেং ক্রমে ও যেং সময়ে দাখিল করিতে হইবেক তাহার এবং ঐ হিসাব ভূমিসম্পর্কীয় সকলে দেখিতে পারিবার কথা।

উপরের লিখিতমতে পরগনা ও জিলার কাছারীতে যে হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হুকুম আছে তাহা চলিত হুকুমানুসারে ছয়২ মাসান্তর দাখিল না হইয়া বোর্ডের সাহেবেরা যেং প্রকারে ও যেং সময়ে দাখিল করিতে হুকুম করিবেন তদনুসারে দাখিল করিতে হইবেক এবং ঐ ভূমিসম্পর্কীয় যে কোন ব্যক্তি ঐ সকল স্বচ্ছন্দে দেখিতে ও তজবীজ করিতে পারিবেন ইতি।

১৪ ধারা।

জমীদার কি ইজারদার বা অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী উপরের উক্ত হুকুমমত কার্য্য করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করিলে যাহা না করিতে পারিবেন তাহার কথা।

যে কোন জমীদার কি ইজারদার বা অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী এই আইন জারী হওনের পর উপরের লিখিত হুকুমানুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করেন তিনি পাট্টা কি ইজারার লিখিত নিয়মমতাচরণ না করণ অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত রাইয়ত বা অন্য প্রকার ভূমির দখীলকার ব্যক্তিকে ভূমিহইতে বেদখল করিতে পারিবেন না অথবা কোন রাইয়ত বা দখীলকার ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক্ করিতে পারিবেন না অথবা বাকী খাজানার নিমিত্তে বা বন্দোবস্তের মতাচরণ না করণনিমিত্তে তাহার নামে কোন আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন না ইতি।

১৫ ধারা।

১৫ ধারা।

উপরের লিখিত হুকুমমতাচরণ না করণিয়া যে কোন জমীদার বা ইজারদার কি অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী উপরের লিখিত কোন প্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিলে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা নন্‌সুট হইবেক যদি তিনি কোন রাইয়ত বা অন্য প্রকার কোন দখীলকার ব্যক্তিকে ভূমিহইতে বেদখল অথবা তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক্ করেন্ তবে যে আদালতের দ্বারা সেই ভূমি বা সম্পত্তি রাইয়তকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক সেই আদালতে ঐ বেআইনী কার্য্যের নিমিত্তে যে জরীমানা উচিত বোধ হয় সেই জরীমানা ঐ জমীদারের দিতে হইবেক ইতি।

উপরের লিখিত হুকুমমতাচরণ না করণিয়া কোন ভূম্যধিকারী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে খরচাসমেত তাহা নন্‌সুট হইবার কথা।

জমীদারইত্যাদি কোন রাইয়তকে বেদখল কি তাহার সম্পত্তি ক্রোক্ করিলে জরীমানার যোগ্য হইবার কথা।

১৬ ধারা।

কোন রেবিনিউর এলাকার মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা রাখেন্ এবং নীচের লিখনক্রমে ঐ ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা ধার্য্য হইবেক ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন রেবিনিউর এলাকার মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

১৭ ধারা।

ঐ ডেপুটী কালেক্টরী পদে এদেশীয় যে কোন জাতীয় বা ধর্ম্মাবলম্বী হউন সকলেই নিযুক্ত হইতে পারেন্ যাঁহারা ঐ কার্য্যের নিমিত্তে বাচনী করা যাইবেন তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত হইবেন এবং চলিত দাঁড়ানুসারে সরকারহইতে কমিস্যন অর্থাৎ সনদ পাইবেন এবং ঐ সনদে রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারিসাহেবের দস্তখৎ থাকিবেক ইতি।

ঐ পদের যোগ্য যেং লোক তাহার এবং যে প্রকারে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা।

১৮ ধারা।

ডেপুটী কালেক্টরেরা যে মাহিয়ানা পাইবেন শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সময়েং যেমত তাঁহারদের আচার ব্যবহারানুসারে উপযুক্ত বোধ হইবেক সেই মত মাহিয়ানার বৃদ্ধিও হইতে পারিবেক ইতি।

তাঁহারদের মাহিয়ানা যে প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার এবং যেং প্রকারে মাহিয়ানার বৃদ্ধির যোগ্য হইবেন তাহার কথা।

১৯ ধারা।

যাঁহারা এই আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরী পদে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা ঐ পদে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে সরকারী রাজস্বের সমস্ত তহসীলদারদিগের ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের

এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী কালে

৫ আইনের

কৃটর যে মুকুতিপত্র লিখিয়া দিবেন তাহার কথা।

৫ আইনের ২৬ ধারায় যে দিব্য করিতে হুকুম আছে তদনুসারে এক মুকুতিপত্র যে জিলায় নিযুক্ত হইবেন ঐ জিলার কালেকটরসাহেবের সম্মুখে লিখিয়া দিবেন ইতি।

২০ ধারা।

এই আইনানুসারে যে কালেকটরীতে ডেপুটী কালেকটরেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা ঐ কালেক্টরসাহেবের তাবে থাকিবার কথা।

যে ডেপুটী কালেকটরেরা এই আইনানুসারে যে কালেকটরীতে নিযুক্ত হইবেন সর্ব্ব প্রকারেই ঐ কালেকটরের তাবে তাঁহারদের থাকিতে হইবেক এবং ঐ কালেকটরসাহেব তাঁহারদিগের প্রতি যে কার্য্য করিতে হুকুম দিবেন তাঁহারা সেই কার্য্য করিবেন ইতি।

২১ ধারা।

কালেকটরসাহেব যে২ কার্য্যে তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন তাহার কথা।

কালেকটরসাহেব ইচ্ছামত তাঁহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুম মতে ভূমির বন্দোবস্তকরণের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং সরকারের খাসমহালের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং সামান্যতঃ কালেকটরের কর্ত্তব্য অন্য যে কোন কার্য্য তাহাতে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

২২ ধারা।

তাঁহারদিগের রোয়দাদ যে প্রকারে লেখা যাইবেক তাহার এবং যে প্রকারে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা।

এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী কালেকটরদিগের করা সমস্ত রোয়দাদ তাঁহারদের নামেই লেখা যাইবেক ও তাহার দায়ী তাঁহারাই হইবেন কিন্তু কালেকটরসাহেব তাহাতে পুনর্দৃষ্টি এবং তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন এবং তাহার উপর আপীল দাঁড়ামত উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবদিগের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

কালেকটরসাহেব যে২ কার্য্য তাঁহার হাতে সোপর্দ্দ করেন্ তাহা ফিরিয়া লওনের হেতু কমিস্যনর সাহেবকে জানাইয়া তাহা ফিরিয়া লইতে পারিবার কথা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কালেকটরসাহেব যে কোন কার্য্য ডেপুটী কালেকটরের হাতে সোপর্দ্দ করেন্ তাহা ফিরিয়া লওনের কারণ কমিস্যনরসাহেবকে জানাইয়া তাহা যে কোন সময়েই তাঁহার নিকটহইতে ফিরিয়া লইতে পারেন্ ইতি।

২৪ ধারা।

কালেকটরসাহেব ডেপুটী কালেকটরকে যে২ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন

আরো জানা কর্ত্তব্য যে ডেপুটী কালেকটরেরা যে২ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাহার যে২ নিয়ম কালেকটরসাহেবেরা স্থির করেন্ অথবা তাঁহারদিগকে যে২ কার্য্য বিলিমতে সোপর্দ্দ করেন্ রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবেরা উচিত বোধ হইলে তাহার ফেরফার

করিতে

করিতে পারেন্ কিন্তু সদর বোর্ড রেবিনিউর অথবা সরকারের যে সাধারণ কর্তৃত্ব আছে তাহা এই সকল বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

তাঁহার হুকুমে যেপর্য রাজস্বের কমিস্যনরসাহেব হাত দিতে পারিবেন তাহার কথা।

২৫ ধারা।

ডেপুটী কালেক্টরের তগীরের বিষয়ি হুকুমের কথা।

এই আইনানুসারে যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইবেন তিনি কুকর্ম্ম না করিলে এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম না হইলে তগীর হইতে পারিবেন না যখন এমত বোধ হয় যে কোন ডেপুটী কালেক্টর কর্ম্মে ত্রুটি কি অনৈপুণ্য অথবা ঘুষইত্যাদি লওনপ্রযুক্ত ঐ পদে থাকনের অনুপযুক্ত তখন সেই এলাকার কার্য্যকারক সাহেবেরা সদর বোর্ড রেবিনিউর দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিবেচনার নিমিত্তে ঐ বিষয়ের এক রিপোর্ট করিবেন এবং শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ করিবেন সেই মত হয় তাঁহাকে শসপেণ্ড করিয়া তাঁহার কার্য্যের বিষয়ে পুনর্ব্বার তত্ত্বাবধারণার্থে হুকুম দিবেন নতুবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তগীর করিতে পারিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

আদালতের উকীলদিগকে বাচনীকরণ ও নিযুক্তকরণ ও মেহনতানাদেওনের বিষয়ি চলিত আইনের কতক২ হুকুম মতান্তর করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ২০ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪১ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪১ সালের ২১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ২১ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক সদর দেওয়ানী আদালতে আদালতের উকীলদিগকে বাচনীকরণ ও নিযুক্তকরণ ও মেহনতানাদেওনের বিষয়ি চলিত নিয়মের দ্বারা ঐ২ আদালতে মোকদ্দমায় কোন২ প্রকারে উভয় বিবাদির ক্ষতি হইতেছে এবং যেহেতুক উকীলদিগের সংখ্যার বৃদ্ধিকরণেতে অথবা অযোগ্য ব্যক্তিরা ওকালতী কার্য্যে নিযুক্তহওনেতে যে অপকার সম্ভাবনা তাহা উভয় বিবাদির স্বার্থপরতার দ্বারা যেমন খণ্ডন হইতে পারে আদালতের সাহেবদিগের হাতদেওনেতে তেমন হইতে পারে না এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের লিখিত হুকুম এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৩০ ধারা অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলদিগের নিযুক্ত হওন বা তগীরহওন বা মেহনতানার বিষয়ি অন্য যে কোন চলিত আইন আছে নীচের লিখনক্রমে তাহা মতান্তর করা গেল ইতি। আইনের যেং হুকুম মতান্তর করা গেল তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সদর দেওয়ানী আদালতে সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তি যে কোন জাতীয় বা ধর্ম্মাবলম্বী হউন সকলেই ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন ইতি। সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলের পদের যোগ্য সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোক হইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে কোন ব্যক্তি ঐ২ আদালতের উকীলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চাহেন ঐ২ আদালতে উকী

লের পদের এবং সামান্য মোখ্তার নিরূপণ করণের দরখাস্ত যে প্রকারে করা যাইবেক ও তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

চাহেন্ অথবা যে কোন ব্যক্তি ঐ আদালতে উপস্থিতহওয়া যে কোন মোকদ্দমা অথবা যে কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকেন্ ঐ মোকদ্দমা বা কার্য্যনির্ব্বাহার্থে আদালতের উকীলভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে চাহেন্ তাঁহারা ঐ২ আদালতে দরখাস্ত করিবেন এবং আদালতের সাহেবদিগের অধিকাংশ ঐ দরখাস্তে সম্মত হইলে ঐ উকীল বা ঐ সামান্য মোখ্তারকে কর্ম্মে নিযুক্তহওনের ক্ষমতাদেওনার্থে এক সনদ দিবেন এবং এক্ষণে অনেক উকীল ঐ২ আদালতে বর্ত্তমান আছেন্ বলিয়া ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্যকরণের কারণ হইবেক না ইতি।

আদালতের উকীলভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত করিতে চাহিলে তাহার অনুমতি যেরূপে পাওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকিয়া ঐ মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে আদালতের উকীলভিন্ন অন্য কাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলে ঐ নিমিত্তে এক দরখাস্ত করিবেন এবং যে জজসাহেবের নিকটে ঐ দরখাস্ত অর্পণ হয় ঐ সাহেব তাহা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন্ যদি ঐ সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করেন তবে ঐ হুকুমের উপর আপীল ঐ আদালতের সমস্ত জজের নিকটে হইতে পারিবেক এবং তাহাতে জজসাহেবদিগের অধিকাংশ যাহা স্থির করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

উকীলের মেহনতানা যে রূপে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— সদর দেওয়ানী আদালতে যাঁহারা উকীল নিযুক্ত করিতে চাহেন্ তাঁহারদের প্রতি এক্ষণে এই অনুমতি হইল যে উকীলের যে মেহনতানা হইবেক আপনারাই পরস্পর তাহার বন্দোবস্ত করিবেন এবং ঐ মেহনতানা ওকালৎনামাতে লিখিতে হইবেক এবং ঐ নিমিত্তে আদালতে টাকা আমানৎকরণের আবশ্যক হইবেক না কেবল উকীলদিগের খাতিরজমার নিমিত্তে করিতে চাহিলে করিতে পারিবেন কিন্তু বর্ত্তমান আইনে যে মেহনতানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাহইতে অধিক বিপক্ষের উকীলের মেহনতানার নিমিত্তে আদালতের খরচা বলিয়া পরাজিত ব্যক্তির দিতে হইবেক না ইতি।

মওক্কেলের সহিত উকীলের বন্দোবস্ত হইয়া কোন বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— মওক্কেলের সঙ্গে উকীলের কোন বন্দোবস্ত হইয়া যদি কোন বিবাদ হয় তবে জাবেতামত ঐ বিষয়ের মোকদ্দমা করিতে হইবেক এবং ঐ বিষয়ের কোন মুৎফরক্কা দরখাস্ত আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

মোখ্তারের ক্ষমতার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— যে মোখ্তার এইরূপে সওয়াল জওয়াব করিতে অনুমতি পান্ তাঁহার প্রতি অর্পণকরা মোকদ্দমার বিষয়ে আদালতের উকীল যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ্ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন ঐ মোখ্তারও ঐ২ কার্য্য নির্ব্বাহ্ করিতে পারিবেক এবং আইনানুসারে আদালতের উকীল যেমত ত্রুটি বা আদালতের হুকুম না মানন অথবা অন্য কোন অপরাধকরণের বিষয়ে জরীমানা বা শাস্তির যোগ্য হন্ সেইমত এই মোখ্তারো জরীমানা ও শাস্তির যোগ্য হইবেন ইতি।

৮ অষ্টম

৮ অষ্টম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের ২ আইনের লেখা হুকুমক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণকরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পূর্ব্বে যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতে যে উকীলেরা ঐ মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহারা যে মেহনতানা পাইবেন ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সামান্যতঃ ইহার পূর্ব্বে যে খরচা লাগিয়াছিল তাহা কাহার শিরে পড়িবেক ইহাও নির্দ্দিষ্ট করিবেন উকীলের মেহনতানার নিমিত্তে যত টাকা পূর্ব্বে ঐ আদালতে আমানৎ হইয়াছিল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ টাকা আমানৎ থাকিবেক তাহার পর আদালতের ফয়সলানুসারে উকীল যাহা পাইবেন তাহা দেওয়া যাইবেক ইতি।

অন্য আদালতহইতে পাঠান মোকদ্দমায় উকীলের মেহনতানার বিষয়ি হুকুমের কথা।

৯ নবম প্রকরণ।— আদালতের সাহেবদিগের প্রতি এই ক্ষমতার্পণ হইল যে ঐ সাহেবেরা যদ্যপি উকীল বা মোখ্তারের এমত কোন অনুচিত কার্য্য দেখেন যে জজসাহেবদিগের অধিকাংশ তাহাকে কর্ম্মচ্যুতকরণরূপ দণ্ড করিতে উপযুক্ত বোধ করেন তবে মোকদ্দমানির্ব্বাহের কোন সময়ে আদালতের উকীলের সনদ ফিরিয়া লইতে পারিবেন বা মোখ্তারকে মোকদ্দমানির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত হইতে বারণ করিতে পারিবেন ইতি।

অনুচিত কর্ম্ম করিলে উকীলের সনদ আদালতের জজসাহেবদিগের অধিকাংশ ফিরিয়া লইবার ও মোখ্তারকে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে বারণ করিবার কথা।

৩ ধারা।

যে সকল আদালতে অন্য২ আদালতহইতে বিচারহওনের নিমিত্তে মোকদ্দমা পাঠান যায় সেই২ আদালতের উপর উপরের লিখিত ২ ধারার ৮ প্রকরণের লেখা হুকুম খাটিবেক ইতি।

উপরের ২ ধারার ৮ প্রকরণের লিখিত হুকুম বিস্তার করিবার কথা।

৪ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে কোন জিলা বা শহরের আদালতে এই আইনের সমস্ত হুকুম বা তাহার কতক অংশ চালাইবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

এই আইনের হুকুম কোন জিলা বা শহরের আদালতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর চালাইতে পারিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া দিবার এবং এক্ষণে রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কএক প্রদেশের তত্ত্বাবধারণকরণের বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ২ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪১ সালের ৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪১ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ১৯ রজবে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত নানা প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থাদৃষ্টে এবং ঐ২ প্রদেশের নানাভাগে সম্প্রতি যে দৌরাত্ম্য হইয়াছিল তাহার ভাব দৃষ্টে এবং দেশীয় লোকের আচার ব্যবহারদৃষ্টে ঐ২ প্রদেশ পূর্ব্বোক্ত জিলাসকলহইতে স্বতন্ত্রকরণ এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্টনামে এক জন কার্য্যকারক সাহেবের তাবে রাখা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্যনির্ব্বাহের এবং পোলীস ও ভূমির রাজস্ব ও মাসুল ও আবকারী ও ইষ্টাম্প ও ঐ২ স্থানসম্পর্কীয় সকল দেওয়ানী কার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থে বিশেষ হুকুমকরা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত নিয়মসকলের উপলক্ষে রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া দেওন আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ এজেণ্টসাহেবের কার্য্যের ভারলওনের তারিখঅবধি জারী হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন এবং ১৮০৫ সালের ১৮ আইনের কতক২ হুকুম রদ হইবার এবং রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত মৌকুফ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন এবং ১৮০৫ সালের ১৮ আইনের অথবা অন্য কোন আইনের যে কোন ভাগে রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলা স্থাপনবিষয়ে যে২ হুকুম আছে তাহা রদ হইল এবং রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত মৌকুফ হইল ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

কওক প্রদেশ রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলাহইতে স্বতন্ত্র হইবার কথা।

এপ্রকারে স্বতন্ত্রহওয়া প্রদেশসকলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনানুসারে ছাপা ও প্রকাশহওয়া আইনসকলের যেং হুকুম সম্পর্ক রাখে তাহা রহিত হইবার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

নীচের লিখিতব্য যেং স্থান এক্ষণে রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আছে ঐং স্থান ঐং জিলাহইতে স্বতন্ত্র হইবেক এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যনির্ব্বাহের বিষয়ে এবং রাজস্ব ও মাসুল ও আবকারী ও ইষ্টাম্পের মাসুল তহসীল করণের বিষয়ে যেং হুকুম আছে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনানুসারে ছাপা ও প্রকাশহওয়া আইনসকলে অন্য যেং হুকুম আছে ঐং হুকুম রহিত হইল এবং এই আইনের পশ্চাৎ যে মত ধার্য্য করা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে এই আইনের হেতুবাদের লিখিত তারিখঅবধি ঐ সকল হুকুম এই সকল প্রদেশে জারী হইবেক ইতি।

রামগড় জিলায়।

ছোট নাগপুর।
পালা মৌ।
করকদিয়া।
রামগড়।
কুণ্ডা।

জঙ্গলমহাল জিলায় নীচের লিখিতব্য মহালব্যতিরেকে ঐ জিলায় যত মহাল আছে তাহা।

সাইন পাহাড়ী।
সিয়রগড়।
বিষ্ণুপুর।

মেদিনীপুর জিলায়।

দলভূম।
ঘাটশিলা।

৪ ধারা।

স্বতন্ত্রকরা প্রদেশসকলে সরকারের সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহের ভার শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরলের এজেণ্টনামে এক জন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।

পূর্ব্বের লিখিত ধারার ধার্য্যকরামতে যেং প্রদেশ স্বতন্ত্র করা গেল ঐং প্রদেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্য ও রাজস্বতহসীলকরণের কার্য্য এবং পোলীসের ও ভূমির রাজস্ব ও মাসুল ও আবকারী ও ইষ্টাম্প ও রাজশাসনসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের ভার শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্তকরা এক জন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং ঐ কার্য্যকারক সাহেবের নাম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরলের এজেণ্ট হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

৫ ধারা।

ঐ এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবে ও কর্তৃত্বাধীনে যে কার্য্যকারকেরা থাকেন্ তাঁহার দের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে যে সকল হুকুম উচিত বোধ করেন্ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে ঐ সকল হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা যে ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন ঐ ক্ষমতা ধার্য্য করিতে পারেন্ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্টসাহেবের নিষ্পত্তি করা যেং ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক ও যেং ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারিবেক তাহা ধার্য্য করিতে পারেন্ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্ট সাহেব যে ক্ষমতাপন্ন হইবেন তাহা এবং যেং মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে নিজামৎ আদালতে অর্পণ হইবেক তাহা ধার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ এজেণ্ট ও তাঁহার তাবে কার্য্যকারক সাহেবের উপদেশের নিমিত্তে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবার কথা।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্টসাহেব ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে ক্ষমতা রাখিবেন তাহাও নিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

৬ ধারা।

উত্তর কালে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের করা হুকুম ক্রমে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে ঐ এজেণ্টসাহেব নিজামৎ আদালতে যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন ঐং মোকদ্দমা আদালতে পঁহুছিলে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মৌলবীর ফতওয়া না লইয়াই দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের নিকটে সামান্যতঃ মোকদ্দমা অর্পণ হইলে যেমত হইত সেই মত ঐং মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম দেন্ অথবা সূক্ষ্ম বিবেচনার পর অন্য যে হুকুম দেওয়া উচিত ও যথার্থ বোধ হয় তাহা দেন ইতি।

এজেণ্টসাহেবের অর্পণকরা মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম কি অন্য হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যেপ্রকারে জারী করিবেন তাহার কথা।

৭ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই আইনক্রমে রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার অন্তঃপাতি যে সকল প্রদেশ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরলের এজেণ্টসাহেবের তাবে রাখা যায় নাহি তাহা যে জিলার শামিলকরা উচিত বোধ হয় সেই জিলার শামিল করিতে পারেন্ এবং সময়ক্রমে এজেণ্টসাহেবের তাবে রাখা এলাকা অথবা তাহার নিকটবর্ত্তি অন্যং জিলার সীমার যেরূপ ফেরফারকরা উচিত বোধ হয় সেইরূপ করিতে পারেন্ ইতি।

রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার যেং অংশ এজেণ্টসাহেবের তাবে রাখা যায় নাহি শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে তাহা কোন জিলার শামিল করিতে পারিবার এবং সময়ক্রমে এজেণ্টসাহেবের তাবে রাখা এলাকা কি তাহার নিকটবর্ত্তি অন্যং জিলার সীমার ফেরফার করিতে পারিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের আইনের মধ্যগত স্থূলং বিষয়।

আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউ।
প্রবিন্স্যল আপীল আদালত।
বন্দুয়ান।
ঢাকা জিলা।
আমদানীহওয়া জিনিস।
মুদ্রা।
জিলা ও শহরের আদালতের অতিরিক্ত জজ।
রাজস্ব।
উকীল।
রামগড় ও জঙ্গল মহাল ও মেদিনীপুর জিলা।

ঐ স্থূল বিষয়ান্তর্গত বিষয়সকল।

পরিমিট ও শহরের মাসুল।	আলাহাবাদে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিষয়ান্তর্গত।
কলিকাতা রাজধানীতে থাকা পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ড।	ঐ।
প্রবিন্স্যল আপীল আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা।	প্রবিন্স্যল আপীল আদালতের বিষয়ান্তর্গত।
আপীল।	ঐ।
রাস্তা ও সরকারী এমারতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব।....	বন্দুয়ানের বিষয়ান্তর্গত।
মূল্যানুসারে মাসুল।	আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়ান্তর্গত।
ফরুরোখাবাদী টাকা।	মুদ্রার বিষয়ান্তর্গত।
মালিকানা।	রাজস্বের বিষয়ান্তর্গত।
বন্দোবস্ত।	ঐ।
গ্রামের হিসাব।	ঐ।
ডেপুটী কালেক্টর।	ঐ।
মেদিনীপুর।	রামগড় জিলার বিষয়ান্তর্গত।

 মতান্তরকরণ

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের আইনের খোলাসা

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি।

যেং আইন মতান্তরইত্যাদিকরা গেল।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৮১০	৯।১০	০	০	শুধরণ।	১	২	০
১৮২৬.	৯	২।৩	০				
১৮৩১	৫	২৭	২	ঐ।	২	২	০
১৭৯৩	৩	২	০				
	৯	২	০	শুধরণ ও রদ।	৫	২	০
১৭৯৭	৭	২	০				
১৮২৯	১৫	৩	২	রদ ও শুধরণ।	৬	০	০
১৮১৮	১৪	২	২	রদ।	৭	০	০
১৮১৯	৪০	১	০				
১৮২২	৭	৫	০	শুধরণ ও অর্থ স্পষ্টরণ। ..	৯	২।৪	০
১৮২৮	৪	২	১।২।৩	রদ।	ঐ	৪	০
১৮৩১	৪	৩	১	ঐ।	১০	২	০
১৮৩০	৭	০	০	শুধরণ।	১১	০	০
১৮১৪	২৭	৩০	০	ঐ।	১২	২	১
১৮৩১	৫	০	০				
১৭৯৩	৩	২।৩	০	ঐ।	১৩	০	০
১৮০৫	১৮	০	০				

আলাহাবাদের

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর বিষয়।			
যেং দেশ রাজস্বসম্বন্ধীয় আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছে সেইং দেশের পরিমিট ও শহরের মাসুলের কর্ত্তৃত্ব উত্তর কালে ঐ বোর্ডে অর্পণ হইবার কথা। ..	১	৩	০
প্রবিন্স্যল আপীল আদালতের বিষয়।			
প্রবিন্স্যল আপী আদালতে সম্প্রতি যেং মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়া আছে যদি ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম কোন জিলা বা শহরে চলন হয় তবে ঐ জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপরের লেখা সমস্ত বিষয় অর্পণ হইবার কথা।	২	ঐ	১
সদর দেওয়ানী আদালতের সমস্ত পরিসেপ্‌ট বা হুকুমনামা জারী হওনার্থ ঐ জিলা বা শহরের আদালতে অর্পণ হইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
সমস্ত জিলায় ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে প্রবিন্স্যল আপীল আদালত উঠাইয়া দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা।	ঐ	৪	।০
যেং আপীল এবং আপীল আদালত উপলক্ষে যেং বিষয় প্রবিন্স্যলআপীল আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সমস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইবার কথা।	২	৫	০
বন্দুয়ানের বিষয়।			
রাস্তা ও সরকারী অন্যং কার্য্যে নিযুক্ত বন্দুয়ানদিগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগেরে বন্দুয়ান ও তাহারদের তৈনাতী সৈন্যেরদিগকে শাসন করিবার অর্থে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।	৪	২	০
ঢাকা জিলার বিষয়।			
ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার অন্তঃপাতি যেং স্থান আছে তাহা এক জিলা হইয়া ঢাকা জিলানামে খ্যাত হইবার কথা।	৫	৩	০
উচিত বোধ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ জিলার সরহদ্দের ফেরফার করিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।	ঐ	৪	০
আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়।			
জিনিস খালাস করিবার আরজীতে ঐ জিনিসের মূল্যবোধক কথা লেখা যাইবার কথা।	৬	৩	১

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
উভয় বিবাদী তাহাতে অস্বীকার বা ত্রুটি করিলে ঐ বিষয় তজবীজ করণার্থে পঞ্চাইত আহ্বান হইতে পারিবার এবং যেপ্রকার লোক পঞ্চাইত ধার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।	৯	৬	০
এইমতে ধার্য্যকরা পঞ্চাইত যেপ্রকারে তজবীজ ও ফয়সলা করিবেন তাহার এবং কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টর বা পঞ্চাইত যেরূপে কার্য্য করিবেন তাহার বিষয়ি হুকুম তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।	ঐ	৭	০
এইপ্রকারে ধার্য্যকরা পঞ্চাইতের করা ফয়সলার উপর যে আপীল হইতে পারিবেক তাহার এবং উপরের উক্ত হুকুমমতে করা ফয়সলার অন্যথাকরণের অর্থে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত তাহা নমনুট হইবার কথা।	ঐ	৮।৯	০
ঐ মত সালিসের করা ফয়সলার দৃষ্টে ক্ষতিহওয়া সম্পত্তি পুনরায় পাইবার অর্থে সালিসের নামে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত তাহা নমনুট হইবার কথা।	ঐ	১০	০
গ্রামের হিসাব যেপ্রকারে রাখা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	১২	০
উপরের লিখিত হিসাব যে সময়ে দাখিল করা যাইবেক তাহাপ্রভৃতির কথা।	ঐ	১৩	০
কোন ব্যক্তি উপরের উক্ত হুকুমমত কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে যাহা না করিতে পারিবেন তাহার কথা।	ঐ	১৪	০
শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুরকৌন্সেলে কোন রেবিনিউর এলাকার মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।	ঐ	১৬	০
তাঁহারদের বাচনীকরণ ও নিযুক্তহওন ও কার্য্যকরণ ও তগীরহওনের বিষয়ি হুকুমের কথা।	ঐ	১৭অবধি ২৬পর্য্যন্ত	০
উকীলের বিষয়।			
সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলের পদের যোগ্য সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বি লোক হইতে পারিবার কথা।	১২	২	২
ঐং আদালতে উকীলের পদের কার্য্যকরণের দরখাস্ত যেপ্রকারে করা যাইবেক ও তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার এবং আদালতের উকীলভিন্ন অন্য কোনব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে চাহিলে তাহার অনুমতি যেরূপে পাওয়া যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩।৪
উকীলের মেহনতানা যেরূপে দেওয়া যাইবেক তাহার এবং			

মওক্কেলের

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্র
[illegible] সহিত উকীলের বন্দোবস্ত হইয়া কোন বিবাদ হইলে তা [illegible] যেরূপে হইবেক তাহার কথা।	১২	২	
[illegible] দালতহইতে পাঠান মোকদ্দমায় উকীলের মেহনতানার [illegible] মের কথা।	ঐ	ঐ	
[illegible] কার্য্য করিলে উকীলের সনদ আদালতের জজসাহেব [illegible] কাংশ ফিরিয়া লইবার এবং মোক্তারকে কর্ম্মনির্ব্বাহ [illegible] ণ করিবার কথা।	ঐ	ঐ	
[illegible] ওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকু [illegible] ই আইনের হুকুম কোন জিলা বা শহরের আদালতে [illegible] পারিবার কথা।	ঐ	৪	
[illegible] ড় ও জঙ্গল মহাল ও মেদিনীপুর জিলার বিষয়।			
[illegible] প্রদেশ রামগড় ও জঙ্গল মহাল ও মেদিনীপুর জিলাহইতে [illegible] ার কথা।	১৩	৩	
[illegible] প্রদেশসকলে সরকারের সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহের [illegible] ওয়াব গবর্নর্ জেনরলের এজেণ্ট নামে এক জন কার্য্য [illegible] বের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।	ঐ	৪	
[illegible] য়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল ঐ এজে [illegible] াহার তাবে কার্য্যকারক সাহেবের উপদেশের নিমিত্তে [illegible] করিতে পারিবার এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় ঐ [illegible] ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে ক্ষমতা রাখিবেন [illegible] করিতে পারিবার কথা।	১৩	৫	
[illegible] হেবের অর্পণকরা মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম নিজামৎ আ [illegible] হেবেরা যেপ্রকারে জারী করিবেন তাহার কথা।	ঐ	৬	
[illegible] জঙ্গলমহাল জিলার যেং অংশ এজেণ্টসাহেবের তাবে [illegible] াহি শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে তাহা কোন জিলার শামিল [illegible] বার এবং সময়ক্রমে এজেণ্টসাহেবের তাবে রাখা এলা [illegible] র নিকটের অন্যং জিলার সীমার ফেরফার করিতে পা [illegible]	ঐ	৭	

[illegible] 1833—6. সমাপ্তঃ।

A True Translation,
G. F. Harvey,
Bengalee Translator of Regulations.

Imperial Library